বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

কোম্পানি আইন, ২০২৬

(প্রস্তাবিত অংশে সবুজ রং দ্বারা সংশোধন, বেগুনি রং দ্বারা নতুন সংযোজন এবং লাল রং দ্বারা বিয়োজন বুঝানো হয়েছে)

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
১.	যেহেতু কোম্পানীসমূহ ও অন্যান্য কতিপয় সমিতি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-	যেহেতু কোম্পানীসমূহ, বাণিজ্য সংগঠন ও অন্যান্য কতিপয় সমিতি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-	বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০২২ এর বিধান মোতাবেক বাণিজ্য সংগঠনগুলোও কোম্পানি আইনের অধীন নিবন্ধন গ্রহণ করে বিধান পরিমার্জন করা হয়েছে।
২.	১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন (১) এই আইন কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ নামে অভিহিত হইবে।	১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন (১) এই আইন কোম্পানী আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।	নতুন কোম্পানি আইন হিসেবে প্রণয়নের নিমিত্ত শিরোনাম পরিমার্জন করা হয়েছে।
৩.	২(ন) "সচিব" বলিতে এই আইনের অধীনে সচিবের কর্তব্য এবং অন্য কোন নির্বাহী বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনার্থে নিযুক্ত এবং নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন একক ব্যক্তিকে বুঝাইবে;	২(ন) **কোম্পানি সচিব** বলিতে এই আইনের অধীন সচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য নিযুক্ত এবং নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো একক ব্যক্তিকে বুঝাইবে; তবে, এতদসঙ্গে অন্য কোনো নির্বাহী বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিলেও তিনি "কোম্পানি সচিব" বলিয়া গণ্য হইবেন।	প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার পদের নাম ও সংজ্ঞার সাথে কোম্পানির সচিবের পদের নাম ও সংজ্ঞার বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য সচিবের পরিবর্তে কোম্পানি সচিব ও সংজ্ঞায় সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে
৪.		**২(ব) কোম্পানি প্রতিনিধি** বলিতে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে মনোনীত পরিচালনা পর্ষদের সদস্য বা উক্ত কোম্পানিতে কর্মরত যে কোন প্রতিনিধি বুঝাইবে;	কোম্পানির প্রতিনিধি-কে স্পষ্টীকরণ এবং নির্দিষ্ট কার্যভিত্তিক /সেবাভিত্তিক প্রতিনিধি-কে পৃথকীকরণ।
৫.		**২(ভ) নির্দিষ্ট কার্যভিত্তিক কোম্পানি প্রতিনিধি** বলিতে আইনগত ক্ষমতাপত্রের ভিত্তিতে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমন্টে একাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটোরি, আইনজীবী, এবং ইনকাম ট্যাক্স	বিভিন্ন পেশাজীবী যথা: চার্টার্ড একাউন্টেট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমন্টে একাউন্টেন্ট, আইনজীবী, ইনকাম, ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনারসহ অন্যান্য

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		প্র্যাকটিশনারনরসহ অন্যান্য পেশাজীবীকে বুঝাইবে;	পেশাজীবীদেরকে power of attorney বা আইনগত ক্ষমতাপত্রের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য সংজ্ঞায়িতকরণ।
৬.		**(ম) দলিলাদি (documents)** বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কাগজে বা **ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে** রক্ষিত কোম্পানি সংক্রান্ত সকল রেকর্ড, সমন, নোটিশ, রিকিউজিশন, আদেশ, ঘোষণা, চুক্তি, ফরম ও রেজিস্টার অন্তর্ভূক্ত হইবে;	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল মাধ্যমে কোম্পানির দলিলাদি সম্পাদন ও সংরক্ষণের বিধানে অর্ন্তভুক্তকরণ।
৭.		**২(য) ইলেকট্রনিক পদ্ধতি** বলিতে ইলেকট্রিক্যাল, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অয়্যারলেস, অপটিক্যাল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা অনুরূপ কোনো প্রযুক্তির ব্যবহারে গঠিত এমন কোনো কৌশল, প্রক্রিয়া, প্রণালী বা সিস্টেম, যাহার মাধ্যমে কোনো উপাত্ত, তথ্য বা তথ্য-বার্তা প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাত, গ্রহণ, প্রেরণ, সংরক্ষণ, পরিবর্তন, রূপান্তর বা অবলোকন করা হয়, এবং কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট বা অন্যান্য ডিজিটাল যোগাযোগ অবকাঠামোর প্রয়োগও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	“ ইলেকট্রনিক “ ; “ ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত বিনিময় (electronic data inter-change)” ; “ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস (electronic form)” ; “ “ইলেক্ট্রনিক গেজেট”; “ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড”; “ইলেক্ট্রনিক মেইল”; “উপাত্ত-বার্তা (data message)”; সংজ্ঞা সমূহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এ বর্ণিত আছে, এরই আলোকে কোম্পানি আইনে পরিবর্তন করা হয়েছে।
৮.		**২(র) ইলেকট্রনিক মাধ্যম** বলিতে ইলেকট্রিক্যাল, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অয়্যারলেস, অপটিক্যাল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা অনুরূপ প্রযুক্তিনির্ভর কোনো সিস্টেম, ডিভাইস, নেটওয়ার্ক বা প্ল্যাটফর্ম, যাহার সাহায্যে কোনো উপাত্ত, তথ্য, রেকর্ড বা উপাত্ত-বার্তা প্রস্তুত, রূপান্তর, গ্রহণ, প্রেরণ, আদান-প্রদান, সম্প্রচার বা সংরক্ষণ করা হয়, এবং ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সেলুলার ফোন, টেলিকমিউনিকেশন অবকাঠামো বা ইলেকট্রনিক ফাইল সংরক্ষণাগারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	“ ইলেকট্রনিক “ ; “ ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত বিনিময় (electronic data inter-change)” ; “ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস (electronic form)” ; “ “ইলেক্ট্রনিক গেজেট”; “ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড”; “ইলেক্ট্রনিক মেইল”; “উপাত্ত-বার্তা (data message)”; সংজ্ঞা সমূহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এ বর্ণিত আছে, এরই আলোকে কোম্পানি আইনে পরিবর্তন করা হয়েছে।
৯.		**২(ল) হিতগ্রাহী স্বত্ব (Beneficial Ownership)** বলিতে কোনো শেয়ারের নিবন্ধিত মালিক বা ধারণকারী ব্যক্তি বা সত্তা যাহাই হউক না কেন, উক্ত শেয়ারের বিপরীতে বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট লভ্যাংশ, মুনাফা, ভোটাধিকার বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধা বা অধিকারের উপর	আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও BFIU-এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		কোনো ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রকৃত স্বত্ব, স্বার্থ বা নিয়ন্ত্রণকে বুঝাইবে; এবং কোনো চুক্তি, সমঝোতা, মনোনয়ন (nominee), ট্রাস্ট বা অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে এককভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সম্মিলিতভাবে উক্ত শেয়ারের সহিত সংযুক্ত কোন অধিকার প্রয়োগ করা বা প্রয়োগ করানোর অধিকার এবং উক্ত শেয়ারের বিপরীতে প্রদত্ত কোন লভ্যাংশ বা অন্যান্য বণ্টন গ্রহণ করা বা তাহাতে অংশগ্রহণের অধিকারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।	
১০.		২(শ) **"সংশ্লিষ্ট পক্ষ"** বলিতে কোনো কোম্পানির সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাইবে, যথা:- (ক) কোম্পানির কোনো পরিচালক (ছায়া পরিচালকসহ) বা তাহার নিকট আত্মীয়; (খ) কোম্পানির কোনো প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী বা তাহার নিকট আত্মীয়; (গ) এমন কোনো ফার্ম, যাহার অংশীদার কোম্পানির কোনো পরিচালক বা তাহার নিকট আত্মীয়; (ঘ) এমন কোনো প্রাইভেট কোম্পানি, যাহার সদস্য বা পরিচালক কোম্পানির কোনো পরিচালক বা তাহার নিকট আত্মীয়; (ঙ) এমন কোনো পাবলিক কোম্পানি, যাহার পরিচালক হিসাবে কোম্পানির কোনো পরিচালক রহিয়াছেন এবং যাহার পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের [দুই] শতাংশের অধিক কোম্পানির উক্ত পরিচালক ও তাহার নিকট আত্মীয় একত্রে ধারণ করেন; (চ) এমন কোনো বডি কর্পোরেট, যাহার পরিষদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ম্যানেজার কোম্পানির কোনো পরিচালকের পরামর্শ, নির্দেশনা বা ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতে অভ্যস্ত: তবে শর্ত থাকে যে, পেশাগত ক্ষমতায় প্রদত্ত পরামর্শের কারণে কেহ এই দফার অধীন সংশ্লিষ্ট পক্ষ গণ্য হইবেন না;	• **আইনের ফাঁকফোকর প্রতিরোধের জন্য:** পরিচালকের স্বার্থ, ঋণ ও লেনদেন সংক্রান্ত বিধানে "আত্মীয়" বা "স্বার্থসংশ্লিষ্ট" জাতীয় অনির্দিষ্ট শব্দ চলে। একটি কেন্দ্রীয় সংজ্ঞা হইলে সকল ধারায় একই মাপকাঠি প্রযোজ্য হইবে। খসড়ার ৩৪ক ও ২(ম) এর "হিতগ্রাহী" ধারণার সঙ্গে দফা (ঝ) এর মাধ্যমে সংযোগ রাখা হইয়াছে। • **২(ম) এর সঙ্গে সংযোগ:** হিতগ্রাহী নির্ধারণের নিয়ম পালনে বাধ্যবাধকতা বেশি, বিশেষত বিদেশি ও গ্রুপ কাঠামোতে। "নিয়ন্ত্রণ" সংজ্ঞায়িত করিয়া এবং [পঁচিশ] শতাংশের বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড দিলে আরজেএসসির ব্যক্তিগত বিবেচনার ঝুঁকি কমে এবং এফএটিএফ-ভিত্তিক মানের সঙ্গে সংগতি থাকে। • **অনুমান বিপরীত প্রমাণসাপেক্ষ:** [পঞ্চাশ] ও [বিশ] শতাংশের অনুমান যান্ত্রিক প্রয়োগ এড়ায়। নামমাত্র শেয়ারহোল্ডার

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(ছ) কোম্পানির মূল কোম্পানি, অধস্তন কোম্পানি, সহযোগী কোম্পানি, একই মূল কোম্পানির অন্য কোনো অধস্তন কোম্পানি, অথবা কোম্পানি যে যৌথ উদ্যোগের পক্ষ; (জ) এমন কোনো ব্যক্তি বা সত্তা, যিনি বা যাহা কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখেন, অথবা যাহার উপর কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে; (ঝ) ধারা ২(ল) এ সংজ্ঞায়িত হিতগ্রাহী স্বত্বসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি; (ঞ) কোম্পানির মূল কোম্পানির কোনো পরিচালক বা প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী, অথবা তাহাদের নিকট আত্মীয়; (ট) দফা (ক) হইতে (ঞ) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো সত্তা, যদি না উক্ত সত্তা কোম্পানি কর্তৃকও নিয়ন্ত্রিত হয়; (ঠ) কোম্পানি বা উহার সংশ্লিষ্ট পক্ষের কর্মচারীগণের কল্যাণে গঠিত কোনো চাকুরি-পরবর্তী সুবিধা পরিকল্পনা (যেমন, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি ফান্ড); (ড) এমন কোনো ব্যক্তি বা সত্তা, যিনি বা যাহা লেনদেনের তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী [ছয়] মাসের মধ্যে যে কোনো সময় দফা (ক) হইতে (ট) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা ছিলেন; (ঢ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো ব্যক্তি: তবে শর্ত থাকে যে- (অ) কোনো কোম্পানির সহিত উহার শতভাগ মালিকানাধীন অধস্তন কোম্পানির লেনদেনের ক্ষেত্রে, যেখানে একত্রীকৃত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, সে ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রযোজ্য হইবে না; তবে প্রকাশ সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে; (আ) কেবল সরকারি মালিকানা বা সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে দুইটি	ব্যবহার করিয়া নিয়ন্ত্রণ আড়াল করার সুযোগও কমে। **“ব্যক্তি” ও চূড়ান্ত প্রাকৃতিক ব্যক্তি:** আইনি সত্তা ও ট্রাস্টকে “ব্যক্তি” এর অন্তর্ভুক্ত করা এবং একাধিক স্তরে ধারিত শেয়ারে স্তর ভেদ করিয়া (look-through) চূড়ান্ত প্রাকৃতিক ব্যক্তি শনাক্ত করার নিয়ম এফএটিএফ সুপারিশ ২৪ (আইনি ব্যক্তি) ও ২৫ (আইনি ব্যবস্থা) এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ফলে হোল্ডিং কোম্পানি, ট্রাস্ট বা নামমাত্র শেয়ারহোল্ডারের মাধ্যমে [পঞ্চাশ], [পঁচিশ] ও [বিশ] শতাংশের সীমা এড়ানো যাইবে না। শনাক্ত করা না গেলে জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাকে হিতগ্রাহী গণ্য করার বিধান শনাক্তকরণের দায় কোম্পানির উপর আরোপ করে এবং ধারা ৩৪ক এর ঘোষণা যাহাতে ফাঁকা না থাকে তাহা নিশ্চিত করে। • **তিন-অংশের কাঠামো:** সংজ্ঞাটি তিন অংশে ভাগ করা হইয়াছে—(১) কে ছায়া পরিচালক, (২) “অভ্যস্ত” এর অর্থ (ধারাবাহিকতা, কার্যকারণ সম্পর্ক ও অধিকাংশ পরিচালকের অনুসরণ) এবং (৩) কে বাদ। ফলত পরিচালকের সংজ্ঞা ও পার্থক্য যুক্ত হওয়ায় নেপথ্যের নিয়ন্ত্রক এবং নিয়োগবিহীন প্রকাশ্য কার্যকারী ব্যক্তি—উভয়ের দায় নিশ্চিত হয়, অথচ কেবল একটি নির্দেশনা বা পেশাগত পরামর্শ কাহাকেও ছায়া পরিচালক বানায় না।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		সরকারি সংস্থা পরস্পরের সংশ্লিষ্ট পক্ষ গণ্য হইবে না, যদি না উহাদের একটি অপরটির উপর নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখে।	• **প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী:** ভারতের ধারা ২(৫১) এবং বিএসইসির কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোডে চিহ্নিত পদের (সিইও, সিএফও, কোম্পানি সচিব, প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক) সঙ্গে মিল রাখা হইয়াছে। খসড়ার ২(ন) "কোম্পানি সচিব" ও ধারা ১২৫ক (সচিব নিয়োগ) এর সঙ্গেও সংগতি থাকে। • **আইনের ফাঁকফোকর:** গ্রুপ-কাঠামো ব্যবসায় বহুল ব্যবহৃত হইলেও সহযোগী কোম্পানি, যৌথ উদ্যোগ ও অভিন্ন নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা না থাকিলে একত্রীকৃত হিসাব, সংশ্লিষ্ট পক্ষ ও হিতগ্রাহী প্রকাশের মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকে। • **ন্যায্য মূল্য:** আইএফআরএস ১৩ ভিত্তিক; ধারা ৩৮, ৫৮ ও ২২৮–২২৯ এ প্রয়োগ হইবে। স্বাধীন মূল্যায়নকারী সংশ্লিষ্ট পক্ষ না হওয়ার শর্ত স্বার্থের সংঘাত এড়ায়। • **স্বাধীন মূল্যায়নকারী কে:** আইসিএবি-র সদস্য চার্টার্ড একাউন্টেন্ট/ফার্ম, অ্যাকচুয়ারি ও নিবন্ধিত মূল্যায়ককে নির্দিষ্ট করায় ধারা ৩৮(৩গ), ও ২২৮–২২৯ এ "স্বাধীন" শব্দটি অনির্দিষ্ট থাকে না। চারটি শর্ত (সংশ্লিষ্ট পক্ষ না হওয়া,

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			আর্থিক স্বার্থ ও ফলাফল-নির্ভর ফি না থাকা, পূর্ববর্তী সম্পর্ক না থাকা এবং স্বাধীনতার ঘোষণা) স্বার্থের সংঘাত রোধ করে। অ্যাকচুয়ারি ও নিবন্ধিত মূল্যায়কের স্বীকৃতি/নিবন্ধন-কাঠামো বিদ্যমান আইন ও বিধি দেখিয়া নিশ্চিত করিতে হইবে (বন্ধনীতে রাখা হইয়াছে)। • **ইলেকট্রনিক সংজ্ঞা:** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর সংজ্ঞা ধার করায় দুই আইনে ভিন্ন সংজ্ঞার ঝুঁকি নাই। যাচাইকৃত তথ্য: ওই আইনের বাংলা পাঠে "ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর" ও ইংরেজি পাঠে "digital signature" ব্যবহৃত হয়; তাই দুই শব্দই বন্ধনীতে রাখা হইয়াছে। খসড়ার ২(ঠ) "দলিলাদি" এর সঙ্গে দ্বৈততা এড়াইতে "ইলেকট্রনিক রেকর্ড" কেবল উপাত্ত ও নথির মাধ্যম বুঝাইবে।
১১.		২(ষ) **"নিকট আত্মীয়"** বলিতে কোনো ব্যক্তির (ক) স্বামী বা স্ত্রী; (খ) পিতা ও মাতা (সৎ-পিতা ও সৎ-মাতাসহ); (গ) পুত্র ও কন্যা (সৎ-পুত্র ও সৎ-কন্যাসহ) এবং তাহাদের স্বামী বা স্ত্রী; (ঘ) ভাই ও বোন (সৎ-ভাই ও সৎ-বোনসহ); এবং (ঙ) তাহার উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল যে কোনো ব্যক্তিকে বুঝাইবে;	•
১২.		২(স) **"নিয়ন্ত্রণ"** বলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, শেয়ারহোল্ডিং, ব্যবস্থাপনা-অধিকার, শেয়ারহোল্ডার চুক্তি, ভোটদান চুক্তি বা অন্য কোনো উপায়ে- (ক)	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		কোম্পানির পরিচালকগণের অধিকাংশ নিয়োগের অধিকার; অথবা (খ) কোম্পানির ব্যবস্থাপনা বা নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা; অথবা (গ) কোম্পানির আর্থিক ও পরিচালনগত নীতি এমনভাবে নির্ধারণের ক্ষমতা, যাহার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোম্পানির কার্যক্রম হইতে পরিবর্তনশীল প্রতিদান অর্জনের সুযোগ পান, বুঝাইবে; **ব্যাখ্যা (ভোটাধিকার):** কোনো ব্যক্তি, ট্রাস্ট বা কোম্পানি অপর কোনো কোম্পানির [পঞ্চাশ] শতাংশের অধিক ভোটাধিকারের মালিক হইলে, বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, তিনি কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়া গণ্য হইবেন;	
১৩.		**২(হ) "প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী"** বলিতে কোম্পানির (ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ম্যানেজার; (খ) কোম্পানি সচিব; (গ) প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা; (ঘ) প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক (যেখানে প্রযোজ্য); এবং (ঙ) পরিষদ কর্তৃক প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী হিসাবে ঘোষিত অন্য কোনো কর্মকর্তাকে বুঝাইবে। (ক) "মূল কোম্পানি" বলিতে এমন কোম্পানিকে বুঝাইবে, যাহা অন্য কোনো কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করে; (খ) "অধস্তন কোম্পানি" বলিতে এমন কোম্পানিকে বুঝাইবে, যাহা অন্য কোনো কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; (খক) "শতভাগ মালিকানাধীন অধস্তন কোম্পানি" বলিতে এমন অধস্তন কোম্পানিকে বুঝাইবে, যাহার সকল ইস্যুকৃত শেয়ার ও ভোটাধিকার মূল কোম্পানি অথবা উহার অন্য কোনো শতভাগ মালিকানাধীন অধস্তন কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধারিত (মূল কোম্পানির পক্ষে মনোনীত ব্যক্তির নামে ধারিত শেয়ারসহ); **ব্যাখ্যা:** "অধস্তন কোম্পানি" অর্থ নিয়ন্ত্রণ ([পঞ্চাশ] শতাংশের	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		অধিক), যাহা শতভাগ মালিকানা বুঝায় না। এই আইনে যেখানে শতভাগ মালিকানাধীন অধস্তন কোম্পানি বুঝানো হইয়াছে (ধারা ১২১ক(২), ও ২২৯ছ সহ), সেখানে এই দফার সংজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে; (গ) "সহযোগী কোম্পানি" বলিতে এমন কোম্পানিকে বুঝাইবে, যাহার উপর অন্য কোনো কোম্পানির উল্লেখযোগ্য প্রভাব রহিয়াছে, কিন্তু যাহা অধস্তন কোম্পানি বা যৌথ উদ্যোগ নহে; (ঘ) "যৌথ উদ্যোগ" বলিতে এমন চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাকে বুঝাইবে, যাহাতে দুই বা ততোধিক পক্ষের যৌথ নিয়ন্ত্রণ থাকে; (ঙ) "অভিন্ন নিয়ন্ত্রণ" বলিতে দুই বা ততোধিক কোম্পানি একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়াকে বুঝাইবে; (চ) "গ্রুপ" বলিতে কোনো মূল কোম্পানি ও উহার সকল অধস্তন কোম্পানি এবং অভিন্ন নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানিসমূহকে বুঝাইবে।	
১৪.		**২(ড়) "ন্যায্য মূল্য"** বলিতে পরিমাপের তারিখে বাজার অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল লেনদেনে কোনো সম্পদ বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যাইত, অথবা কোনো দায় হস্তান্তর করিতে যে মূল্য দিতে হইত, তাহাকে বুঝাইবে;	•
১৫.		**২(ঢ়) "স্বাধীন মূল্যায়নকারী"** বলিতে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি নিম্নের ব্যাখ্যায় বর্ণিত স্বাধীনতার শর্ত পূরণ করেন, যথা:- (ক) দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর সদস্য চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অথবা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম; (খ) [বিধি দ্বারা স্বীকৃত পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সদস্য] অ্যাকচুয়ারি (বিশেষত বীমা, পেনশন ও অনুরূপ দায়-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে); এবং	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(গ) [বাণিজ্য মন্ত্রনালয় বা বিধি দ্বারা নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত] নিবন্ধিত মূল্যায়ক (স্থাবর সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে); **ব্যাখ্যা (স্বাধীনতার চারটি শর্ত):** কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত চারটি শর্ত একত্রে পূরণ করিলে "স্বাধীন" গণ্য হইবেন, যথা:- (অ) তিনি মূল্যায়নাধীন লেনদেনের কোনো পক্ষ বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ নহেন এবং কোম্পানি, উহার পরিচালক, প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী, মূল কোম্পানি বা অধস্তন কোম্পানির সহিত নিকট-আত্মীয়তা বা অভিন্ন নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক নাই; (আ) কোম্পানি বা উহার গ্রুপে মূল্যায়ন ফি ব্যতীত তাহার কোনো আর্থিক স্বার্থ (শেয়ার, ঋণ বা অন্য সুবিধা) নাই এবং ফি মূল্যায়নের ফলাফল বা লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার উপর নির্ভরশীল (contingent) নহে; (ই) মূল্যায়নের তারিখের পূর্ববর্তী [দুই] বৎসরে তিনি কোম্পানি বা উহার গ্রুপের নিরীক্ষক, পরিচালক বা কর্মচারী ছিলেন না এবং স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে এমন অন্য কোনো সেবা (যথা: হিসাব প্রস্তুত বা লেনদেন-কাঠামো নকশা) প্রদান করেন নাই; এবং (ঈ) তিনি প্রতিবেদনে স্বাধীনতার লিখিত ঘোষণা এবং আইএফআরএস ১৩ ও আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন মান অনুযায়ী ব্যবহৃত পদ্ধতি ও অনুমান উল্লেখ করিয়াছেন; **ব্যাখ্যা (নিয়োগ):** স্বাধীন মূল্যায়নকারী নিরীক্ষা কমিটি (না থাকিলে স্বার্থহীন পরিচালকগণ) কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;	
১৬.		**২(য়) "আর্থিক প্রতিবেদন মান"** বলিতে আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		মান (আইএফআরএস), আন্তর্জাতিক হিসাবমান (আইএএস) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য আইএফআরএস-কে বুঝাইবে; **২(ৎ) "জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান"** বলিতে আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ বুঝাইবে;	
১৭.	**৩। এখ্‌তিয়ারসম্পন্ন আদালত:** (১) এই আইনের অধীন এখ্‌তিয়ারসম্পন্ন আদালত হইবে হাইকোর্ট বিভাগ : তবে শর্ত থাকে যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত বাধা-নিষেধ ও শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগে অর্পিত সমুদয় বা যে কোন ক্ষমতা কোন জেলা আদালতকে অর্পণ করিতে পারিবে; এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত জেলা আদালত, সংশ্লিষ্ট জেলায় যে সকল কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয় রহিয়াছে সেই সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এখ্‌তিয়ারসম্পন্ন আদালত হইবে। ব্যাখ্যা:- কোন কোম্পানী অবলুপ্তির (winding up) ব্যাপারে জেলা আদালতের এখ্‌তিয়ার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, "নিবন্ধিকৃত কার্যালয়" বলিতে কোম্পানীর অবলুপ্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করার অব্যবহিত ছয় মাস পূর্বে যে স্থানে উক্ত কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয় ছিল সেই স্থানকে বুঝাইবে। (২) কেবল যথোপযুক্ত আদালতে কোন কার্যধারা রুজু না হওয়ার কারণে উক্ত কার্যধারাকে এই ধারার কোন কিছুই অবৈধ প্রতিপন্ন করিবে না।	**৩। এখ্‌তিয়ারসম্পন্ন আদালত:** (১) এই আইনের অধীন এখ্‌তিয়ারসম্পন্ন আদালত হইবে হাইকোর্ট বিভাগ : তবে শর্ত থাকে যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত বাধা-নিষেধ ও শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই আইনের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগে অর্পিত সমুদয় বা যে কোন ক্ষমতা কোন জেলা আদালত বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ আদালত কে অর্পণ করিতে পারিবে; এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত জেলা আদালত, সংশ্লিষ্ট জেলায় যে সকল কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয় রহিয়াছে সেই সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এখ্‌তিয়ারসম্পন্ন আদালত হইবে। ব্যাখ্যা:- কোন কোম্পানী অবলুপ্তির (winding up) ব্যাপারে জেলা আদালতের বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ আদালতের এখ্‌তিয়ার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, "নিবন্ধিকৃত কার্যালয়" বলিতে কোম্পানীর অবলুপ্তির জন্য দরখাস্ত পেশ করার অব্যবহিত ছয় মাস পূর্বে যে স্থানে উক্ত কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয় ছিল সেই স্থানকে বুঝাইবে। (২) কেবল যথোপযুক্ত আদালতে কোন কার্যধারা রুজু না হওয়ার কারণে উক্ত কার্যধারাকে এই ধারার কোন কিছুই অবৈধ প্রতিপন্ন করিবে না।	•
১৮.	**৬। শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর সংঘস্মারক:** শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর ক্ষেত্রে- (ক) সংঘস্মারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিধৃত থাকিবে, যথা :- (অ) কোম্পানীর নাম, যাহার শেষে "সীমিতদায়" বা "লিমিটেড" শব্দটি লিখিত থাকিবে; (আ) নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা; (ই) কোম্পানীর উদ্দেশ্যসমূহ এবং বাণিজ্যিক (Trading) কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে সকল এলাকায় উহার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত থাকিবে উহার উল্লেখ; (ঈ) সদস্যগণের দায় শেয়ার দ্বারা সীমিত, এই মর্মে একটি বিবৃতি; এবং	৬। শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর সংঘস্মারক: শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর ক্ষেত্রে- (ক) সংঘস্মারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিধৃত থাকিবে, যথা :- (অ) কোম্পানীর নাম, যাহার শেষে ধারা-১১ক অনুযায়ী কোম্পানির সনাক্তকরণ শব্দ লিখিত থাকিবে; (আ) নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা; (ই) কোম্পানীর উদ্দেশ্যসমূহ এবং বাণিজ্যিক (Trading) কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে সকল এলাকায় উহার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত থাকিবে উহার উল্লেখ; তবে শর্ত থাকে যে, উদ্দেশ্যসমূহ কোম্পানির নাম ও ব্যবসায়িক ধরনের	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(উ) যে শেয়ার-মূলধন (share capital) লইয়া কোম্পানী নিবন্ধিকৃত হওয়ার প্রস্তাব করিতেছে, টাকার অংকে উহার পরিমাণ এবং সে অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে উক্ত মূলধনের বিভাজন; (খ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যূন একটি শেয়ার থাকিবে; এবং (গ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নামের বিপরীতে তৎকর্তৃক গৃহীত শেয়ার সংখ্যা উল্লেখ করিবেন৷	সাথে সম্পর্কিত হইতে হইবে। (ঈ) সদস্যগণের দায় শেয়ার দ্বারা সীমিত, এই মর্মে একটি বিবৃতি; এবং (উ) যে শেয়ার-মূলধন (share capital) লইয়া কোম্পানী নিবন্ধিকৃত হওয়ার প্রস্তাব করিতেছে, টাকার অংকে উহার পরিমাণ এবং সে অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে উক্ত মূলধনের বিভাজন; (খ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যূন একটি শেয়ার থাকিবে; এবং (গ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নামের বিপরীতে তৎকর্তৃক গৃহীত শেয়ার সংখ্যা উল্লেখ করিবেন৷	
১৯.	**৭। গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর সংঘস্মারক:** গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর ক্ষেত্রে- (ক) সংঘস্মারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিধৃত থাকিবে, যথা :- (অ) কোম্পানীর নাম, যাহার শেষে “সীমিতদায়” বা “লিমিটেড” শব্দটি লিখিত থাকিবে; (আ) নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা; (ই) কোম্পানীর উদ্দেশ্যসমূহ এবং বাণিজ্যিক কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে সকল এলাকায় কোম্পানীর উদ্দেশ্যে ও কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত থাকিবে, উহার উল্লেখ; (ঈ) সদস্যগণের দায় গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত, এই মর্মে একটি বিবৃতি; এবং (উ) কোম্পানীর সদস্য থাকাকালে অথবা সদস্যপদ পরিসমাপ্তির এক বছরের মধ্যে কোম্পানী অবলুপ্ত হইলে, সদস্যগণের প্রত্যেকে কোম্পানীর অবলুপ্তির পূর্বে বা ক্ষেত্রমত সদস্যপদ পরিসমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীর উপর যে সকল ঋণ ও দায়-দেনা বর্তাইয়াছে উহা পরিশোধের জন্য কোম্পানীর অবলুপ্তির ব্যয় ও এতদ্‌সংক্রান্ত চার্জ পরিশোধের জন্য এবং প্রদায়কগণের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অধিকারের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই মর্মে একটি বিবৃতি; এবং (খ) কোম্পানীর যদি কোন শেয়ার-মূলধন থাকে, তাহা হইলে- (অ) উহা যে পরিমাণ শেয়ার-মূলধন লইয়া নিবন্ধিকৃত হওয়ার প্রস্তাব করিতেছে, টাকার অংকে উহার পরিমাণ এবং সে অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে উক্ত মূলধনের বিভাজন উল্লেখ থাকিতে হইবে; (আ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যূন একটি শেয়ার গ্রহণ করিবেন; এবং	**৭। গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর সংঘস্মারক:** গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানীর ক্ষেত্রে- (ক) সংঘস্মারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিধৃত থাকিবে, যথা :- (অ) কোম্পানীর নাম, যাহার শেষে ধারা-১১ক অনুযায়ী কোম্পানির সনাক্তকরণ শব্দ লিখিত থাকিবে; (আ) নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা; (ই) কোম্পানীর উদ্দেশ্যসমূহ এবং বাণিজ্যিক কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে সকল এলাকায় কোম্পানীর উদ্দেশ্যে ও কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত থাকিবে, উহার উল্লেখ; তবে শর্ত থাকে যে, উদ্দেশ্যসমূহ কোম্পানির নাম ও ব্যবসায়িক ধরনের সাথে সম্পর্কিত হইতে হইবে। (ঈ) সদস্যগণের দায় গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত, এই মর্মে একটি বিবৃতি; এবং (উ) কোম্পানীর সদস্য থাকাকালে অথবা সদস্যপদ পরিসমাপ্তির এক বছরের মধ্যে কোম্পানী অবলুপ্ত হইলে, সদস্যগণের প্রত্যেকে কোম্পানীর অবলুপ্তির পূর্বে বা ক্ষেত্রমত সদস্যপদ পরিসমাপ্তির পূর্বে কোম্পানীর উপর যে সকল ঋণ ও দায়-দেনা বর্তাইয়াছে উহা পরিশোধের জন্য কোম্পানীর অবলুপ্তির ব্যয় ও এতদ্‌সংক্রান্ত চার্জ পরিশোধের জন্য এবং প্রদায়কগণের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অধিকারের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই মর্মে একটি বিবৃতি; এবং (খ) কোম্পানীর যদি কোন শেয়ার-মূলধন থাকে, তাহা হইলে- (অ) উহা যে পরিমাণ শেয়ার-মূলধন লইয়া নিবন্ধিকৃত হওয়ার প্রস্তাব করিতেছে, টাকার অংকে উহার পরিমাণ এবং সে অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারে উক্ত মূলধনের বিভাজন উল্লেখ থাকিতে হইবে;	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(ই) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নামের বিপরীতে তৎকর্তৃক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।	(আ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যূন একটি শেয়ার গ্রহণ করিবেন; এবং (ই) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নামের বিপরীতে তৎকর্তৃক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।	
২০.	**৯। সংঘস্মারক মুদ্রণ, স্বাক্ষরকরণ ইত্যাদি প্রত্যেক কোম্পানীর-** (ক) সংঘস্মারক মুদ্রিত হইতে হইবে; (খ) সংঘস্মারকে বিধৃত বিষয়াবলী ধারাবাহিকভাবে সংখ্যানুক্রমিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে; এবং (গ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ঠিকানা এবং পরিচয়সহ অন্ততঃ দুইজন স্বাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিবেন এবং স্বাক্ষীগণ উক্ত স্বাক্ষর সত্যায়ন করিবেন।	**৯। সংঘস্মারক মুদ্রণ, স্বাক্ষরকরণ ইত্যাদি প্রত্যেক কোম্পানীর-** (ক) সংঘস্মারক মুদ্রিত হইতে হইবে; (খ) সংঘস্মারকে বিধৃত বিষয়াবলী ধারাবাহিকভাবে সংখ্যানুক্রমিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে; এবং (গ) সংঘস্মারকে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ঠিকানা এবং পরিচয়সহ অন্ততঃ দুইজন স্বাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিবেন এবং স্বাক্ষীগণ উক্ত স্বাক্ষর সত্যায়ন করিবেন। (ঘ) সংঘস্মারক ইলেক্ট্রোনিক মাধ্যমে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট সংরক্ষিত থাকিবে।	•
২১.	**১১। কোম্পানির নাম এবং উহার পরিবর্তন:** (১) কোন কোম্পানি এমন নামে নিবন্ধিকৃত হইবে না, যে নামে একটি বিদ্যমান কোম্পানি ইতিপূর্বে নিবন্ধিকৃত হইয়া উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সহিত প্রস্তাবিত নামের এমন সাদৃশ্য থাকে যে, উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব; তবে বিদ্যমান কোম্পানিটি অবলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন থাকিলে এবং রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানি লিখিত সম্মতিদান করিলে, বিদ্যমান কোম্পানির নামে বা উহার সাদৃশ নামে প্রথমোক্ত কোম্পানিটি নিবন্ধিকৃত হইতে পারে। (২) অসতর্কতার কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সম্মতি গ্রহণ না করিয়া পূর্বে নিবন্ধিকৃত বিদ্যমান কোন কোম্পানির নামে নিবন্ধিকৃত হয় অথবা বিদ্যমান কোম্পানির নামের সাদৃশ্য এমন কোন নামে নিবন্ধিকৃত হয়, যে উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব, তাহা হইলে প্রথমোক্ত কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নির্দেশ মোতাবেক, অনধিক একশত বিশ দিনের মধ্যে উহার নাম পরিবর্তন করিবে। (৩) যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি অনুরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য পাঁচশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে;	**১১। কোম্পানির নাম এবং উহার পরিবর্তন:** (১) কোন কোম্পানি এমন নামে নিবন্ধিকৃত হইবে না, যে নামে একটি বিদ্যমান কোম্পানি ইতিপূর্বে নিবন্ধিকৃত হইয়া উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সহিত প্রস্তাবিত নামের এমন সাদৃশ্য থাকে যে, উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব; তবে বিদ্যমান কোম্পানিটি অবলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন থাকিলে এবং রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানি লিখিত সম্মতিদান করিলে, বিদ্যমান কোম্পানির নামে বা উহার সাদৃশ নামে প্রথমোক্ত কোম্পানিটি নিবন্ধিকৃত হইতে পারে। (২) অসতর্কতার কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সম্মতি গ্রহণ না করিয়া পূর্বে নিবন্ধিকৃত বিদ্যমান কোন কোম্পানির নামে নিবন্ধিকৃত হয় অথবা বিদ্যমান কোম্পানির নামের সাদৃশ্য এমন কোন নামে নিবন্ধিকৃত হয়, যে উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নির্দেশ মোতাবেক, অনধিক একশত বিশ দিনের মধ্যে উহার নাম পরিবর্তন করিবে । অন্যথায়, রেজিস্ট্রার নাম পরিবর্তনের আদেশ অমান্য করিবার জন্য অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে। (৩) যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি অনুরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন	বিদ্যমান আইনে শাস্তির পরিমাণ অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়ায় অনেক কোম্পানি আরজেএসসির নাম পরিবর্তনের আদেশ অমান্য করে ব্র্যান্ড জালিয়াতি ও অসৎ প্রতিযোগিতা চালিয়ে আসছিল। প্রস্তাবিত দন্ড ও জরিমানার বিধান আরজেএসসিকে প্রশাসনিকভাবে শক্তিশালী করিবে, ব্র্যান্ড স্বত্ব রক্ষা করিবে এবং করপোরেট খাতে দ্রুত আইনি অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তিনিও প্রতিদিনের জন্য একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	সময়ের প্রতিদিনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তিনিও প্রতিদিনের জন্য পাঁচশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
২২.	**১১ক। সীমিতদায় কোম্পানি সনাক্তকরণ (Indication of Limited Company):** এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সীমিতদায় কোম্পানি নিম্নবর্ণিতভাবে সনাক্ত করিতে হইবে, যথা:- (ক) সীমিতদায় পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "পাবলিক সীমিতদায় কোম্পানি" বা "PLC." শব্দসমূহ লিখিতে হইবে; (খ) সীমিতদায় প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "সীমিতদায়" বা "LTD.'' শব্দ লিখিতে হইবে; (গ) সীমিতদায় এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "এক ব্যক্তি কোম্পানি বা One Person Company বা OPC" শব্দসমূহ লিখিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৮ এর অধীন মুনাফা ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্য বিশিষ্ট সমিতি এবং ধারা ২৯ এর অধীন গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।	**১১ক। সীমিতদায় কোম্পানি সনাক্তকরণ (Indication of Limited Company):** এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সীমিতদায় কোম্পানি নিম্নবর্ণিতভাবে সনাক্ত করিতে হইবে, যথা:- (ক) সীমিতদায় পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "পাবলিক সীমিতদায় কোম্পানি" বা Public Limited Company বা "PLC." শব্দসমূহ লিখিতে হইবে; (খ) সীমিতদায় প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "সীমিতদায়" বা "LTD.' শব্দ লিখিতে হইবে; (গ) সীমিতদায় এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "এক ব্যক্তি কোম্পানি বা One Person Company বা OPC" শব্দসমূহ লিখিতে হইবে: **(ঘ) এই আইনের ধারা ২৯ এর অধীন গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে নামের শেষে "গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানি" বা "Limited by Guarantee Company" বা "LGC" শব্দসমূহ যুক্ত করিতে হইবে:** তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৮ এর অধীন মুনাফা ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্য বিশিষ্ট সমিতির এবং ধারা ২৯ এর অধীন গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।	সাধারণ সীমিতদায় কোম্পানি (Limited by Shares) এবং গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানির (Limited by Guarantee Company (LGC) দায়-দায়িত্ব ও আর্থিক ঝুঁকি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নামের শেষে LGC উল্লেখ থাকলে ঋণদাতা, বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ জনগণ শুরুতেই কোম্পানির আইনি কাঠামো ও দায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।
২৩.	**১২। সংঘস্মারক পরিবর্তন:** (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কোম্পানি উহার বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে, নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে, কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইহার সংঘস্মারকের বিধানসমূহ পরিবর্তন করিতে পারে, যথা :- (ক) মিতব্যয়িতা বা অধিকতর দক্ষতার সহিত উহার কার্যাবলী	**১২। সংঘস্মারক পরিবর্তন:** (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কোম্পানি উহার বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে, নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে, কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইহার সংঘস্মারকের বিধানসমূহ পরিবর্তন করিতে পারে, যথা :- (ক) মিতব্যয়িতা বা অধিকতর দক্ষতার সহিত উহার কার্যাবলী	বিদ্যমান ১৯৯৪ সালের আইনে সংঘস্মারক (Memorandum of Association) পরিবর্তনের জন্য উচ্চ আদালতের (High Court) অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা ছিল। আদালতের পরিবর্তে

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(business) পরিচালনা করা; অথবা (খ) নূতন বা উন্নততর উপায়ে উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা; অথবা (গ) যে সকল এলাকায় উহার কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত সেই সকল এলাকার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করা; অথবা (ঘ) বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোম্পানির কার্যাবলীর সহিত সুবিধাজনকভাবে বা লাভজনকভাবে সংযুক্ত হইতে পারে এমন কোন কার্যাবলী পরিচালনা করা; অথবা (ঙ) সংঘস্মারকে নির্দিষ্টকৃত যে কোন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা বা উহাতে বাধা-নিষেধ আরোপ করা; অথবা (চ) কোম্পানির গৃহীত কোন উদ্যোগের (undertaking) সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করা; অথবা (ছ) অন্য কোন কোম্পানি বা ব্যক্তি-সংঘের সহিত একত্রিত হওয়া। (২) উক্ত পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আবেদন করিবার পর আদালত কর্তৃক তাহা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আদালত কর্তৃক যতটুকু গৃহীত হয় ততটুকুর অতিরিক্ত উহা কার্যকর হইবে না। (৩) উক্ত পরিবর্তন অনুমোদনের পূর্বে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে, - (ক) কোম্পানির প্রত্যেক ডিবেঞ্চারধারীকে এবং পরিবর্তনের ফলে আদালতের মতে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত নোটিশ দেওয়া হইয়াছে; এবং (খ) আদালতের বিবেচনায় উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে আপত্তি করার অধিকারী প্রত্যেক পাওনাদার তাহার আপত্তি, যদি থাকে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উত্থাপনের সুযোগ পাইয়াছে অথবা উক্ত পাওনাদারের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে, অথবা তাহার পাওনা বা দাবী পরিশোধ করা হইয়াছে, অথবা আদালতের সন্তুষ্টি মোতাবেক উক্ত পাওনা বা দাবী	(business) পরিচালনা করা; অথবা (খ) নূতন বা উন্নততর উপায়ে উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা; অথবা (গ) যে সকল এলাকায় উহার কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত সেই সকল এলাকার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করা; অথবা (ঘ) বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোম্পানির কার্যাবলীর সহিত সুবিধাজনকভাবে বা লাভজনকভাবে সংযুক্ত হইতে পারে এমন কোন কার্যাবলী পরিচালনা করা; অথবা (ঙ) সংঘস্মারকে নির্দিষ্টকৃত যে কোন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা বা উহাতে বাধা-নিষেধ আরোপ করা; অথবা (চ) কোম্পানির গৃহীত কোন উদ্যোগের (undertaking) সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করা; অথবা (ছ) অন্য কোন কোম্পানি বা ব্যক্তি-সংঘের সহিত একত্রিত হওয়া। (২) উক্ত পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আবেদন করিবার পর রেজিস্টার কর্তৃক অনুমোদিত সংঘস্মারক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং রেজিস্টার কর্তৃক যতটুকু গৃহীত হয় ততটুকুর অতিরিক্ত উহা কার্যকর হইবে না। (৩) উক্ত পরিবর্তন অনুমোদনের পূর্বে রেজিস্ট্রার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে, - (ক) কোম্পানির প্রত্যেক ডিবেঞ্চারধারীকে এবং পরিবর্তনের ফলে রেজিস্ট্রারের মতে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত নোটিশ দেওয়া হইয়াছে; এবং (খ) রেজিস্ট্রারের বিবেচনায় উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে আপত্তি করার অধিকারী প্রত্যেক পাওনাদার তাহার আপত্তি, যদি থাকে, তা উত্থাপনের সুযোগ পাইয়াছে অথবা উক্ত পাওনাদারের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে, অথবা তাহার পাওনা বা দাবী পরিশোধ করা হইয়াছে, অথবা উক্ত পাওনা বা দাবী পরিশোধের জন্য জামানত দেওয়া হইয়াছে : তবে শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রার বিশেষ কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তি বা	আরজেএসসি (RJSC) তথা রেজিস্ট্রারকে এই ক্ষমতা প্রদান করা একটি অত্যন্ত ব্যবসাবান্ধব উদ্যোগ। এর ফলে কোম্পানিগুলোর অপ্রয়োজনীয় সময় ও বিপুল আইনি খরচ হ্রাস পাবে। মূল খসড়ায় কেবল "রেজিস্ট্রার কর্তৃক তাহা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত" উল্লেখ ছিল, যা

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	পরিশোধের জন্য জামানত দেওয়া হইয়াছে : তবে শর্ত থাকে যে, আদালত বিশেষ কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান করার ব্যাপারে কোম্পানিকে অব্যাহতি দিতে পারে।	গোষ্ঠীকে এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান করার ব্যাপারে কোম্পানিকে অব্যাহতি দিতে পারে। আরও শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রারের নিকট সংঘস্মারক পরিবর্তনের জন্য আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি করিবেন এবং সংঘস্মারক পরিবর্তন অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে আবেদনকারী কোম্পানিকে অবহিত করিবেন।	কিছুটা অস্পষ্টতা তৈরি করতে পারত। সংজ্ঞায় "অনুমোদিত সংঘস্মারক" (Approved Memorandum) শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত করার ফলে এটি নিশ্চিত হয় যে, রেজিস্টার্ড ও অনুমোদিত চূড়ান্ত পরিবর্তিত দলিলটি হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কোনো পরিবর্তনের আইনি বৈধতা কার্যকর হইবে না।
২৪.	**১৩। পরিবর্তন অনুমোদনের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতাঃ** আদালত উহার বিবেচনামত উপযুক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুমোদন করিতে পারিবে এবং খরচের ব্যাপারে উহার বিবেচনামত যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে।	**১৩। [বিলুপ্ত]**	ধারা ১২ এর সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত।
২৫.	**১৪। আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretion) প্রয়োগঃ** আদালত ধারা ১২ এবং ১৩ মোতাবেক উহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোম্পানির সদস্যগণ কিংবা তাহাদের যে কোন শ্রেণীর এবং পাওনাদারগণের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; এবং আদালত উপযুক্ত মনে করিলে উহার কার্যধারা মূলতবী রাখিতে পারিবে, যাহাতে কোম্পানির ভিন্ন মতাবলম্বী সদস্যগণের স্বত্ব ক্রয়ের জন্য আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা করা যায়; এবং আদালত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যেরূপ সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মনে করে সেরূপ নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:	**১৪। পরিবর্তন অনুমোদনের বিষয়ে আপিলঃ** রেজিস্ট্রারের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ বা কোন কোম্পানি বা পাওনাদারগণ প্রতিকারের জন্য নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে ত্রিশ দিনের মধ্যে **আদালতের** নিকট আপিল করিতে পারিবে । এবং ধারা ১২ মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোম্পানির সদস্যগণ কিংবা তাহাদের যে কোন শ্রেণীর এবং পাওনাদারগণের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; এবং আদালত উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত পরিবর্তন মূলতবী রাখিতে পারিবে, যাহাতে কোম্পানির ভিন্ন মতাবলম্বী সদস্যগণের স্বত্ব ক্রয়ের জন্য আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা করা যায়;	রেজিস্ট্রার একটি নিয়ন্ত্রক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে আবেদন পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন; অতএব, তাহার আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোম্পানি, সদস্য বা পাওনাদারগণের জন্য আদালতে আপিলের সুযোগ থাকিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও আইনগত নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হইবে। একই সঙ্গে, আদালত প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট সদস্য ও পাওনাদারগণের অধিকার ও স্বার্থ বিবেচনা করিয়া উক্ত পরিবর্তনের

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার-মূলধনের কোন অংশই ব্যয় করা যাইবে না।	এবং আদালত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যেরূপ সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মনে করে সেরূপ নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার-মূলধনের কোন অংশই ব্যয় করা যাইবে না।	কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে এবং উপযুক্ত নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে। বিশেষত, সংঘস্মারক পরিবর্তনের ফলে কোনো ভিন্নমতাবলম্বী সদস্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আদালতের নিকট তাহার স্বত্ব ক্রয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকা একটি কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করিবে। ফলে একদিকে রেজিস্ট্রারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বহাল থাকিবে এবং অন্যদিকে উক্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ পক্ষের জন্য একটি স্বাধীন বিচারিক প্রতিকারের সুযোগ নিশ্চিত হইবে। ইহাতে কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বায়ত্তশাসন, সদস্য ও পাওনাদারগণের বৈধ স্বার্থ এবং ন্যায়সংগত প্রতিকার—এই সকলের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।
২৬.	**১৫। পরিবর্তন অনুমোদনের পরবর্তী কার্যবিধিঃ** কোম্পানি উহার পরিবর্তিত সংঘস্মারকের একটি মুদ্রিত কপি এবং পরিবর্তনের অনুমোদন আদেশের সত্যায়িত নকল, উক্ত আদেশ জারীর তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে বা এতদুদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়-সীমার মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে; এবং রেজিষ্ট্রার উহা নিবন্ধিকৃত করিবেন ও নিজ হাতে উক্ত নিবন্ধন প্রত্যয়ন করিবেন; এবং সংঘস্মারকের পরিবর্তন ও উহার অনুমোদন সম্পর্কে এই আইনের নির্দেশাবলী যে পালিত হইয়াছে উক্ত প্রত্যয়নপত্র তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ (conclusive proof) বলিয়া গণ্য হইবে এবং অতঃপর এইরূপ পরিবর্তিত সংঘস্মারক উক্ত কোম্পানির সংঘস্মারক বলিয়া গণ্য হইবে।	**১৫। পরিবর্তন অনুমোদনের পরবর্তী কার্যবিধিঃ** কোম্পানি উহার পরিবর্তিত সংঘস্মারকের একটি মুদ্রিত কপি ধারা ১৪ অনুযায়ী আপিলের ক্ষেত্রে, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন আদেশের সত্যায়িত নকল, উক্ত অনুমোদন আদেশ জারির তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে, রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে। রেজিস্ট্রার উক্ত পরিবর্তিত সংঘস্মারক ও অনুমোদন আদেশ নিবন্ধিকরণের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করিবেন। রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদিত ও নিবন্ধিত পরিবর্তিত সংঘস্মারক উক্ত কোম্পানির সংঘস্মারক বলিয়া গণ্য হইবে।	ধারা ১২-এর অধীন সংঘস্মারক পরিবর্তনের আবেদন রেজিস্ট্রার কর্তৃক অনুমোদনের ব্যবস্থা এবং ধারা ১৪-এর অধীন রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোম্পানি, ব্যক্তি বা পাওনাদারের আদালতের নিকট আপিলের অধিকার প্রবর্তনের ফলে ধারা ১৫-এর কার্যবিধিও উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে ধারা ১৪-এর অধীন আপিলের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন আদেশের সত্যায়িত নকলসহ পরিবর্তিত সংঘস্মারক রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরিবর্তিত সংঘস্মারক নিবন্ধনের একটি সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			একই সঙ্গে, রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে পরিবর্তিত সংঘস্মারক নিবন্ধিত হওয়ার পর উহাকে কোম্পানির কার্যকর সংঘস্মারক হিসেবে গণ্য করার বিধান রাখার মাধ্যমে অনুমোদন, আপিল, নিবন্ধন এবং কার্যকারিতার মধ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা হইবে। ফলে একই বিষয়ে প্রশাসনিক ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পৃথক ও সুস্পষ্ট থাকিবে এবং কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য আইনগত নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাইবে।
২৭.	**১৬। বর্ধিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনে ব্যর্থতার ফলাফলঃ** ধারা ১৫ এর বিধানাবলী অনুসারে সংঘস্মারকের পরিবর্তন নিবন্ধিকৃত না করা পর্যন্ত উক্ত পরিবর্তন কার্যকর হইবে না; এবং যদি উক্ত ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিকরণের কাজ সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন, উহার অনুমোদন আদেশ ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় কার্যধারা উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া উক্ত সময়ের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন পেশ করা হইলে আদালত উহার আদেশ পুনর্জীবিত করিতে পারিবে।	**১৬। বর্ধিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনে ব্যর্থতার ফলাফলঃ** ধারা ১৫-এর বিধান অনুসারে সংঘস্মারকের পরিবর্তন রেজিস্ট্রার কর্তৃক নিবন্ধিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিবর্তন কার্যকর হইবে না। এবং ধারা ১৫-এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পরিবর্তিত সংঘস্মারক ও সংশ্লিষ্ট অনুমোদন আদেশ রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করা না হইলে, উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত পরিবর্তন কার্যকর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোম্পানি প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলের জন্য যথাযথভাবে আবেদন করিয়া থাকিলে এবং কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের বাহিরে কোনো কারণে নিবন্ধন সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে, রেজিস্ট্রার প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে উক্ত নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ধারা ১৫ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দাখিল সম্পন্ন না হইলে, কোম্পানি উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া আদালতের নিকট উক্ত সময়সীমা বর্ধিতকরণ অথবা অনুমোদন আদেশ পুনর্বহালের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত উপযুক্ত মনে করিলে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।	ধারা ১২, ১৪ ও ১৫-এর প্রস্তাবিত সংশোধনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ধারা ১৬ পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান বিধানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন না হইলে সংঘস্মারকের পরিবর্তন, অনুমোদন আদেশ এবং তৎসংক্রান্ত সমুদয় কার্যধারা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর গণ্য হওয়ার বিধান রহিয়াছে, যাহা সময়সীমা পালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কোম্পানির জন্য অতিরিক্ত কঠোর পরিণতি সৃষ্টি করিতে পারে। প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে প্রথমত, ধারা ১৫ অনুযায়ী রেজিস্ট্রারের নিকট নিবন্ধিত না হওয়া পর্যন্ত সংঘস্মারকের পরিবর্তন কার্যকর হইবে না—এই মূল নীতি বহাল রাখা হইয়াছে। ফলে নিবন্ধন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির আইনগত অবস্থান সম্পর্কে কোনো অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হইবে না। দ্বিতীয়ত, কোম্পানি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া থাকিলেও কোম্পানির নিয়ন্ত্রণের বাহিরে কোনো কারণে নিবন্ধন সম্পন্ন

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			না হইলে, রেজিস্ট্রারকে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কোম্পানির নিজস্ব ত্রুটি এবং প্রশাসনিক বা অনিবার্য কারণে সৃষ্ট বিলম্বের মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য করা সম্ভব হইবে। তৃতীয়ত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় দাখিল সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতের নিকট সময়সীমা বর্ধিতকরণ অথবা অনুমোদন আদেশ পুনর্বহালের আবেদন করার সুযোগ রাখা হইয়াছে। ইহাতে অনিচ্ছাকৃত বা যুক্তিসঙ্গত কারণে সৃষ্ট বিলম্বের ক্ষেত্রে কোম্পানির জন্য একটি কার্যকর বিচারিক প্রতিকারের সুযোগ থাকিবে, একই সঙ্গে নির্ধারিত সময়সীমা পালনের বিষয়টিও নিশ্চিত থাকিবে। প্রস্তাবিত বিধানটি ফলে একদিকে রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা ও নিয়ন্ত্রক শৃঙ্খলা বজায় রাখে, অন্যদিকে অনিবার্য বা যুক্তিসঙ্গত কারণে সৃষ্ট বিলম্বের ক্ষেত্রে কোম্পানির জন্য আনুপাতিক ও ন্যায়সংগত প্রতিকারের সুযোগ সৃষ্টি করে। ইহাতে কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অপ্রয়োজনীয় অনিশ্চয়তা ও ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং ধারা ১২, ১৪ ও ১৫-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।
২৮.	**২০। বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে সংঘবিধির পরিবর্তন:** এই আইনের বিধানাবলী এবং কোম্পানীর সংঘস্মারকে বিধৃত শর্তাবলী সাপেক্ষে, কোম্পানী বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে উহার সংঘবিধির বিধানাবলী বর্জন বা উহাতে সংযোজনসহ যে কোনভাবে পরিবর্তন করিতে পারিবে; এবং অনুরূপভাবে কৃত কোন	**২০। বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে সংঘবিধির পরিবর্তন:** এই আইনের বিধানাবলী এবং কোম্পানীর সংঘস্মারকে বিধৃত শর্তাবলী সাপেক্ষে, কোম্পানী বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে উহার সংঘবিধির বিধানাবলী বিয়োজন বা উহাতে সংযোজনসহ যে কোনভাবে পরিবর্তন করিতে পারিবে; এবং অনুরূপভাবে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	পরিবর্তন, বর্জন বা সংযোজন এইরূপ কার্যকর হইবে যেন তাহা মুল সংঘবিধিতে বিধৃত ছিল; এবং বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে ঐগুলি একই প্রকারে পরিবর্তন, বর্জন বা উহাতে সংযোজন করা যাইবে৷	কৃত কোন পরিবর্তন, বিয়োজন বা সংযোজন এইরূপ কার্যকর হইবে যেন তাহা মুল সংঘবিধিতে বিধৃত ছিল; এবং বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে ঐগুলি একই প্রকারে পরিবর্তন, বিয়োজন বা উহাতে সংযোজন করা যাইবে৷	
২৯.	**২১৷ সংঘস্মারক বা সংঘবিধি পরিবর্তনের ফলাফল:** কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহাতে কৃত কোন পরিবর্তনের কারণে, উক্ত পরিবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান কোন সদস্য, তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তাহার যে দায়-দায়িত্ব ছিল উহার অতিরিক্ত কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণে অথবা তৎকর্তৃক গৃহীত শেয়ার অপেতগা অধিক সংখ্যক শেয়ার গ্রহণে বা কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনে অর্থ প্রদানে বা অন্য কোন প্রকারে কোম্পানীকে অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন না৷	**২১৷ সংঘস্মারক বা সংঘবিধি পরিবর্তনের ফলাফল:** কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহাতে কৃত কোন পরিবর্তনের কারণে, উক্ত পরিবর্তনের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান কোন সদস্য, তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, উক্ত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে তাহার যে দায়-দায়িত্ব ছিল উহার অতিরিক্ত কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণে অথবা তৎকর্তৃক গৃহীত শেয়ার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক শেয়ার গ্রহণে বা কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনে অর্থ প্রদানে বা অন্য কোন প্রকারে কোম্পানীকে অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকিবেন না৷	
৩০.	**২৩৷ সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি নিবন্ধনঃ** (১) কোম্পানির সংঘস্মারক এবং উহার সংঘবিধি থাকিলে উক্ত সংঘবিধি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল হওয়ার পর উহাদের সম্পর্কে যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পালিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহা সংরক্ষণ করিবেন এবং দাখিল হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উহাদিগকে নিবন্ধীকৃত করিবেন; এবং যদি তিনি নিবন্ধন না করেন, তবে উহার কারণ উক্ত মেয়াদের পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করিবেন। (২) রেজিষ্ট্রার কর্তৃক উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। (৩) আপীলের দরখাস্তের সহিত এতদুদ্দেশ্য বিনির্দিষ্ট হিসাব-খাতে দুইশত পঞ্চাশ টাকার ফিস জমা করার নিদর্শন সম্বলিত ট্রেজারী চালান থাকিতে হইবে। (৪) এই ধারার অধীন কোন আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।	**২৩৷ সংঘস্মারক এবং সংঘবিধির নিবন্ধন:** (১) কোম্পানীর সংঘস্মারক এবং উহার সংঘবিধি থাকিলে উক্ত সংঘবিধি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল হওয়ার পর উহাদের সম্পর্কে যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পালিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহা সংরতগণ করিবেন এবং দাখিল হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উহাদিগকে নিবন্ধিকৃত করিবেন; এবং যদি তিনি নিবন্ধন না করেন, তবে উহার কারণ উক্ত মেয়াদের পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে কোম্পানীকে অবহিত করিবেন৷ (২) রেজিষ্ট্রার কর্তৃক উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন৷ (৩) আপীলের দরখাস্তের সহিত এতদুদ্দেশ্যে বিনির্দিষ্ট হিসাব-খাতে এক হাজার টাকার ফিস জমা করার নিদর্শন সম্বলিত ট্রেজারী চালান থাকিতে হইবে৷ (৪) এই ধারার অধীন কোন আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে৷ তবে, রেজিস্ট্রার কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শ সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি সম্বলিত নির্ধারিত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আবেদন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিবন্ধীকৃত হইবে।	আইনের ৪০১ক ধারার বিধান অনুযায়ী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরবরাহকৃত আদর্শ সংঘস্মারক ও সংঘবিধি প্রয়োগে স্বয়ংক্রিয় নিবন্ধন (Automated Registration) অন্তর্ভুক্তকরণ বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ সহজীকরণে (Ease of Doing Business) একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিবে। আদর্শ টেমপ্লেট ব্যবহারের ফলে ম্যানুয়াল পর্যালোচনার বাধ্যবাধকতা দূর হইবে, যা কয়েক দিনের পরিপূরক অনুমোদন প্রক্রিয়াকে তাৎক্ষণিক নিবন্ধনে রূপান্তর করিবে। এই সুরক্ষিত ইলেকট্রনিক পদ্ধতি নথিপত্রের শতভাগ ডেটা অখণ্ডতা (Data Integrity) ও নিরাপত্তামূলক এনক্রিপশন নিশ্চিত করে, যা পরবর্তীতে কোনো প্রকার দলিল জালিয়াতি বা অননুমোদিত পরিবর্তনের সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি এটি মানুষের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কমাবে, ফলে স্বজনপ্রীতি ও প্রশাসনিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য হ্রাস পেয়ে পুরো নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত অর্থনীতির দেশে ইতিমধ্যে আদর্শ ফরম্যাটে ইলেকট্রনিক নিবন্ধন ব্যবস্থা সফলভাবে চালু রয়েছে; তাই প্রস্তাবিত এই বিধানটি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অতি দ্রুত ব্যবসায় পদার্পণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামগ্রিক করপোরেট অটোমেশনে গতি আনিবে।
৩১.	**২৬। সদস্যগণকে সংঘস্মারক ও সংঘবিধির প্রতিলিপি প্রদান:** (১) কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্য সংঘস্মারকের এবং, সংঘবিধি থাকিলে, সংঘবিধির প্রতিলিপি পাওয়ার জন্য কোম্পানীকে অনুরোধ করিতে পারিবেন; এবং লিখিতভাবে এইরূপ অনুরোধ করা হইলে এবং পঞ্চাশ টাকা বা কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত তদক্ষেপা কম পরিমাণের ফিস পরিশোধ করা হইলে, কোম্পানী অনুরোধ প্রাপ্তির চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিলিপি সরবরাহ করিবে। (২) যদি কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী প্রতিটি লংঘনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	**২৬। সদস্যগণকে সংঘস্মারক ও সংঘবিধির প্রতিলিপি প্রদান: (১)** কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্য সংঘস্মারকের এবং, সংঘবিধি থাকিলে, সংঘবিধির প্রতিলিপি পাওয়ার জন্য কোম্পানীকে অনুরোধ করিতে পারিবেন; এবং লিখিতভাবে এইরূপ অনুরোধ করা হইলে এবং একশত টাকা বা কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত তদক্ষেপা কম পরিমাণের ফিস পরিশোধ করা হইলে, কোম্পানী অনুরোধ প্রাপ্তির চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিলিপি সরবরাহ করিবে। (২) যদি কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী প্রতিটি লংঘনের জন্য রেজিস্ট্রার অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী, তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে।	
৩২.	**২৭। সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে উহার পরিবর্তন লিপিবদ্ধকরণ:** (১) কোম্পানী সংঘস্মারক বা সংঘবিধির কোন পরিবর্তন করা হইলে উক্ত পরিবর্তনের তারিখের পর ইস্যুকৃত সংঘস্মারক বা সংঘবিধির প্রত্যেক প্রতিলিপিতে উক্ত পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (২) যদি উক্তরূপ কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, পরিবর্তনের তারিখের পর কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন সংঘস্মারক বা সংঘবিধির কোন প্রতিলিপি উক্ত পরিবর্তনের সহিত সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী এইরূপ অসংগতিপূর্ণ প্রত্যেক প্রতিলিপির জন্য অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উহা ইস্যুর জন্য দায়ী তিনিও, একইরূপ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	**২৭। সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে উহার পরিবর্তন লিপিবদ্ধকরণ:** (১) কোম্পানী সংঘস্মারক বা সংঘবিধির কোন পরিবর্তন করা হইলে উক্ত পরিবর্তনের তারিখের পর ইস্যুকৃত সংঘস্মারক বা সংঘবিধির প্রত্যেক প্রতিলিপিতে উক্ত পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (২) যদি উক্তরূপ কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, পরিবর্তনের তারিখের পর কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন সংঘস্মারক বা সংঘবিধির কোন প্রতিলিপি উক্ত পরিবর্তনের সহিত সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী এইরূপ অসংগতিপূর্ণ প্রত্যেক প্রতিলিপির জন্য রেজিস্ট্রার অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী, তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে।	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
৩৩.	**৩৪। সদস্য-বহি (Register of members):** (১) প্রত্যেক কোম্পানি এক বা একাধিক বহিতে উহার সদস্যগণের নামের একটি তালিকা রাখিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে:- (২) তালিকায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকিবে, যথা :- (ক) অতীত ও বর্তমান সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা এবং পেশা; এবং (খ) বিবরণী দাখিলের তারিখে বর্তমান সদস্যগণের প্রত্যেকে যতগুলি শেয়ারের মালিক উহার সংখ্যা, এবং কোম্পানী নিগমিত হওয়ার পর প্রথম বিবরণী দাখিলের পর হইতে কিংবা সর্বশেষ বিবরণী দাখিলের পর হইতে শেয়ার হস্তান্তরের পর বর্তমানে যাহারা এখনও সদস্য আছেন এবং যাহারা সদস্যপদ হইতে বাদ পড়িয়াছেন তাহাদের শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ; এবং (গ) নগদ অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত শেয়ার এবং নগদ অর্থ ব্যতীত অন্যভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধকৃত শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক একটি সার-সংতেগপ থাকিতে হইবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উলেস্্নখ থাকিবে:- (১) কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ এবং যতগুলি শেয়ারে উক্ত মূলধন বিভক্ত করা হইয়াছে উহার সংখ্যা; (২) কোম্পানী গঠনের শুরম্্ন হইতে বিবরণী দাখিলের তারিখ পর্যন্ত সদস্যগণের গৃহীত শেয়ার সংখ্যা; (৩) প্রত্যেক শেয়ারের উপর তলবকৃত (called up) অর্থের পরিমাণ; (৪) তলবের প্রেতিগতে প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ; (৫) তলবকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয় নাই এইরূপ অর্থের মোট পরিমাণ; (৬) সর্বশেষ বিবরণী দাখিলের তারিখ হইতে শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের উপর কমিশন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে কমিশন হিসাবে প্রদত্ত অর্থের মোট পরিমাণ অথবা শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের উপর বাটা (discount) হিসাবে অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ, অথবা উহাদের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ বিবরণীর তারিখে অবলোপন (written off) করা হয় নাই তাহা; (৭) বাজেয়াপ্ত শেয়ারের মোট সংখ্যা; (৮) এইরূপ শেয়ার বা ষ্টকের মোট পরিমাণ, যাহার জন্য বিবরণীর তারিখে শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যু বকেয়া রহিয়াছে; (৯) সর্বশেষ বিবরণীর তারিখ পর্যন্ত ইস্যুকৃত ও সমর্পিত (surrendered) শেয়ার-ওয়ারেন্ট এর মোট অর্থের পরিমাণ;	**৩৪। সদস্য-বহি (Register of members):** (১) প্রত্যেক কোম্পানি এক বা একাধিক বহিতে **বা সুরক্ষিত** ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উহার সদস্যগণের নামের একটি তালিকা রাখিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে:- (ক) অতীত ও বর্তমান সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা এবং পেশা; এবং (খ) বিবরণী দাখিলের তারিখে বর্তমান সদস্যগণের প্রত্যেকে যতগুলি শেয়ারের মালিক উহার সংখ্যা, এবং কোম্পানী নিগমিত হওয়ার পর প্রথম বিবরণী দাখিলের পর হইতে কিংবা সর্বশেষ বিবরণী দাখিলের পর হইতে শেয়ার হস্তান্তরের পর বর্তমানে যাহারা এখনও সদস্য আছেন এবং যাহারা সদস্যপদ হইতে বাদ পড়িয়াছেন তাহাদের শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ; এবং (গ) নগদ অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত শেয়ার এবং নগদ অর্থ ব্যতীত অন্যভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধকৃত শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক একটি সার-সংতেগপ থাকিতে হইবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উলেস্্নখ থাকিবে:- (১) কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনের পরিমাণ এবং যতগুলি শেয়ারে উক্ত মূলধন বিভক্ত করা হইয়াছে উহার সংখ্যা; (২) কোম্পানী গঠনের শুরম্্ন হইতে বিবরণী দাখিলের তারিখ পর্যন্ত সদস্যগণের গৃহীত শেয়ার সংখ্যা; (৩) প্রত্যেক শেয়ারের উপর তলবকৃত (called up) অর্থের পরিমাণ; (৪) তলবের প্রেতিগতে প্রাপ্ত অর্থের মোট পরিমাণ; (৫) তলবকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয় নাই এইরূপ অর্থের মোট পরিমাণ; (৬) সর্বশেষ বিবরণী দাখিলের তারিখ হইতে শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের উপর কমিশন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে কমিশন হিসাবে প্রদত্ত অর্থের মোট পরিমাণ অথবা শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের উপর বাটা (discount) হিসাবে অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ, অথবা উহাদের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ বিবরণীর তারিখে অবলোপন (written off) করা হয় নাই তাহা; (৭) বাজেয়াপ্ত শেয়ারের মোট সংখ্যা; (৮) এইরূপ শেয়ার বা ষ্টকের মোট পরিমাণ, যাহার জন্য বিবরণীর তারিখে শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যু বকেয়া রহিয়াছে; (৯) সর্বশেষ বিবরণীর তারিখ পর্যন্ত ইস্যুকৃত ও সমর্পিত (surrendered) শেয়ার-ওয়ারেন্ট এর মোট অর্থের পরিমাণ;	সদস্য-বহি বা রেজিস্টার হলো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানার প্রধান আইনি দলিল। এটি সাধারণ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রাখলে অননুমোদিত পরিবর্তন, ডাটা মুছে ফেলা বা জালিয়াতির ঝুঁকি থেকে যায়। তাই তথ্যের গোপনীয়তা, অখন্ডতা এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে 'ইলেকট্রনিক মাধ্যম'-এর আগে 'সুরক্ষিত' শব্দটির অন্তর্ভুক্তিকরণ আইনি বিরোধ এড়াতে এবং করপোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(১০) সর্বশেষ যে তারিখে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল সেই তারিখ এবং তাহা প্রকৃতপতেগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না; (১১) প্রত্যেক শেয়ার-ওয়ারেন্টে যতগুলি শেয়ার রহিয়াছে উহার সংখ্যা বা প্রত্যেক শেয়ার-ওয়ারেন্টে যত ষ্টক রহিয়াছে উহার পরিমাণ; (১২) বিবরণীর তারিখে যাহারা কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা; এবং কোম্পানীর কোন ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা নিরীতগক থাকিলে, যে ব্যক্তিগণ উক্ত তারিখে ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট এবং নিরীতগক ছিলেন, তাহাদের নাম ও ঠিকানা; এবং পূর্ববর্তী শেষ বিবরণীর তারিখ হইতে পরিচালক, ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেন্টগণের কোন রদবদল ঘটিয়া থাকিলে উক্ত রদবদলসহ রদবদলের তারিখসমূহ; (১৩) এই আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট নিবন্ধিকৃত করিতে হইবে এমন সকল বন্ধক (mortgage) ও চার্জ বাবদ কোম্পানীর নিকট পাওনা অর্থের মোট পরিমাণ৷ (৩) উপরোক্ত তালিকা এবং সার-সংতেগপ কোম্পানীর সদস্য-বহির একটি স্বতন্ত্র অংশে বিধৃত থাকিবে এবং ইহা বত্সরের প্রথম সাধারণ সভা বা একমাত্র সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর একুশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং অতঃপর উক্ত কোম্পানী অবিলম্বে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ দুইজন পরিচালক কর্তৃক অথবা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক না থাকিলে, কোম্পানীর কোন একজন পরিচালক কর্তৃক এবং ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজার বা সচিব কর্তৃক স্বাতগরিত সদস্য-বহির উক্ত অংশের প্রতিলিপি, এবং বিবরণী দাখিলের তারিখে উপরোক্ত তালিকা ও সার-সংতেগপে কোম্পানীর বিদ্যমান তথ্যাবলী যথাযথ ও সঠিকভাবে বিধৃত হইয়াছে এই মর্মে উক্ত ব্যক্তিগণের দেওয়া একটি প্রত্যয়নপত্র, উক্ত একই সময়ের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে৷ (৪) কোন প্রাইভেট কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধান মতে প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবরণীর সহিত, কোম্পানীর কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাতগরিত এই মর্মে একখানি প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করিবে যে, উক্ত কোম্পানী উহার শেষ বিবরণীর তারিখ হইতে অথবা, প্রথম বিবরণীর তেগত্রে, উক্ত কোম্পানীর নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে উহার কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের গ্রাহক হওয়ার জন্য জনসাধারণের নিকট কোন আমন্ত্রণপত্র ইস্যু করে নাই; এবং যে তেগত্রে বার্ষিক বিবরণীতে এমন তথ্য প্রকাশ পায় যে, উক্ত কোম্পানীর সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশের	(১০) সর্বশেষ যে তারিখে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল সেই তারিখ এবং তাহা প্রকৃতপতেগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না; (১১) প্রত্যেক শেয়ার-ওয়ারেন্টে যতগুলি শেয়ার রহিয়াছে উহার সংখ্যা বা প্রত্যেক শেয়ার-ওয়ারেন্টে যত ষ্টক রহিয়াছে উহার পরিমাণ; (১২) বিবরণীর তারিখে যাহারা কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা; এবং কোম্পানীর কোন ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা নিরীতগক থাকিলে, যে ব্যক্তিগণ উক্ত তারিখে ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেন্ট এবং নিরীতগক ছিলেন, তাহাদের নাম ও ঠিকানা; এবং পূর্ববর্তী শেষ বিবরণীর তারিখ হইতে পরিচালক, ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেন্টগণের কোন রদবদল ঘটিয়া থাকিলে উক্ত রদবদলসহ রদবদলের তারিখসমূহ; (১৩) এই আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট নিবন্ধিকৃত করিতে হইবে এমন সকল বন্ধক (mortgage) ও চার্জ বাবদ কোম্পানীর নিকট পাওনা অর্থের মোট পরিমাণ৷ (৩) উপরোক্ত তালিকা এবং সার-সংতেগপ কোম্পানীর সদস্য-বহির একটি স্বতন্ত্র অংশে বিধৃত থাকিবে এবং ইহা বত্সরের প্রথম সাধারণ সভা বা একমাত্র সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর একুশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং অতঃপর উক্ত কোম্পানী অবিলম্বে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ দুইজন পরিচালক কর্তৃক অথবা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক না থাকিলে, কোম্পানীর কোন একজন পরিচালক কর্তৃক এবং ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজার বা সচিব কর্তৃক স্বাতগরিত সদস্য-বহির উক্ত অংশের প্রতিলিপি, এবং বিবরণী দাখিলের তারিখে উপরোক্ত তালিকা ও সার-সংতেগপে কোম্পানীর বিদ্যমান তথ্যাবলী যথাযথ ও সঠিকভাবে বিধৃত হইয়াছে এই মর্মে উক্ত ব্যক্তিগণের দেওয়া একটি প্রত্যয়নপত্র, উক্ত একই সময়ের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে৷ (৪) কোন প্রাইভেট কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধান মতে প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবরণীর সহিত, কোম্পানীর কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাতগরিত এই মর্মে একখানি প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করিবে যে, উক্ত কোম্পানী উহার শেষ বিবরণীর তারিখ হইতে অথবা, প্রথম বিবরণীর তেগত্রে, উক্ত কোম্পানীর নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে উহার কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের গ্রাহক হওয়ার জন্য জনসাধারণের নিকট কোন আমন্ত্রণপত্র ইস্যু করে নাই; এবং যে তেগত্রে বার্ষিক বিবরণীতে এমন তথ্য প্রকাশ পায় যে, উক্ত কোম্পানীর সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশের	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	অধিক, সেতেগত্রে উক্ত ব্যক্তি এই মর্মে এইরূপ একটি প্রত্যয়নপত্র স্বাতগর করিয়া দিবেন যে, উক্ত অতিরিক্ত ব্যক্তিগণ এমন ব্যক্তি যাহারা ধারা ২(১) এর দফা (ট) এর উপ-দফা (ই) অনুসারে পঞ্চাশ সদস্য-সংখ্যা বহির্ভূত৷ (৫) যদি কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান লংঘন করে, তাহা হইলে অনুরূপ লংঘন চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘন অনুমোদন করেন বা লংঘন চলিতে দেন তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন৷	অধিক, সেতেগত্রে উক্ত ব্যক্তি এই মর্মে এইরূপ একটি প্রত্যয়নপত্র স্বাতগর করিয়া দিবেন যে, উক্ত অতিরিক্ত ব্যক্তিগণ এমন ব্যক্তি যাহারা ধারা ২(১) এর দফা (ট) এর উপ-দফা (ই) অনুসারে পঞ্চাশ সদস্য-সংখ্যা বহির্ভূত৷ (৫) যদি কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান লংঘন করে, তাহা হইলে অনুরূপ লংঘন চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘন অনুমোদন করেন বা লংঘন চলিতে দেন তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন৷	
৩৪.		**ধারা ৩৪ক। উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব (Significant Beneficial Ownership) ঘোষণা:** (১) কোনো ব্যক্তি এককভাবে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত সম্মিলিতভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তি, মনোনীত ব্যক্তি (Nominee) বা ট্রাস্টের মাধ্যমে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের নামিক মূল্যের (Nominal Value) ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর কম নহে এমন হিতগ্রাহী স্বত্ব (Beneficial Ownership) ধারণ করিলে, অথবা কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব (Significant Influence) বা নিয়ন্ত্রণ (Control) প্রয়োগের অধিকার ধারণ করিলে বা বাস্তবে উক্ত প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিলে, উক্ত ব্যক্তি "উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী মালিক" (Significant Beneficial Owner) এবং তাহার উক্ত স্বত্ব "উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব" (Significant Beneficial Ownership) বলিয়া গণ্য হইবে। ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে "উল্লেখযোগ্য প্রভাব (Significant Influence) বা নিয়ন্ত্রণ (Control)" বলিতে এমন অধিকার বা ক্ষমতাকে বুঝাইবে, যাহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির পরিচালনা বা নীতিনির্ধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, অথবা পরিচালনা পর্ষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগের অধিকার রাখেন; এবং ইহার মধ্যে শেয়ার ধারণ, ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত অধিকার, শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, ভোটিং চুক্তি বা অন্য কোনো ব্যবস্থা বা উপায়ের মাধ্যমে অর্জিত নিয়ন্ত্রণও অন্তর্ভুক্ত হইবে। (২) কোম্পানির সদস্য-নিবন্ধনে (Register of Members)	আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও BFIU-এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে হিতগ্রাহী স্বত্ব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, প্রস্তাবিত ধারা ২(ম)-এর অস্পষ্ট 'Control Test' এবং একাধিক সংস্থায় একই তথ্য বারবার দাখিলের বাধ্যবাধকতা ব্যবসায়িক Compliance Cost বহুলাংশে বাড়িয়ে দেবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি (SME) শিল্পের জন্য এ সংক্রান্ত জটিল কাগজপত্র তৈরি ও রিপোর্ট করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। এছাড়া সার্বজনীন রেজিস্টারে তথ্য প্রকাশের ফলে Data Privacy ও নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় অনেক উদ্ভাবনী ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগে অনাগ্রহী হতে পারেন। পাশাপাশি, শেল কোম্পানি বা ট্রাস্টের জটিল বিন্যাস ভেঙে প্রকৃত মালিক চিহ্নিত করা সরকারের জন্যও বেশ সময়সাপেক্ষ। যুক্তরাজ্য (Companies Act 2006-এর PSC Register), ভারত (Companies Act 2013-এর Sec 90 - SBO) এবং সিঙ্গাপুরের (Companies Act 1967-এর RORC) মতো উন্নত আইনি কাঠামোর আদলে বাংলাদেশেও

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		কোনো ব্যক্তির নাম কোম্পানির শেয়ারের ধারক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, যদি উক্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তির উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উক্ত নিবন্ধিত ধারক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোম্পানির নিকট একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন, যাহাতে উক্ত উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী মালিকের নাম, পরিচয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবরণ উল্লেখ থাকিবে। (৩) উপ-ধারা (১)-এর অধীন উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব ধারণকারী বা অর্জনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ের মধ্যে, কোম্পানির নিকট একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন, যাহাতে— (ক) তাহার উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্বের প্রকৃতি ও পরিমাণ; (খ) নিবন্ধিত শেয়ার ধারকের বিবরণ; এবং (গ) কোম্পানিতে তাহার উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবরণ উল্লেখ থাকিবে। (৪) কোনো শেয়ারে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্বের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হইলে (বা কোনো ব্যক্তির উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব অর্জিত বা অবসান হইলে), নিবন্ধিত শেয়ার ধারক এবং সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী মালিক, উক্ত পরিবর্তনের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সংশ্লিষ্ট বিবরণসহ কোম্পানির নিকট ঘোষণা প্রদান করিবেন। (৫) প্রত্যেক কোম্পানি তাহার উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী মালিকদের চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে একটি “উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী মালিকদের রেজিস্টার” (Register of Significant Beneficial Owners) সংরক্ষণ করিবে এবং উক্ত রেজিস্টার কোম্পানির কোন সদস্য কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে পরিদর্শন করা যাইবে। (৬) উপ-ধারা (২), (৩) বা (৪)-এর অধীন উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোম্পানি, নির্ধারিত ফরমে, উক্ত প্রকাশের বিষয়ে একটি রিটার্ন রেজিস্ট্রারের (RJSC) নিকট দাখিল করিবে। (৭) (ক) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২), (৩) বা (৪)-এর অধীন উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্বের প্রয়োজনীয় ঘোষণা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে এবং উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত	‘Beneficial Ownership’ এবং ‘Significant Beneficial Ownership’-কে পৃথকভাবে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। এতে সাধারণ অধিকারের পরিবর্তে নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড (যেমন: ১০% বা ২৫% শেয়ার/ভোটাধিকার) এবং সুনির্দিষ্ট Significant Control-এর ওপর ভিত্তি করে তথ্য প্রকাশের বিধান রাখা অধিকতর সুস্পষ্ট, ব্যবসায়বান্ধব ও কার্যকর হইবে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		থাকিলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ১০০ (একশত) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (খ) উপ-ধারা (৬)-এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, কোম্পানি এবং কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থতার জন্য অন্যূন ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হইতে অনূর্ধ ০১ (এক) হাজার টাকা অর্থদন্ডে এবং উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনূর্ধ ১০০ (একশত) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৮) এই ধারার অধীন কোনো শেয়ারের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব ঘোষণা করা আবশ্যক থাকা সত্ত্বেও উক্ত ঘোষণা প্রদান করা না হইলে, সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত শেয়ারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার, ভোটাধিকার, লভ্যাংশ, শেয়ার হস্তান্তর বা অন্যান্য সুবিধা স্থগিত বা সীমিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। (৯) এই ধারার কোনো বিধানই এই আইনের অধীন নিবন্ধিত সদস্যকে লভ্যাংশ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোম্পানির উপর আরোপিত দায়িত্বকে ক্ষুণ্ন করিবে না, এবং এইরূপ লভ্যাংশ পরিশোধ করা হইলে, উক্ত পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দায় পরিশোধিত ও নিষ্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবে। (১০) (ক) সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উল্লেখযোগ্য হিতগ্রাহী স্বত্ব ধারণ, ঘোষণা, প্রকাশ, নিবন্ধন ও পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং রেজিস্টার সংরক্ষণের জন্য বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে; এবং (খ) সরকার, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি বা ব্যক্তিশ্রেণীকে এই ধারার কোনো বা সকল বিধান পরিপালন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।	
৩৫.	**৩৫। কোম্পানীর সদস্য-সূচী (Index of members):** (১) কোম্পানীর সদস্য-বহি সূচীপত্রের ন্যায় কোন ছকে সাজানো না হইয়া থাকিলে, পঞ্চাশের অধিক সদস্য লইয়া গঠিত প্রত্যেক কোম্পানী উহার সদস্যগণের নামের একটি সূচীপত্র রাখিবে এবং যে তারিখে সদস্য-বহিতে কোন পরিবর্তন হয় সেই তারিখের পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত সূচীপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিবে। (২) সূচীপত্রটি কার্ডেও সাজানো যাইতে পারে, তবে উহাতে প্রত্যেক সদস্যের বিবরণের পর্যাপ্ত ইংগিত থাকিতে হইবে, যাহাতে তাত্তগণিকভাবে যে কোন সদস্যের বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। (৩) এই ধারার বিধান লংঘন করিলে কোম্পানী অনধিক পাঁচশত টাকা	**৩৫। কোম্পানীর সদস্য-সূচী (Index of members):** (১) কোম্পানীর সদস্য-বহি সূচীপত্রের ন্যায় কোন ছকে সাজানো না হইয়া থাকিলে, পঞ্চাশের অধিক সদস্য লইয়া গঠিত প্রত্যেক কোম্পানী উহার সদস্যগণের নামের একটি সূচীপত্র রাখিবে এবং যে তারিখে সদস্য-বহিতে কোন পরিবর্তন হয় সেই তারিখের পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত সূচীপত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিবে। (২) সূচীপত্রটি কার্ডেও সাজানো যাইতে পারে, তবে উহাতে প্রত্যেক সদস্যের বিবরণের পর্যাপ্ত ইংগিত থাকিতে হইবে, যাহাতে তাত্তগণিকভাবে যে কোন সদস্যের বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। (৩) এই ধারার বিধান লংঘন করিলে রেজিস্ট্রার অনধিক এক হাজার	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন৷	টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী, তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে।	
৩৬.	**৩৬। সদস্যগণের বার্ষিক তালিকা ও সার-সংক্ষেপঃ** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট প্রত্যেক কোম্পানি, নিগমিত হওয়ার আঠার মাসের মধ্যে, এবং উহার পর প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার, এইরূপ ব্যক্তিগণের একটি তালিকা তফসিল ১০ অনুযায়ী ছকে প্রণয়ন করিবে যাহারা উক্ত বৎসরের প্রথম সাধারণ সভা বা বৎসরের একমাত্র সাধারণ সভার দিনে কোম্পানির সদস্য ছিলেন, এবং যাহারা সর্বশেষ বিবরণী (return) দাখিলের তারিখের পরে বা প্রথম বিবরণীর ক্ষেত্রে কোম্পানি নিগমিত হওয়ার পরে সদস্য পদ হারাইয়াছেন৷ (২) তালিকায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকিবে, যথা :- (৫) যদি কোন কোম্পানি এই ধারার বিধান লংঘন করে, তাহা হইলে অনুরূপ লংঘন চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘন অনুমোদন করেন বা লংঘন চলিতে দেন তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন৷	**৩৬। সদস্যগণের বার্ষিক তালিকা ও সার-সংক্ষেপঃ** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট প্রত্যেক কোম্পানি, নিগমিত হওয়ার আঠার মাসের মধ্যে, এবং উহার পর প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার, এইরূপ ব্যক্তিগণের একটি তালিকা তফসিল ১০ অনুযায়ী ছকে প্রণয়ন করিবে যাহারা উক্ত বৎসরের প্রথম সাধারণ সভা বা বৎসরের একমাত্র সাধারণ সভার দিনে কোম্পানির সদস্য ছিলেন, এবং যাহারা সর্বশেষ বিবরণী (return) দাখিলের তারিখের পরে বা প্রথম বিবরণীর ক্ষেত্রে কোম্পানি নিগমিত হওয়ার পরে সদস্য পদ হারাইয়াছেন৷ (২) তালিকায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকিবে যথা: (মূল আইন অনুযায়ী) (৫) যদি কোন কোম্পানি এই ধারার বিধান লংঘন করে, তাহা হইলে অনুরূপ লংঘন চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য রেজিস্ট্রার অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কোম্পানি প্রতিনিধি, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘন অনুমোদন করেন বা লংঘন চলিতে দেন, তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে৷	ভুল তথ্যপূর্ণ রির্টান দাখিল নিরুৎসাহিত করা, রির্টানে সঠিক তথ্য প্রকাশে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা এবং এবং মহামান্য হাইকোর্টের কোম্পানি ম্যাটার নং ৩১৭/২০১৯ এর আদেশমূলের ৫ নম্বর পরামর্শ অনুযায়ী আরজেএসসির আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ।
৩৭.	**৩৮(ক)। শেয়ার হস্তান্তরঃ** (১) কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধিকৃত করার সময়ে শেয়ার হস্তান্তরকারী বা উহার হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র পেশ করিতে পারেন, তবে যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী অনুরূপ কোন আবেদনপত্র পেশ করেন সেক্ষেত্রে, কোম্পানী হস্তান্তরগ্রহীতাকে উক্ত আবেদনপত্র সম্পর্কে নোটিশ প্রদান না করিলে, আংশিক পরিশোধিত শেয়ার হস্তান্তর কার্যকর হইবে না; এবং হস্তান্তরগ্রহীতাকে এইরূপ নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি আপত্তি না করিলে কোম্পানী, উপ-ধারা (৭) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার সদস্য-বহিতে হস্তান্তরগ্রহীতার নাম এইরূপে লিপিবদ্ধ করিবে যেন উক্ত আবেদনপত্র হস্তান্তরগ্রহীতাইপেশ করিয়াছিলেন।	**৩৮(ক)। শেয়ার হস্তান্তরঃ** (১) কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধিকৃত করার সময়ে শেয়ার হস্তান্তরকারী বা উহার হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র পেশ করিতে পারেন, তবে যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী অনুরূপ কোন আবেদনপত্র পেশ করেন সেক্ষেত্রে, কোম্পানী হস্তান্তরগ্রহীতাকে উক্ত আবেদনপত্র সম্পর্কে নোটিশ প্রদান না করিলে, আংশিক পরিশোধিত শেয়ার হস্তান্তর কার্যকর হইবে না; এবং হস্তান্তরগ্রহীতাকে এইরূপ নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি আপত্তি না করিলে কোম্পানী, উপ-ধারা (৭) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার সদস্য-বহিতে হস্তান্তরগ্রহীতার নাম এইরূপে লিপিবদ্ধ করিবে যেন উক্ত আবেদনপত্র হস্তান্তরগ্রহীতাইপেশ করিয়াছিলেন।	প্রস্তাবিত ধারায় “সুরক্ষিত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যথাযথ Advance Recognition Technology (যেমন: বায়োমেট্রিক, ফেসিয়াল ভেরিফিকেশন বা এনক্রিপ্টেড ডিজিটাল সিগনেচার) এবং অনলাইন উপস্থিতি” অন্তর্ভুক্ত করার ফলে সশরীরে উপস্থিত না হয়েও শতভাগ নিখুঁতভাবে শেয়ার হস্তান্তরকারীর পরিচয় (Identity) এবং তার সম্মতি নিশ্চিত করা সম্ভব হইবে। এটি সরাসরি আরজেএসসি (RJSC)-এর ডিজিটাল অবকাঠামোকে শক্তিশালী করিবে,

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, হস্তান্তর দলিলে হস্তান্তরগ্রহীতার যে ঠিকানা থাকে সেই ঠিকানায় কোন নোটিশ আগাম পরিশোধিত ডাকে হস্তান্তরগ্রহীতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়া থাকিলে, তাহা হস্তান্তরগ্রহীতকে যথাযথভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহা ডাক বিভাগের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বিলি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) সঠিক হস্তান্তর-দলিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া এবং উক্ত দলিলে হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তরগ্রহীতা উভয়েই সম্পাদন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার বা ডিবেঞ্চার সার্টিফিকেটসহ হস্তান্তর-দলিলটি কোম্পানীর নিকট উপস্থাপন না করা হইলে, কোম্পানীর পক্ষে শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের হস্তান্তর নিবন্ধন করা বৈধ হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোম্পানীর পরিচালকগণের সন্তুষ্টি মতে প্রমাণিত হয় যে, হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হস্তান্তর-দলিল হারাইয়া গিয়াছে, তবে পরিচালকগণ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এবং হস্তান্তররের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্পসহ হস্তান্তরগ্রহীতা লিখিতভাবে আবেদন করিলে, কোম্পানীর পরিচালকগণের বিবেচনামতে দায়মুক্তি (indemnity) সংক্রান্ত যথাযথ শর্তাবলী সাপেক্ষে, উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধিকৃত করা যাইবে। [(৩ক) শেয়ার হস্তান্তর দলিলে শেয়ার হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর নিম্নবর্ণিতভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:- (ক) শেয়ার হস্তান্তরকারী সংশ্লিষ্ট পরিচালকের তালিকা, বার্ষিক মূলধনের বিবরণী, শেয়ার হস্তান্তর দলিল এবং শেয়ার হস্তান্তরের সপক্ষে প্রদত্ত হলফনামা রেজিস্ট্রারের দপ্তরে দাখিল করিবার পর সংশ্লিষ্ট শেয়ার হস্তান্তরকারীকে সশরীরে উপস্থিত হইয়া পুনঃস্বাক্ষরপূর্বক শেয়ার হস্তান্তরের সত্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে; (খ) শেয়ার হস্তান্তরকারী বিদেশি নাগরিক হইলে বা বিদেশে অবস্থান করিলে শেয়ার হস্তান্তরের সমর্থনে শেয়ার হস্তান্তর দলিল ও হলফনামা সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপূর্বক প্রেরণ করিতে হইবে; এবং (গ) শেয়ার হস্তান্তরকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে না পারিলে নির্ধারিত ফি আদায় সাপেক্ষে রেজিস্ট্রার কর্তৃক কমিশন প্রেরণ করা যাইবে।] (৪) যদি কোন কোম্পানী কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের হস্মান্তর নিবন্ধিকৃত করিতে অস্বীকার করে, তবে যে তারিখে কোম্পানীর নিকট	(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, হস্তান্তর দলিলে হস্তান্তরগ্রহীতার যে ঠিকানা থাকে সেই ঠিকানায় কোন নোটিশ আগাম পরিশোধিত ডাকে হস্তান্তরগ্রহীতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়া থাকিলে, তাহা হস্তান্তরগ্রহীতকে যথাযথভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহা ডাক বিভাগের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বিলি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) সঠিক হস্তান্তর-দলিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া এবং উক্ত দলিলে হস্তান্তরকারী ও হস্তান্তরগ্রহীতা উভয়েই সম্পাদন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার বা ডিবেঞ্চার সার্টিফিকেটসহ হস্তান্তর-দলিলটি কোম্পানীর নিকট উপস্থাপন না করা হইলে, কোম্পানীর পক্ষে শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের হস্তান্তর নিবন্ধন করা বৈধ হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোম্পানীর পরিচালকগণের সন্তুষ্টি মতে প্রমাণিত হয় যে, হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হস্তান্তর-দলিল হারাইয়া গিয়াছে, তবে পরিচালকগণ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এবং হস্তান্তররের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্পসহ হস্তান্তরগ্রহীতা লিখিতভাবে আবেদন করিলে, কোম্পানীর পরিচালকগণের বিবেচনামতে দায়মুক্তি (indemnity) সংক্রান্ত যথাযথ শর্তাবলী সাপেক্ষে, উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধিকৃত করা যাইবে। [(৩ক) শেয়ার হস্তান্তর দলিলে শেয়ার হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর নিম্নবর্ণিতভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:- (ক) শেয়ার হস্তান্তরকারীর সংশ্লিষ্ট পরিচালকের তালিকা, বার্ষিক মূলধনের বিবরণী, শেয়ার হস্তান্তর দলিল এবং শেয়ার হস্তান্তরের সপক্ষে প্রদত্ত হলফনামা রেজিস্ট্রারের দপ্তরে দাখিল করিবার পর সংশ্লিষ্ট শেয়ার হস্তান্তরকারীকে সশরীরে উপস্থিত হইয়া পুনঃস্বাক্ষরপূর্বক বা সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তরের সত্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে; (খ) শেয়ার হস্তান্তরকারী বিদেশি নাগরিক হইলে বা বিদেশে অবস্থান করিলে শেয়ার হস্তান্তরের সমর্থনে শেয়ার হস্তান্তর দলিল ও হলফনামা সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপূর্বক প্রেরণ করিতে হইবে; এবং (গ) শেয়ার হস্তান্তরকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে না পারিলে নির্ধারিত ফি আদায় সাপেক্ষে রেজিস্ট্রার কর্তৃক	শেয়ার মালিকানার তথ্যের অখণ্ডতা (Data Integrity) রক্ষা করিবে এবং জালিয়াতির ঝুঁকি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনিবে। সর্বোপরি, উন্নত বিশ্বের করপোরেট প্র্যাকটিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই অটোমেশন সুবিধা চালু করলে দেশে ক্রস-বর্ডার বিনিয়োগ উৎসাহিত হইবে এবং ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করিবে। • **যুক্তি:** বুক ভ্যালু ঐতিহাসিক মূল্যভিত্তিক হওয়ায় প্রকৃত মূল্য প্রতিফলিত করে না। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৮(২)(ক) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য আনিলে আরজেএসসি ও কর-মূল্যের বিরোধ কমিবে। ক্ষুদ্র কোম্পানির জন্য সরলীকৃত পদ্ধতি থাকা উচিত। • **ঝুঁকি:** "যাহা অধিক" নিয়মে বাস্তবে কম মূল্যে হওয়া বৈধ হস্তান্তরেও উচ্চতর মূল্য ঘোষণা বাধ্য হয়, যাহাতে কর ও স্ট্যাম্প শুল্ক বাড়িতে পারে। এজন্য স্বাধীন মূল্যায়নকারী দ্বারা বিপরীত প্রমাণের সুযোগ (বিধিতে) যুক্ত করা সংগত। • **মান:** আইএফআরএস ১৩ ভিত্তিক ন্যায্য

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	উক্ত হস্তান্তর-দলিল উপস্থাপন করা হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত কোম্পানী হস্তান্তরগ্রহীতা এবং হস্তান্তরকারীকে উক্ত অস্বীকৃতির নোটিশ প্রেরণ করিবে। (৫) এই ধারার উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৬) আইনের ক্রিয়ার ফলে (by operation of law) যে ব্যক্তি কোম্পানীর কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ধারনের অধিকার অর্জন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির নাম উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের ধারক হিসাবে নিবন্ধন করার ব্যাপারে উপ-ধারা (৩) এর কোন কিছুই কোম্পানীর ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করিবে না। (৭) এই ধারার কোন কিছুই সংঘবিধি মেতাবেক কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার ব্যাপারে কোম্পানীর ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করিবে না।	কমিশন প্রেরণ করা যাইবে। "(৩খ) শেয়ার হস্তান্তর দলিলে ঘোষিত মূল্য হইবে হস্তান্তরের প্রকৃত প্রতিদান এবং শেয়ারের ন্যায্য মূল্য, এই দুইটির মধ্যে যাহা অধিক; এবং হস্তান্তরকারী ও গ্রহীতা বিধিনির্দিষ্ট ফরমে ন্যায্য মূল্য ঘোষণা করিবেন। (৩গ) আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন মান (International Valuation Standards) অনুযায়ী স্বাধীন মূল্যায়নকারী কর্তৃক ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্র কোম্পানির ক্ষেত্রে এ উপ-ধারার বিধান ঐচ্ছিক হইবে। (৩ঙ) উপ-ধারা (৩খ) এর অধীন ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে রেজিস্ট্রার অনধিক এক লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন এবং আপিল-বিধান প্রযোজ্য হইবে।" (৪) যদি কোন কোম্পানী কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের হস্মান্মর নিবন্ধিকৃত করিতে অস্বীকার করে, তবে যে তারিখে কোম্পানীর নিকট উক্ত হস্তান্তর-দলিল উপস্থাপন করা হইয়াছিল, সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত কোম্পানী হস্তান্তরগ্রহীতা এবং হস্তান্তরকারীকে উক্ত অস্বীকৃতির নোটিশ প্রেরণ করিবে। (৫) এই ধারার উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৬) আইনের ক্রিয়ার ফলে (by operation of law) যে ব্যক্তি কোম্পানীর কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ধারনের অধিকার অর্জন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির নাম উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের ধারক হিসাবে নিবন্ধন করার ব্যাপারে উপ-ধারা (৩) এর কোন কিছুই কোম্পানীর ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করিবে না। (৭) এই ধারার কোন কিছুই সংঘবিধি মেতাবেক কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার ব্যাপারে কোম্পানীর ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করিবে না। **৩৮ক। পারিবারিক ট্রাস্ট ও শেয়ার ধারণ:**	মূল্যের সংজ্ঞা প্রস্তাব ১ এর সারি ৫ এ। মূল্যায়নের আন্তর্জাতিক মান আইভিএস। *সতর্কতা: "ফরম ১১৭", আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৮(২)(ক) এবং মূসক আইন, ২০১২।* • **যুক্তি:** আইনগত মালিকানা ও স্বচ্ছতার দ্বৈত কাঠামো (যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরে প্রচলিত; এফএটিএফ সুপারিশ ২৫—আইনি ব্যবস্থা)। উত্তরাধিকার-পরিকল্পনায় আইনি নিশ্চয়তা আসে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৮(২)(খ)(আ)(৩) এর সঙ্গে সমন্বয় থাকে। **খসড়ার সঙ্গে সংযোগ:** খসড়ার ৩৪ক হিতগ্রাহী স্বত্ব ঘোষণা বাধ্যতামূলক করিয়াছে। ট্রাস্ট-কাঠামোকে ওই ঘোষণার ভিতরে আনিলে ট্রাস্ট স্বচ্ছতা এড়ানোর পথ হইবে না। ৩৮ক(৬) অপব্যবহার-প্রতিরোধ।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(১) এই ধারায় "পারিবারিক ট্রাস্ট" বলিতে এমন কোনো ট্রাস্টকে বুঝাইবে, যাহা কোনো ব্যক্তি (প্রতিষ্ঠাতা) কর্তৃক নিজের বা তাহার নিকট আত্মীয়গণের সুবিধার্থে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে সৃষ্ট এবং যাহার সুবিধাভোগী কেবল প্রতিষ্ঠাতার নিকট আত্মীয় বা তাহাদের বংশধর। (২) পারিবারিক ট্রাস্টের ট্রাস্টি কোম্পানির শেয়ারের আইনগত ধারক হিসাবে সদস্য-বহিতে নিবন্ধিত হইবেন এবং নিবন্ধনে "ট্রাস্টি হিসাবে" কথাটি উল্লিখিত থাকিবে। (৩) কোনো সদস্য কর্তৃক পারিবারিক ট্রাস্টে বা ট্রাস্ট হইতে শেয়ার হস্তান্তর "অনুমোদিত হস্তান্তর" গণ্য হইবে; এবং হস্তান্তরের ফলে হিতগ্রাহী স্বত্ব অপরিবর্তিত থাকিলে সংঘবিধির অগ্রক্রয়াধিকার (pre-emption) সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না। (৪) ট্রাস্ট-দলিলের অনুলিপি এবং সকল সুবিধাভোগীর তথ্য ধারা ৩৪ক অনুযায়ী হিতগ্রাহী স্বত্ব সংক্রান্ত ঘোষণার অংশ হিসাবে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং ধারা ৪০১ঠ অনুযায়ী সংরক্ষিত হইবে। (৫) ধারা ৩৮(৩খ) অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যের ঘোষণা প্রযোজ্য হইবে; তবে হিতগ্রাহী স্বত্ব অপরিবর্তিত থাকিলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে সরলীকৃত ঘোষণা গ্রহণযোগ্য হইবে। (৬) ট্রাস্ট ব্যবহার করিয়া হিতগ্রাহী স্বত্ব গোপন, কর ফাঁকি, মানি লন্ডারিং বা ঋণদাতাকে প্রতারিত করা হইলে উপ-ধারা (৩) এর সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৩৮.	**৩৯। হস্তান্তর প্রত্যয়ন:** (১) কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার হস্তান্তর-দলিল কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হইলে, তৎসম্পর্কে যে কোন ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের কারণ থাকিবে যে, উক্ত কোম্পানীর নিকট যে হস্তান্তর-দলিল দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখিত হস্তান্তরকারীকে আপাতঃদৃষ্টে উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের স্বত্বাধিকারী গণ্য করার মত পর্যাপ্ত দলিল কোম্পানীর নিকট সরবরাহ করা হইয়াছিল মর্মে উক্ত	**৩৯। হস্তান্তর প্রত্যয়ন:** (১) কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার হস্তান্তর-দলিল কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হইলে, তৎসম্পর্কে যে কোন ব্যক্তির এইরূপ বিশ্বাস স্থাপনের কারণ থাকিবে যে, উক্ত কোম্পানীর নিকট যে হস্তান্তর-দলিল দাখিল করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখিত হস্তান্তরকারীকে আপাতঃদৃষ্টে উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের স্বত্বাধিকারী গণ্য করার মত পর্যাপ্ত দলিল কোম্পানীর নিকট সরবরাহ করা হইয়াছিল মর্মে উক্ত	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কোম্পানী প্রত্যয়ন করিতেছে, যদিও উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে হস্তান্তরকারীর নিরংকুশ স্বত্বাধিকার আছে বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছে না। (২) যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানীর অবহেলার ফলে প্রণীত ভুল প্রত্যয়নপত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাজ করেন, সেক্ষেত্রে কোম্পানী তাহার নিকট এইরূপ দায়ী হইবে যেন উক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রতারণামূলকভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছিল। (৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে- (ক) যদি কোন হস্তান্তর দলিলে "প্রত্যয়নপত্র জমা হইয়াছে" বা এই মর্মে অন্য কোন শব্দ লেখা থাকে, তাহা হইলে সেই হস্তান্তর-দলিল প্রত্যয়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; (খ) কোন হস্তান্তর-দলিল কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যয়ণকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি- (অ) প্রত্যয়নকৃত দলিলটি যিনি ইস্যু করিয়াছেন তিনি কোম্পানীর পতেগ তাহা ইস্যু করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; এবং (আ) দলিলটি এমন কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর এমন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় যিনি হস্তান্তর প্রত্যয়ন করার জন্য কোম্পানী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অথবা এমন কোন নিগমিত সংস্থার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় যে, সংস্থাটি এতদুদ্দেশ্যে উক্ত কোম্পানী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ; (গ) উক্ত প্রত্যয়নপত্রে যাহার স্বাক্ষর পাওয়া যায় তিনিই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না প্রমাণিত হয় যে, উক্ত স্বাক্ষর তাহার নিজের নয় কিংবা উক্ত স্বাক্ষর কোম্পানীর পক্ষে হস্তান্তর প্রত্যয়নকল্পে ব্যবহারের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নয়।	কোম্পানী প্রত্যয়ন করিতেছে, যদিও উক্ত শেয়ার বা ডিবেঞ্চারে হস্তান্তরকারীর নিরংকুশ স্বত্বাধিকার আছে বলিয়া প্রত্যয়ন করিতেছে না। (২) যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানীর অবহেলার ফলে প্রণীত ভুল প্রত্যয়নপত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাজ করেন, সেক্ষেত্রে কোম্পানী তাহার নিকট এইরূপ দায়ী হইবে যেন উক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রতারণার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হইয়াছিল। (৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে- (ক) যদি কোন হস্তান্তর দলিলে "প্রত্যয়নপত্র জমা হইয়াছে" বা এই মর্মে অন্য কোন শব্দ লেখা থাকে, তাহা হইলে সেই হস্তান্তর-দলিল প্রত্যয়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; (খ) কোন হস্তান্তর-দলিল কোম্পানী কর্তৃক প্রত্যয়ণকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি- (অ) প্রত্যয়নকৃত দলিলটি যিনি ইস্যু করিয়াছেন তিনি কোম্পানীর পতেগ তাহা ইস্যু করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; এবং (আ) দলিলটি এমন কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর এমন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় যিনি হস্তান্তর প্রত্যয়ন করার জন্য কোম্পানী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, অথবা এমন কোন নিগমিত সংস্থার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় যে, সংস্থাটি এতদুদ্দেশ্যে উক্ত কোম্পানী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ; (গ) উক্ত প্রত্যয়নপত্রে যাহার স্বাক্ষর পাওয়া যায় তিনিই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না প্রমাণিত হয় যে, উক্ত স্বাক্ষর তাহার নিজের নয় কিংবা উক্ত স্বাক্ষর কোম্পানীর পক্ষে হস্তান্তর প্রত্যয়নকল্পে ব্যবহারের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নয়।	
৩৯.	**৪১। সদস্য-বহি পরিদর্শন: (১)** কোম্পানী নিবন্ধনের তারিখ হইতে উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে সদস্য-বহি এবং ধারা ৩৫ প্রযোজ্য হইলে সদস্য-সূচী রাখিতে হইবে; এবং এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী কোম্পানীর কার্যালয় বন্ধ থাকা ব্যতীত অন্য যে কোন সব সময়ে উহার কর্মকান্ড চলে সে সব সময়ে উক্ত সদস্য-বহি এবং সদস্য-সূচী কোম্পানীর সাধারণ সভায়, যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে, পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন অন্যূন দুই ঘন্টা করিয়া খোলা থাকিবে; এবং কোম্পানীর যে কোন সদস্য কোন ফিস ছাড়াই এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রতিবারে একশত টাকা অথবা কোম্পানী কর্তৃক ধার্যকৃত হইলে তদপেক্ষা কম ফিস দিয়া উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ যে কোন সদস্য বা ব্যক্তি উহাদের	**৪১। সদস্য-বহি পরিদর্শন: (১)** কোম্পানী নিবন্ধনের তারিখ হইতে উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে সদস্য-বহি এবং ধারা ৩৫ প্রযোজ্য হইলে সদস্য-সূচী রাখিতে হইবে; এবং এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী কোম্পানীর কার্যালয় বন্ধ থাকা ব্যতীত অন্য যে কোন সব সময়ে উহার কর্মকান্ড চলে সে সব সময়ে উক্ত সদস্য-বহি এবং সদস্য-সূচী কোম্পানীর সাধারণ সভায়, যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে, পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন অন্যূন দুই ঘন্টা করিয়া খোলা থাকিবে; এবং কোম্পানীর যে কোন সদস্য কোন ফিস ছাড়াই এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রতিবারে একশত টাকা অথবা কোম্পানী কর্তৃক ধার্যকৃত হইলে তদপেক্ষা কম ফিস দিয়া উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ যে কোন সদস্য বা ব্যক্তি উহাদের	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষের অনুলিপি লইতে পারিবেন। (২) সদস্য-বহি বা সদস্য-সূচী কিংবা এই আইনের বিধান মতে দেয় উহার তালিকা বা সার-সংক্ষেপ বা উহাদের অংশবিশেষের অনুলিপির প্রয়োজন হইলে, যে কোন ব্যক্তি কোম্পাানীকে অনুরূপ ফরমায়েস এবং প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশবিশেষের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া ফিস দিবেন এবং কোম্পানী অনুরূপ অনুলিপির জন্য ফরমায়েস ও প্রয়োজনীয় ফিস পাওয়ার দশটি কার্যদিবসের মধ্যে ঐ ব্যক্তির নিকট অনুলিপি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে। ব্যাখ্যা:- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, দশটি কার্যদিবস গণনার তেগত্রে যে সকল দিনে কোম্পানীর কার্যবিরতি থাকে এবং কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর বন্ধ থাকে সেই সকল দিন গণনা করা হইবে না। (৩) এই ধারার অধীন কোন পরিদর্শনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইলে, অথবা এই ধারার অধীন ফরমায়েসকৃত অনুলিপি যথাসময়ে প্রেরণ করা না হইলে, কোম্পানী এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা যাহার ত্রুটির কারণে উক্ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা বা বিলম্ব করা হয় তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং তাহা ছাড়াও উক্ত কোম্পানী এবং কর্মকর্তা, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রথম দিনের পর উক্ত অস্বীকৃতি বা ত্রুটি যতদিন অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং আদালত আদেশ জারীর মাধ্যমে অবিলম্বে উক্ত সদস্য-বহি ও সদস্যসূচী পরিদর্শন করানোর জন্য কিংবা ফরমায়েসকারীর নিকট প্রয়োজনীয় অনুলিপি প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কোম্পানী এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।	সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষের অনুলিপি লইতে পারিবেন। (২) সদস্য-বহি বা সদস্য-সূচী কিংবা এই আইনের বিধান মতে দেয় উহার তালিকা বা সার-সংক্ষেপ বা উহাদের অংশবিশেষের অনুলিপির প্রয়োজন হইলে, যে কোন ব্যক্তি কোম্পাানীকে অনুরূপ ফরমায়েস এবং প্রতি অনুলিপির জন্য একশত টাকা করিয়া ফিস দিবেন এবং কোম্পানী অনুরূপ অনুলিপির জন্য ফরমায়েস ও প্রয়োজনীয় ফিস পাওয়ার দশটি কার্যদিবসের মধ্যে ঐ ব্যক্তির নিকট অনুলিপি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবে। ব্যাখ্যা:- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, দশটি কার্যদিবস গণনার তেগত্রে যে সকল দিনে কোম্পানীর কার্যবিরতি থাকে এবং কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর বন্ধ থাকে সেই সকল দিন গণনা করা হইবে না। (৩) এই ধারার অধীন কোন পরিদর্শনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইলে, অথবা এই ধারার অধীন ফরমায়েসকৃত অনুলিপি যথাসময়ে প্রেরণ করা না হইলে, কোম্পানী এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা যাহার ত্রুটির কারণে উক্ত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা বা বিলম্ব করা হয় তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং তাহা ছাড়াও উক্ত কোম্পানী এবং কর্মকর্তা, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রথম দিনের পর উক্ত অস্বীকৃতি বা ত্রুটি যতদিন অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য অতিরিক্ত পাঁচশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং আদালত আদেশ জারীর মাধ্যমে অবিলম্বে উক্ত সদস্য-বহি ও সদস্যসূচী পরিদর্শন করানোর জন্য কিংবা ফরমায়েসকারীর নিকট প্রয়োজনীয় অনুলিপি প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কোম্পানী এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।	
৪০.	**৪৩। সদস্য-বহি সংশোধনের জন্য আদালতের ক্ষমতা:** (১) যদি- (ক) পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির নাম কোন কোম্পানীর সদস্য-বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় কিংবা উহা হইতে বাদ দেওয়া হয়, অথবা (খ) কোন কোম্পানীতে কোন ব্যক্তির সদস্য পদ লাভ বা সদস্য পদের অবসান সম্পর্কিত তথ্য সদস্য-বহিতে লিপিবদ্ধ না করা হয় বা তাহা করিতে অবহেলা বা অনাবশ্যক বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে তদ্বারা সংতগুব্ধ ব্যক্তি বা উক্ত কোম্পানীর কোন সদস্য কিংবা		

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	উক্ত কোম্পানী ঐ সদস্য-বহি সংশোধনের জন্য আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। (২) আদালত উক্ত আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারে, অথবা সদস্য-বহি সংশোধনের আদেশ দিতে পারে এবং, সংক্ষুব্ধ কোন পক্ষের ক্ষতি হইয়া থাকিলে, উক্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কোম্পানীকে আদেশ দিতে পারে; তাহা ছাড়াও মামলার খরচ সম্পর্কে আদালত উহার বিবেচনামত যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে। (৩) যদি কোন ব্যক্তির নাম সদস্য-বহিতে লিপিবদ্ধ করা বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে এই ধারার অধীন কোন দরখাস্তে কোন প্রশ্ন উঠে তবে, প্রশ্নটি সদস্যগণ বা সদস্য-পদের দাবীদারগণের পরস্পরের মধ্যে, অথবা সদস্যগণ বা সদস্যপদের দাবীদারগণ এবং কোম্পানী, যাহাদের মধ্যেই উত্থাপিত হউক না কেন, দরখাস্তে উক্ত ব্যক্তি পক্ষভুক্ত থাকিলে আদালত উক্ত প্রশ্নে তাহার স্বত্বাধিকার নির্ণয় করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সদস্য-বহি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন যে কোন প্রশ্নে সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে; এবং কোন বিচার্য বিষয়ে আইনগত প্রশ্ন জড়িত থাকিলে আদালত উক্ত বিষয়েও সিদ্ধান্ত দিতে পারিবে।		
৪১.	**৪৬। বাহককে শেয়ার-ওয়ারেন্ট প্রদান:** (১) শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানী উহার সংঘবিধিবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, উহার পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ার বা ষ্টকের ক্ষেত্রে, (৭)[***] ওয়ারেন্ট প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত ওয়ারেন্ট-বাহক ওয়ারেন্টে উল্লেখিত শেয়ার বা ষ্টকের অধিকারী; এবং কোম্পানী উক্ত ওয়ারেন্টে উল্লেখিত শেয়ার বা ষ্টকের উপর ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কুপন প্রদান বা অন্যভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও পারিবে; এই আইনে এইরূপ ওয়ারেন্ট শেয়ার-ওয়ারেন্ট নামে অভিহিত। (২) এই ধারার কোন কিছুই প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।	**৪৬। বাহককে শেয়ার-ওয়ারেন্ট প্রদান:** (১) শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানী উহার সংঘবিধিবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, উহার পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ার বা ষ্টকের ক্ষেত্রে, (৭)[***] ইলেকট্রনিক ওয়ারেন্ট প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত ওয়ারেন্ট-বাহক ওয়ারেন্টে উল্লেখিত শেয়ার বা ষ্টকের অধিকারী; এবং কোম্পানী উক্ত ওয়ারেন্টে উল্লেখিত শেয়ার বা ষ্টকের উপর ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কুপন প্রদান বা অন্যভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও পারিবে; এই আইনে এইরূপ ওয়ারেন্ট শেয়ার-ওয়ারেন্ট নামে অভিহিত। (২) এই ধারার কোন কিছুই প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।	
৪২.	**৫০। শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে সদস্য-বহিতে রদবদল:** (১) কোন শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যুর সময় সদস্য-বহিতে যে সদস্যের নাম ওয়ারেন্টভুক্ত শেয়ার বা ষ্টকধারী সদস্য হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তাহার নাম সদস্য-বহি হইতে কাটিয়া দিতে হইবে এবং অতঃপর ধারা ৪৯ এর বিধান সাপেক্ষে, তিনি আর কোম্পানীর সদস্য থাকিবেন না; এবং কোম্পানী উক্ত বহিতে	**৫০। শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে সদস্য-বহিতে রদবদল:** (১) কোন শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যুর সময় সদস্য-বহিতে যে সদস্যের নাম ওয়ারেন্টভুক্ত শেয়ার বা ষ্টকধারী সদস্য হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তাহার নাম সদস্য-বহি হইতে কাটিয়া দিতে হইবে এবং অতঃপর ধারা ৪৯ এর বিধান সাপেক্ষে, তিনি আর কোম্পানীর সদস্য থাকিবেন না; এবং কোম্পানী উক্ত বহিতে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	নিম্নবর্ণিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে, যথা :- (ক) শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যু হওয়া নির্দেশক তথ্য; (খ) শেয়ার-ওয়ারেন্টে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক শেয়ারের পৃথক পৃথক নম্বরসহ শেয়ার বা ষ্টকের বিবরণ; এবং (গ) শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যুর তারিখ। (২) যদি কোন কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তবে উক্ত ব্যর্থতা যতদিন পর্যন্ত চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য উক্ত কোম্পানী অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উহা অব্যাহত রাখেন বা অব্যাহত রাখিতে দেন তিনিও, একই অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	নিম্নবর্ণিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে, যথা :- (ক) শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যু হওয়া নির্দেশক তথ্য; (খ) শেয়ার-ওয়ারেন্টে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক শেয়ারের পৃথক পৃথক নম্বরসহ শেয়ার বা ষ্টকের বিবরণ; এবং (গ) শেয়ার-ওয়ারেন্ট ইস্যুর তারিখ। (২) যদি কোন কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তবে উক্ত ব্যর্থতা যতদিন পর্যন্ত চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য উক্ত কোম্পানী অনধিক পাঁচ শত টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উহা অব্যাহত রাখেন বা অব্যাহত রাখিতে দেন তাহারও সম-পরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে।	
৪৩.	**৫৪। শেয়ার-মূলধন একীভূতকরণ, শেয়ারকে ষ্টকে রূপান্তরকরণ ইত্যাদির জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট নোটিশ প্রদান:** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট কোন কোম্পানী উহার শেয়ার-মূলধন একীভূত করিয়া একীভূত মূলধনকে বিদ্যমান মূল্যমান অপেক্ষা অধিক মূল্যমানের শেয়ারে বিভক্ত করিলে, অথবা উহার কোন শেয়ারকে ষ্টকে রূপান্তরিত করিলে, অথবা ষ্টককে পুনরায় শেয়ারে রূপান্তরিত করিলে, উক্ত কোম্পানী শেয়ার একীভূতকরণ, বিভক্তিকরণ বা রূপান্তরকরণ বা পুনঃরূপান্তরকরণ সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া উক্ত একীভূতকরণ, বিভক্তিকরণ, রূপান্তরকরণ বা পুনরূপান্তকরণের পনের দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারকে নোটিশ প্রদান করিবে। (২) কোন কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, উক্ত কোম্পানী অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তিনিও, একইরূপ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**৫৪। শেয়ার-মূলধন একীভূতকরণ, শেয়ারকে ষ্টকে রূপান্তরকরণ ইত্যাদির জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট নোটিশ প্রদান:** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট কোন কোম্পানী উহার শেয়ার-মূলধন একীভূত করিয়া একীভূত মূলধনকে বিদ্যমান মূল্যমান অপেক্ষা অধিক মূল্যমানের শেয়ারে বিভক্ত করিলে, অথবা উহার কোন শেয়ারকে ষ্টকে রূপান্তরিত করিলে, অথবা ষ্টককে পুনরায় শেয়ারে রূপান্তরিত করিলে, উক্ত কোম্পানী শেয়ার একীভূতকরণ, বিভক্তিকরণ বা রূপান্তরকরণ বা পুনঃরূপান্তরকরণ সম্পর্কিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া উক্ত একীভূতকরণ, বিভক্তিকরণ, রূপান্তরকরণ বা পুনরূপান্তকরণের পনের দিনের মধ্যে সকল দলিলাদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে। (২) কোন কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে।	
৪৪.	**৫৬। শেয়ার-মূলধন বা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির নোটিশ:** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট কোন কোম্পানী, শেয়ারকে ষ্টকে রূপান্তরিত করিয়া থাকুক বা না থাকুক, উহার শেয়ার-মূলধনকে নিবন্ধিকৃত মূলধনের উপরে বৃদ্ধি করিয়া থাকিলে, অথবা শেয়ার-মূলধনবিহীন কোন কোম্পানী উহার সদস্য-সংখ্যা	**৫৬। শেয়ার-মূলধন বা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির নোটিশ:** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট কোন কোম্পানী, শেয়ারকে ষ্টকে রূপান্তরিত করিয়া থাকুক বা না থাকুক, উহার শেয়ার-মূলধনকে নিবন্ধিকৃত মূলধনের উপরে বৃদ্ধি করিয়া থাকিলে, অথবা শেয়ার-মূলধনবিহীন কোন কোম্পানী উহার সদস্য-সংখ্যা	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	নিবন্ধিকৃত সংখ্যার উপরে বৃদ্ধি করিয়া থাকিলে, উক্ত কোম্পানী, শেয়ারমূলধন বৃদ্ধির তেগত্রে, মূলধন বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পনের দিনের মধ্যে, এবং সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, যে তারিখে সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল বা বাস্তবে সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, সেই তারিখের পনের দিনের মধ্যে, উক্ত বৃদ্ধির নোটিশ রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে এবং রেজিষ্ট্রার এইরূপ বৃদ্ধির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশে ক্ষতিগ্রস্ত (affected) শ্রেণীর শেয়ারের বিবরণাদি এবং যে শর্তাধীনে, যদি থাকে, নূতন শেয়ারসমূহ ইস্যু করা হইবে সেই শর্তসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে। (৩) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, উক্ত কোম্পানী অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা উহা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তিনিও, একইরূপ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	নিবন্ধিকৃত সংখ্যার উপরে বৃদ্ধি করিয়া থাকিলে, উক্ত কোম্পানী, শেয়ারমূলধন বৃদ্ধির তেগত্রে, মূলধন বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পনের দিনের মধ্যে, এবং সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, যে তারিখে সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল বা বাস্তবে সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, সেই তারিখের পনের দিনের মধ্যে, উক্ত বৃদ্ধির সকল দলিলাদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে এবং রেজিষ্ট্রার এইরূপ বৃদ্ধির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশে ক্ষতিগ্রস্ত (affected) শ্রেণীর শেয়ারের বিবরণাদি এবং যে শর্তাধীনে, যদি থাকে, নূতন শেয়ারসমূহ ইস্যু করা হইবে সেই শর্তসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে। (৩) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা উহা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে।	
৪৫.	**৫৮। কোম্পানী কর্তৃক উহার নিজস্ব শেয়ার ক্রয় বা এতদুদ্দেশ্যে ঋণদানে বাধা-নিষেধ:** (১) শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানী উহার নিজস্ব শেয়ার অথবা উহা যে পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী সেই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না, যদি না উক্ত ক্রয়ের ফলশ্রুতিতে যে মূলধন হ্রাস হয় উহা ৫৯ হইতে ৭০ পর্যন্ত ধারাসমূহে বিধৃত পদ্ধতিতে কার্যকর এবং অনুমোদন করা হয়। (২) শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় বিশিষ্ট কোন কোম্পানী, যাহা প্রাইভেট কোম্পানী নহে বা কোন পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী নহে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ঋণ, গ্যারান্টি বা জামানত বা অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে উহার নিজস্ব শেয়ার ক্রয় করিতে বা ক্রয় সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে না : তবে শর্ত থাকে যে, যদি ঋণ প্রদান করা কোন কোম্পানীর সাধারণ ব্যবসার অংশ হয় তবে, উহার সাধারণ ব্যবসা চালাইতে থাকাকালে, উক্ত কোম্পানী যে ঋণ প্রদান করে উহা প্রদানের ব্যাপারে এই ধারার কোন কিছুই বাধা হইবে না। (৩) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন কিছু করিলে, উক্ত কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও	**৫৮। কোম্পানী কর্তৃক উহার নিজস্ব শেয়ার ক্রয় বা এতদুদ্দেশ্যে ঋণদানে বাধা-নিষেধ:** (১) শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানী উহার নিজস্ব শেয়ার অথবা উহা যে পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী সেই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না, যদি না উক্ত ক্রয়ের ফলশ্রুতিতে যে মূলধন হ্রাস হয় উহা ৫৯ হইতে ৭০ পর্যন্ত ধারাসমূহে বিধৃত পদ্ধতিতে কার্যকর এবং অনুমোদন করা হয়। ~~(২) শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় বিশিষ্ট কোন কোম্পানী, যাহা প্রাইভেট কোম্পানী নহে বা কোন পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী নহে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোন ঋণ, গ্যারান্টি বা জামানত বা অন্য কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে উহার নিজস্ব শেয়ার ক্রয় করিতে বা ক্রয় সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করিবে না :~~ ~~তবে শর্ত থাকে যে, যদি ঋণ প্রদান করা কোন কোম্পানীর সাধারণ ব্যবসার অংশ হয় তবে, উহার সাধারণ ব্যবসা চালাইতে থাকাকালে, উক্ত কোম্পানী যে ঋণ প্রদান করে উহা প্রদানের ব্যাপারে এই ধারার কোন কিছুই বাধা হইবে না।~~ (৩) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন কিছু করিলে, উক্ত কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দোষী, তিনিও অনধিক পাঁচ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৪) ধারা ১৫৪ এর অধীনে ইস্যুকৃত কোন অগ্রাধিকার শেয়ার পুনরুদ্ধার করার জন্য কোম্পানীর অধিকারকে এই ধারার কোন কিছুই ক্ষুণ্ন করিবে না।	ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দোষী, তিনিও অনধিক পাঁচ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৪) ধারা ১৫৪ এর অধীনে ইস্যুকৃত কোন অগ্রাধিকার শেয়ার পুনরুদ্ধার করার জন্য কোম্পানীর অধিকারকে এই ধারার কোন কিছুই ক্ষুণ্ন করিবে না। **৫৮ক। তালিকাভুক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিজস্ব শেয়ার ক্রয়:** (১) সংঘবিধিতে অনুমোদিত থাকিলে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এই ধারার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নিজস্ব শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে, যথা:- (ক) পরিষদের সুপারিশ রহিয়াছে; (খ) সাধারণ সভায় বিশেষ সিদ্ধান্তে অনুমোদিত হইয়াছে; (গ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গৃহীত হইয়াছে; (ঘ) পরিচালকগণ এই মর্মে লিখিত সলভেন্সি ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন যে, ক্রয়ের পরেও কোম্পানি পরবর্তী [বারো] মাসে উহার দায় পরিশোধে সক্ষম থাকিবে; (ঙ) ক্রয়ের অর্থ কেবল বণ্টনযোগ্য সঞ্চিতি, শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাব বা নতুন ইস্যুর আয় হইতে প্রদান করা হইবে; এবং (চ) ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত সকল শেয়ার সম্পূর্ণ পরিশোধিত। (২) কোনো অর্থবৎসরে ক্রয়ের মোট পরিমাণ ও ক্রয়-পরবর্তী আর্থিক অবস্থা নিম্নবর্ণিত ছয়টি মানদণ্ড একত্রে পূরণ করিবে, যথা:- (ক) অর্থের সীমা: ক্রয়ের মোট পরিমাণ কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও বণ্টনযোগ্য সঞ্চিতির যোগফলের [পঁচিশ] শতাংশ অতিক্রম করিবে না; (খ) মূলধনের সীমা: ক্রয়ের মোট পরিমাণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের [পঁচিশ] শতাংশ অতিক্রম করিবে না;	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(গ) ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত: ক্রয়ের অব্যবহিত পরে কোম্পানির (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একত্রীকৃত) ঋণ ও ইক্যুইটির অনুপাত [দুই:এক] অতিক্রম করিবে না; (ঘ) হিসাবের ভিত্তি: উপরিউক্ত হিসাব সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর ভিত্তিতে হইবে; উক্ত বিবরণীর তারিখ ক্রয়ের সিদ্ধান্তের তারিখের [ছয়] মাসের অধিক পূর্বের হইলে সর্বশেষ পর্যালোচিত অন্তর্বর্তী আর্থিক বিবরণী ব্যবহার করিতে হইবে; (ঙ) ন্যূনতম পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং: ক্রয়ের পরও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পাবলিক শেয়ারহোল্ডিং ও তালিকাভুক্তির অন্যান্য শর্ত বজায় থাকিবে; এবং (চ) অবশিষ্ট সঞ্চিতি: ক্রয়ের ফলে কোম্পানির বণ্টনযোগ্য সঞ্চিতি ঋণাত্মক হইবে না। **ব্যাখ্যা:** এই উপ-ধারায়- (অ) "ঋণ" বলিতে কোম্পানির সকল সুদবাহী দায় (জামানতপ্রাপ্ত ও জামানতবিহীন ঋণ, ওভারড্রাফট, ডিবেঞ্চার, বন্ড, ইজারা দায় এবং ঋণ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ অগ্রাধিকার শেয়ার) বুঝাইবে; বাণিজ্যিক দেনা (trade payables) ও কর-সংক্রান্ত দায় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; (আ) "ইক্যুইটি" বলিতে সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ও সকল সঞ্চিতির (সঞ্চিত মুনাফা, শেয়ার প্রিমিয়াম ও সাধারণ সঞ্চিতিসহ) যোগফল বুঝাইবে; পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ও অবাস্তবায়িত লাভ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না; (ই) "বণ্টনযোগ্য সঞ্চিতি" বলিতে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টনযোগ্য সঞ্চিত মুনাফা ও সাধারণ সঞ্চিতি বুঝাইবে; শেয়ার প্রিমিয়াম,	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি, মূলধন পুনঃপরিশোধ সঞ্চিতি ও অবাস্তবায়িত লাভ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। (৩) নিয়ন্ত্রক শেয়ারহোল্ডারের অপব্যবহার ও বাজার-কারসাজি রোধকল্পে- (ক) ক্রয় স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অথবা সকল সদস্যের নিকট সমানুপাতিক প্রস্তাবের (tender offer) মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে; (খ) পরিচালক, প্রধান ব্যবস্থাপনা কর্মী বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট হইতে ক্রয় কমিশনের নির্ধারিত শর্তে স্বতন্ত্র অনুমোদন ব্যতীত নিষিদ্ধ হইবে; (গ) কোম্পানির নিকট অপ্রকাশিত মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য থাকাকালে ক্রয় নিষিদ্ধ হইবে। (৪) ক্রয়ের সিদ্ধান্ত, পরিমাণ, মূল্য ও সময়সূচি এবং ক্রয়-পরবর্তী মূলধন-কাঠামো কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে। (৫) ক্রয়কৃত শেয়ার ক্রয় সম্পন্ন হইবার [সাত] দিনের মধ্যে বাতিল করিতে হইবে এবং সেই পরিমাণে পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হ্রাস পাইবে; বণ্টনযোগ্য সঞ্চিতি হইতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তৎপরিমাণ অর্থ মূলধন পুনঃপরিশোধ সঞ্চিতিতে স্থানান্তরিত হইবে। (৬) ক্রয়-সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে [বারো] মাসের মধ্যে ক্রয় সম্পন্ন করিতে হইবে; ক্রয় সম্পন্ন হইবার [ছয়] মাসের মধ্যে একই শ্রেণির শেয়ার নতুন করিয়া ইস্যু করা যাইবে না, বোনাস শেয়ার ও বিদ্যমান বাধ্যবাধকতা পূরণের ইস্যু ব্যতীত। (৭) এই ধারা লঙ্ঘন করিলে কোম্পানি অন্যূন [পাঁচ লক্ষ] টাকা এবং অনধিক [পঁচিশ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে এবং লঙ্ঘনের জন্য দায়ী প্রত্যেক	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		পরিচালক বা কর্মকর্তা অনধিক [ছয় মাস] কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক [পাঁচ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৪৬.	**৭১। বিশেষ শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের অধিকার:** (১) বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার বিভক্ত শেয়ার-মূলধন-বিশিষ্ট কোন কোম্পানীর সংঘস্মারকে বা সংঘবিধিতে যদি এইরূপ বিধান থাকে যে, কোন শ্রেণীর ইস্যুকৃত শেয়ারের ধারকগণের একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক সদস্যের সম্মতি সাপেক্ষে অথবা তাহাদের একটি পৃথক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, উক্ত শ্রেণীর শেয়ারের সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকারের পরিবর্তন করা যাইবে, এবং যদি তদানুসারে উক্ত শ্রেণীর শেয়ারের সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকার পরিবর্তন করা হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর ইস্যুকৃত মোট শেয়ারের অন্যূন শতকরা দশ ভাগ শেয়ারের ধারকগণ, যাহারা সম্মতি দান করেন নাই বা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দান করেন নাই তাহারা, উক্ত পরিবর্তন বাতিলের জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন; এবং এইরূপ কোন আবেদন করা হইলে আদালত কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিবর্তন কার্যকর হইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সম্মতি দানের তারিখ বা ক্ষেত্রমত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত উপ-ধারার উল্লেখিত আবেদন পেশ করিতে হইবে এবং আবেদন করার অধিকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে নিযুক্ত হইলে তাহাদের মধ্যে অনুরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি সকলের পক্ষে আবেদন পেশ করিতে পারিবেন। (৩) উক্তরূপ আবেদন করা হইলে, আবেদনকারীর বক্তব্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা শুনানী গ্রহণের জন্য আদালতের নিকট দরখাস্ত করেন এবং যাহারা আবেদনের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পর আদালত যদি বিষয়টির সর্বদিক বিবেচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্তরূপ আবেদনকারী যে শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতিনিধি, উক্ত পরিবর্তনের ফলে অন্যায়ভাবে সেই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে, তাহা হইলে আদালত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করিবে এবং অনুরূপভাবে সন্তুষ্ট না হইলে উক্ত পরিবর্তন অনুমোদন করিবে। (৪) উক্তরূপ আবেদনের উপর আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। (৫) উক্তরূপ আবেদনের উপর আদালতের কোন আদেশ কোম্পানীর প্রতি জারী হওয়ার পনের দিনের মধ্যে কোম্পানী উক্ত আদেশের একটি	**৭১। বিশেষ শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের অধিকার:** (১) বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ার বিভক্ত শেয়ার-মূলধন-বিশিষ্ট কোন কোম্পানীর সংঘস্মারকে বা সংঘবিধিতে যদি এইরূপ বিধান থাকে যে, কোন শ্রেণীর ইস্যুকৃত শেয়ারের ধারকগণের একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক সদস্যের সম্মতি সাপেক্ষে অথবা তাহাদের একটি পৃথক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, উক্ত শ্রেণীর শেয়ারের সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকারের পরিবর্তন করা যাইবে, এবং যদি তদানুসারে উক্ত শ্রেণীর শেয়ারের সহিত সংশ্লিষ্ট অধিকার পরিবর্তন করা হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর ইস্যুকৃত মোট শেয়ারের অন্যূন শতকরা দশ ভাগ শেয়ারের ধারকগণ, যাহারা সম্মতি দান করেন নাই বা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দান করেন নাই তাহারা, উক্ত পরিবর্তন বাতিলের জন্য আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন; এবং এইরূপ কোন আবেদন করা হইলে আদালত কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিবর্তন কার্যকর হইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সম্মতি দানের তারিখ বা ক্ষেত্রমত সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে উক্ত উপ-ধারার উল্লেখিত আবেদন পেশ করিতে হইবে এবং আবেদন করার অধিকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে নিযুক্ত হইলে তাহাদের মধ্যে অনুরূপ এক বা একাধিক ব্যক্তি সকলের পক্ষে আবেদন পেশ করিতে পারিবেন। (৩) উক্তরূপ আবেদন করা হইলে, আবেদনকারীর বক্তব্য এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা শুনানী গ্রহণের জন্য আদালতের নিকট দরখাস্ত করেন এবং যাহারা আবেদনের সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বলিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পর আদালত যদি বিষয়টির সর্বদিক বিবেচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্তরূপ আবেদনকারী যে শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতিনিধি, উক্ত পরিবর্তনের ফলে অন্যায়ভাবে সেই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইবে, তাহা হইলে আদালত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করিবে এবং অনুরূপভাবে সন্তুষ্ট না হইলে উক্ত পরিবর্তন অনুমোদন করিবে। (৪) উক্তরূপ আবেদনের উপর আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। (৫) উক্তরূপ আবেদনের উপর আদালতের কোন আদেশ কোম্পানীর প্রতি জারী হওয়ার পনের দিনের মধ্যে কোম্পানী উক্ত আদেশের একটি	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া দিবে; এবং এই বিধান পালনে ত্রুটি করা হইলে কোম্পানী অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে, এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি, জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে, এই ত্রুটি করিয়াছেন তিনিও একইরূপ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৬) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "পরিবর্তন" বলিতে "রহিত" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং "পরিবর্তিত" শব্দটি অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।	অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া দিবে; এবং এই বিধান পালনে ত্রুটি করা হইলে কোম্পানী অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা যাইবে, এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি, জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে, এই ত্রুটি করিয়াছেন তাহার উপরও একই হারে জরিমানা আরোপিত হইবে। (৬) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "পরিবর্তন" বলিতে "রহিত" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং "পরিবর্তিত" শব্দটি অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।	
৪৭.	**৭৫। সীমিতদায় কোম্পানীর অসীমিতদায়সম্পন্ন পরিচালক:** (১) সংঘস্মারকে বিধান করা হইলে, কোন সীমিতদায় কোম্পানীর পরিচালকগণের বা তাহাদের মধ্যে যে কোন সংখ্যক পরিচালকের দায় অসীমিত হইতে পারে। (২) কোন সীমিতদায় কোম্পানীতে কোন পরিচালকের দায় অসীমিত থাকিলে, উক্ত কোম্পানীর অন্যান্য পরিচালকগণের কেহ, যদি থাকেন, বা কোন সদস্য যদি কোন ব্যক্তিকে অসীমিতদায়সম্পন্ন পরিচালকের পদে নির্বাচন বা নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন, তবে তিনি উক্ত প্রস্তাবের সহিত একটি বিবৃতি সংযোজিত করিয়া দিবেন যে, উক্ত ব্যক্তির দায় অসীমিত হইবে; এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত পদের ভার গ্রহণের বা উক্ত পদে কার্য করার পূর্বে কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ বা কর্মকর্তাগণ অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোন একজন উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ দিয়া জানাইয়া দিবেন যে, তাহার দায় অসীমিত। (৩) যদি কোন পরিচালক বা সদস্য তাহার প্রস্তাবে উপ-ধারা (১) অনুসারে বিবৃতি সংযোজিত করিতে ব্যর্থ হন বা যদি কোম্পানীর কোন উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তা উক্ত উপ-ধারা অনুসারে নোটিশ দিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যর্থতার কারণে অনুরূপভাবে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা পূরণ করার জন্যও দায়ী থাকিবেন, তবে উক্ত ব্যর্থতার কারণে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের কোন ব্যতয় ঘটিবে না।	**৭৫। সীমিতদায় কোম্পানীর অসীমিতদায়সম্পন্ন পরিচালক:** (১) সংঘস্মারকে বিধান করা হইলে, কোন সীমিতদায় কোম্পানীর পরিচালকগণের বা তাহাদের মধ্যে যে কোন সংখ্যক পরিচালকের দায় অসীমিত হইতে পারে। (২) কোন সীমিতদায় কোম্পানীতে কোন পরিচালকের দায় অসীমিত থাকিলে, উক্ত কোম্পানীর অন্যান্য পরিচালকগণের কেহ, যদি থাকেন, বা কোন সদস্য যদি কোন ব্যক্তিকে অসীমিতদায়সম্পন্ন পরিচালকের পদে নির্বাচন বা নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন, তবে তিনি উক্ত প্রস্তাবের সহিত একটি বিবৃতি সংযোজিত করিয়া দিবেন যে, উক্ত ব্যক্তির দায় অসীমিত হইবে; এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত পদের ভার গ্রহণের বা উক্ত পদে কার্য করার পূর্বে কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ বা কর্মকর্তাগণ অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোন একজন উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ দিয়া জানাইয়া দিবেন যে, তাহার দায় অসীমিত। (৩) যদি কোন পরিচালক বা সদস্য তাহার প্রস্তাবে উপ-ধারা (১) অনুসারে বিবৃতি সংযোজিত করিতে ব্যর্থ হন বা যদি কোম্পানীর কোন উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তা উক্ত উপ-ধারা অনুসারে নোটিশ দিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক জরিমানা আরোপিত হইবে এবং উক্ত ব্যর্থতার কারণে অনুরূপভাবে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা পূরণ করার জন্যও দায়ী থাকিবেন, তবে উক্ত ব্যর্থতার কারণে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের কোন ব্যতয় ঘটিবে না।	
৪৮.	**৭৭। কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয় ও নাম:** (১) কোম্পানীর কার্যাবলী (business) আরম্ভ করার দিন অথবা উহা নিগমিত হওয়ার তারিখের পর অষ্টবিংশতিতম দিন, এই দুইয়ের মধ্যে যে দিন আগে হয় তাহা, হইতে উহার এমন একটি নিবন্ধিকৃত কার্যালয় থাকিবে যেখানে কোম্পানীর সহিত	**৭৭। কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয় ও নাম:** (১) কোম্পানীর কার্যাবলী (business) আরম্ভ করার দিন অথবা উহা নিগমিত হওয়ার তারিখের পর অষ্টবিংশতিতম দিন, এই দুইয়ের মধ্যে যে দিন আগে হয় তাহা, হইতে উহার এমন একটি নিবন্ধিকৃত কার্যালয় থাকিবে যেখানে কোম্পানীর	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	সকল পত্র যোগাযোগ ও উহার নিকট সকল নোটিশ প্রেরণ করা যায়। (২) নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের অবস্থান এবং উহার কোন পরিবর্তন সম্পর্কে কোম্পানী, উহার নিগমিত হওয়ার বা ক্ষেত্রমত পরিবর্তনের তারিখ হইতে আটাশ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট নোটিশ প্রদান করিবে এবং তিনি উহা লিপিবদ্ধ করিবেন। (৩) কোন কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণীতে উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানার পরিবর্তনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও তাহা দ্বারা এই ধারার অধীন আরোপিত দায়িত্ব পালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। (৪) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধানাবলী পালন না করিয়া উহার কার্যাবলী পরিচালনা করিলে, উক্তরূপে কার্যাবলী পরিচালনাকালীন সময়ের প্রত্যেক দিনের জন্য, উক্ত কোম্পানী অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।	সহিত সকল পত্র যোগাযোগ ও উহার নিকট সকল নোটিশ প্রেরণ করা যায়। (২) নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের অবস্থান এবং উহার কোন পরিবর্তন সম্পর্কে কোম্পানী, উহার নিগমিত হওয়ার বা ক্ষেত্রমত পরিবর্তনের তারিখ হইতে আটাশ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট নোটিশ প্রদান করিবে এবং তিনি উহা লিপিবদ্ধ করিবেন। (৩) কোন কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণীতে উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানার পরিবর্তনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও তাহা দ্বারা এই ধারার অধীন আরোপিত দায়িত্ব পালিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। (৪) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধানাবলী পালন না করিয়া উহার কার্যাবলী পরিচালনা করিলে, উক্তরূপে কার্যাবলী পরিচালনাকালীন সময়ের প্রত্যেক দিনের জন্য, রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।	
৪৯.	৭৮। **সীমিতদায় কোম্পানীর নাম প্রকাশ:** প্রত্যেক সীমিতদায় কোম্পানী- (ক) উহার প্রত্যেক কার্যালয়ের সম্মুখস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং উহার কার্যাবলী পরিচালনা করা হয় এইরূপ প্রতিটি অবস্থানের সম্মুখস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে সহজে দৃশ্যমান অবস্থায় এবং সহজপাঠ্য বাংলা বা ইংরেজী অক্ষরে কোম্পানীর নাম এবং নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা রং দ্বারা অংকিত করিয়া বা ফলকে লিখিয়া দিবে এবং উক্তরূপে উহার নাম অংকিত অথবা নামের ফলক লাগাইয়া রাখিবে; 8[***] (গ) সকল বিল শিরোনামে, চিঠির কাগজে, নোটিশে, বিজ্ঞাপনে ও কোম্পানীর অন্যান্য দাপ্তরিক প্রকাশনীতে এবং সকল বিনিময় বিলে (Bill of exchange), হুন্ডিতে প্রমিসরি নোটে, পৃষ্ঠাংকনে (Endorsement), চেকে, এবং কোম্পানী কর্তৃক বা কোম্পানীর পক্ষে স্বাক্ষরিতব্য অর্থ বা পণ্য প্রদান আদেশে, এবং সকল পার্সেল-বিলে কোম্পানীর ইনভয়েসে, প্রাপ্তি রশিদ ও লেটার অব ক্রেডিটে কোম্পানীর নাম ও নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা সহজপাঠ্যভাবে বাংলা বা ইংরেজী অক্ষেরে উল্লখিত রাখিবে।	৭৮। **সীমিতদায় কোম্পানীর নাম প্রকাশ:** প্রত্যেক সীমিতদায় কোম্পানী- (ক) উহার প্রত্যেক কার্যালয়ের সম্মুখস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে এবং উহার কার্যাবলী পরিচালনা করা হয় এইরূপ প্রতিটি অবস্থানের সম্মুখস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে সহজে দৃশ্যমান অবস্থায় এবং সহজপাঠ্য বাংলা বা ইংরেজী অক্ষরে কোম্পানীর নাম এবং নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা রং দ্বারা অংকিত করিয়া বা ফলকে লিখিয়া দিবে এবং উক্তরূপে উহার নাম অংকিত অথবা নামের ফলক লাগাইয়া রাখিবে; 8[***] (গ) সকল বিল শিরোনামে, চিঠির কাগজে, নোটিশে, বিজ্ঞাপনে ও কোম্পানীর অন্যান্য দাপ্তরিক প্রকাশনীতে এবং সকল বিনিময় বিলে (Bill of exchange), হুন্ডিতে প্রমিসরি নোটে, পৃষ্ঠাংকনে (Endorsement), চেকে, এবং কোম্পানী কর্তৃক বা কোম্পানীর পক্ষে স্বাক্ষরিতব্য অর্থ বা পণ্য প্রদান আদেশে, এবং সকল পার্সেল-বিলে কোম্পানীর ইনভয়েসে, প্রাপ্তি রশিদ ও লেটার অব ক্রেডিটে কোম্পানীর নাম ও নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা সহজপাঠ্যভাবে বাংলা বা ইংরেজী অক্ষেরে উল্লখিত রাখিবে। (ঘ) প্রত্যেক কোম্পানির একটি ওয়েবসাইট থাকিতে হইবে। ওয়েবসাইটে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ থাকিবে;- ১. কোম্পানি নাম, নিবন্ধন নম্বর, নিবন্ধনের তারিখ; ৩. কোম্পানির নিবন্ধিত ঠিকানা, শাখা, কারখানার পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা;	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		২. কোম্পানি অনুমোদিত মূলধনের বিবরণ; ৩. কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের বিবরণ; ৪. কোম্পানির পরিচালকের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি; ৫. কোম্পানির ঋণের বিবরণ; ৬. কোম্পানির কার্যাবলীর বিবরণ প্রভৃতি।	
৫০.	**৭৯। নাম প্রকাশ না করার দণ্ড:** (১) কোন সীমিতদায় কোম্পানী ধারা ৭৮(ক) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে, ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, উহা অনধিক পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা অব্যাহত থাকিতে দেন তিনিও, একইরূপে অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। (২) যদি কোন সীমিতদায় কোম্পানীর কোন কর্মকর্তা বা উহার পক্ষে কোন ব্যক্তি- 9[***] (খ) এমন কোন বিল, শিরোনাম, চিঠির কাগজ, নোটিশ, বিজ্ঞাপন বা কোম্পানীর অন্য কোন দাপ্তরিক প্রকাশনা ক্ষেত্রমত ব্যবহার বা ইস্যু বা প্রকাশ করেন বা তাহা করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন, অথবা যদি এমন কোন বিনিময়-বিল, হুন্ডি, প্রমিসরি নোট, পৃষ্ঠাংকন, চেক কিংবা অর্থ বা পণ্য প্রদান আদেশে স্বাক্ষর করেন বা উক্ত কোম্পানীর পক্ষে স্বাক্ষর করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন, কিংবা যদি এমন কোন পার্সেল-বিল, ইনভয়েস, প্রাপ্তি-রশিদ বা কোম্পানীর লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করেন বা ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান করেন, যাহাতে ধারা ৭৮(গ) অনুসারে কোম্পানীর নাম ও নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানার উল্লেখ না থাকে তবে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, এবং কোম্পানী উক্ত অর্থ যথাসময়ের পরিশোধ না করিলে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরূপ কোন বিনিময়-বিল, হুন্ডি, প্রমিসরি নোট, চেক বা আদেশের ধারকের নিকট ঐগুলিতে উল্লেখিত অর্থের জন্য দায়ী থাকিবেন।	**৭৯। নাম প্রকাশ না করার দণ্ড:** (১) কোন সীমিতদায় কোম্পানী ধারা ৭৮(ক) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে, ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা অব্যাহত থাকিতে দেন রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে। (২) যদি কোন সীমিতদায় কোম্পানীর কোন কর্মকর্তা বা উহার পক্ষে কোন ব্যক্তি- 9[***] (খ) এমন কোন বিল, শিরোনাম, চিঠির কাগজ, নোটিশ, বিজ্ঞাপন বা কোম্পানীর অন্য কোন দাপ্তরিক প্রকাশনা ক্ষেত্রমত ব্যবহার বা ইস্যু বা প্রকাশ করেন বা তাহা করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন, অথবা যদি এমন কোন বিনিময়-বিল, হুন্ডি, প্রমিসরি নোট, পৃষ্ঠাংকন, চেক কিংবা অর্থ বা পণ্য প্রদান আদেশে স্বাক্ষর করেন বা উক্ত কোম্পানীর পক্ষে স্বাক্ষর করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন, কিংবা যদি এমন কোন পার্সেল-বিল, ইনভয়েস, প্রাপ্তি-রশিদ বা কোম্পানীর লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করেন বা ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান করেন, যাহাতে ধারা ৭৮(গ) অনুসারে কোম্পানীর নাম ও নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ের ঠিকানার উল্লেখ না থাকে তবে রেজিস্ট্রার এক হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে এবং কোম্পানী উক্ত অর্থ যথাসময়ের পরিশোধ না করিলে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরূপ কোন বিনিময়-বিল, হুন্ডি, প্রমিসরি নোট, চেক বা আদেশের ধারকের নিকট ঐগুলিতে উল্লেখিত অর্থের জন্য দায়ী থাকিবেন।	
৫১.	**৮০। অনুমোদিত, প্রতিশ্রুত (subscribed) ও পরিশোধিত মূলধনের উল্লেখ:** (১) কোম্পানীর কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন দাপ্তরিক প্রকাশনায় কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে উক্ত নোটিশ, বিজ্ঞাপন বা অন্যবিধ দাপ্তরিক প্রকাশনায় কোম্পানীর প্রতিশ্রুত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধন সমভাবে লতগণীয় স্থানে এবং	**৮০। অনুমোদিত, প্রতিশ্রুত (subscribed) ও পরিশোধিত মূলধনের উল্লেখ:** (১) কোম্পানীর কোন নোটিশ, বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন দাপ্তরিক প্রকাশনায় কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে উক্ত নোটিশ, বিজ্ঞাপন বা অন্যবিধ দাপ্তরিক প্রকাশনায় কোম্পানীর প্রতিশ্রুত মূলধন এবং পরিশোধিত মূলধন সমভাবে লক্ষনীয় স্থানে এবং	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	সমান আকারে উল্লেখিত থাকিতে হইবে। (২) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত ব্যর্থতার অংশীদার তিনিও, অনধিক পাঁচ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সমান আকারে উল্লেখিত থাকিতে হইবে। (২) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত ব্যর্থতার অংশীদার তিনিও, রেজিস্ট্রার অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।	
৫২.	**৮১। বার্ষিক সাধারণ সভাঃ** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার অন্যান্য সভা ছাড়াও প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা-বৎসরে ইহার বার্ষিক সাধারণ সভা হিসাবে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং উক্ত সভা আহ্বানের নোটিশে উহাকে বার্ষিক সাধারণ সভা বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে; এবং কোন কোম্পানির একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ এবং উহার পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ব্যবধান পনের মাসের অধিক হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানি নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে অনধিক আঠারো মাস সময়ের মধ্যে উহার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং যদি এইরূপ সাধারণ সভা উক্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে নিগমিত হওয়ার বৎসরে বা উহার পরবর্তী বৎসরে উক্ত কোম্পানির অন্য কোন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হইবে না : আরও শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলে, রেজিষ্ট্রার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় অনধিক নব্বই দিন অথবা যে পঞ্জিকা বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই দুই মেয়াদের যাহা প্রথমে হয় সেই মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।	**৮১। বার্ষিক সাধারণ সভাঃ** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার অন্যান্য সভা ছাড়াও প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা-বৎসরে ইহার বার্ষিক সাধারণ সভা হিসাবে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং উক্ত সভা আহ্বানের নোটিশে উহাকে বার্ষিক সাধারণ সভা বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে; এবং কোন কোম্পানির একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ এবং উহার পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ব্যবধান পনের মাসের অধিক হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানি নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে অনধিক আঠারো মাস সময়ের মধ্যে উহার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং যদি এইরূপ সাধারণ সভা উক্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে নিগমিত হওয়ার বৎসরে বা উহার পরবর্তী বছরে উক্ত কোম্পানির অন্য কোন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হইবে না : আরও শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলে, রেজিষ্ট্রার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় অনধিক নব্বই দিন অথবা যে পঞ্জিকা বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই দুই মেয়াদের যাহা প্রথমে হয় সেই মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।	ধারা ৮১-এর বর্তমান বিধান অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সময় বৃদ্ধির জন্য রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে হয়। অপরদিকে, ধারা ১৮৩-এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সময় বৃদ্ধির আবেদন করার বিধান থাকায় উভয় ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। সেই কারণে ধারা ৮১-এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পূর্ববর্তী ৩০ দিনের পরিবর্তে সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করার সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত, নিরীক্ষা সম্পন্ন, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন, সদস্যদের নোটিশ প্রদান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এসব কার্যক্রমে অনিবার্য বিলম্ব ঘটিলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সাধারণ সভা আয়োজন করা কোম্পানির জন্য জটিল ও ব্যয়বহুল হইতে পারে। ফলে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করার সুযোগ থাকিলে কোম্পানি প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া সভা আয়োজনের

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			সুযোগ পাইবে। তদুপরি, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা বা সময় বৃদ্ধির বিষয়টি যদি যথাযথ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রেজিস্ট্রারের পরিবর্তে সরকারের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুযোগ রাখা হয়, তাহা হইলে কোম্পানিকে অপ্রয়োজনীয় সময়, ব্যয় ও যাতায়াতের ঝামেলা হইতে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হইবে এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। ইহাতে একদিকে কোম্পানির কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত হইবে, অন্যদিকে অনিবার্য কারণে সৃষ্ট বিলম্বের ক্ষেত্রে কোম্পানির জন্য বাস্তবসম্মত প্রতিকারের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।
৫৩.	**৮২। ধারা ৮১ এর বিধান পালনে ব্যর্থতার দন্ড:** ধারা ৮১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন কোম্পানী উহার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে কিংবা উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রদত্ত আদালতের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও অনধিক দশ হাজার টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং এইরূপ ব্যর্থতা চলিতে থাকিলে, উহা চলিত থাকাকালীন সময়ের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য কোম্পানী ও উক্ত কর্মকর্তা উভয়েই অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**৮২। ধারা ৮১ এর বিধান পালনে ব্যর্থতার জরিমানা:** ধারা ৮১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন কোম্পানী উহার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে কিংবা উক্ত ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে প্রদত্ত আদালতের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তাহার উপর অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হইবে এবং এইরূপ ব্যর্থতা চলিতে থাকিলে, উহা চলিত থাকাকালীন সময়ের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য কোম্পানী ও উক্ত কর্মকর্তা উভয়েই অনধিক পাঁচশত টাকা করিয়া জরিমানা প্রদান করিবেন।	
৫৪.	**৮৩। সংবিধিবদ্ধ সভা (Statutory meeting) ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনঃ** (৬) কোম্পানির সদস্যগণের নিকট সংঘবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রেরিত হওয়ার পর, পরিচালক পরিষদ এই ধারানুযায়ী প্রত্যয়নকৃত উক্ত প্রতিবেদন নিবন্ধনের জন্য উহার একটি অনুলিপি অবিলম্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবে।	**৮৩। সংবিধিবদ্ধ সভা (Statutory meeting) ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনঃ** (৬) কোম্পানির সদস্যগণের নিকট সংঘবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রেরিত হওয়ার পর, পরিচালক পরিষদ এই ধারানুযায়ী প্রত্যয়নকৃত উক্ত প্রতিবেদন নিবন্ধনের জন্য উহার একটি অনুলিপি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে।	সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন দাখিলের সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।
৫৫.	**৮৫। সভা ও ভোট সম্পর্কিত বিধানঃ** (১) কোম্পানির সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানির সভা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী	**৮৫। সভা ও ভোট সম্পর্কিত বিধানঃ** (১) কোম্পানির সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানির সভা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী	প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক/ডিজিটাল পদ্ধতিতে নোটিশ জারিকে আইনী অর্ন্তভুক্তকরণ।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কার্যকর থাকিবে যথা :- (ক) অন্যুন [একুশ] দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভা কিংবা কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একুশ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে : (খ) যে পদ্ধতিতে তফসিল-১ অনুসারে নোটিশ দিতে হয় সেই পদ্ধতিতে প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানির সভার নোটিশ দিতে হইবে এবং [সভার স্থান, সময়, তারিখ এবং] সম্পাদিতব্য কার্যাদির বিবরণ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে; তবে দৈবক্রমে বা ভুলবশতঃ কোন সদস্যকে নোটিশ দেওয়া না হইলে কিংবা কোন সদস্য নোটিশ না পাইলে তজ্জন্য উক্ত সভার কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না;	কার্যকর থাকিবে যথা :- (ক) অন্যুন [একুশ] দিনের লিখিত এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নোটিশ দিয়া কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভা কিংবা কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একুশ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে : (খ) যে পদ্ধতিতে তফসিল-১ অনুসারে নোটিশ দিতে হয় সেই পদ্ধতিতে এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানির সভার নোটিশ দিতে হইবে এবং [সভার স্থান, সময়, তারিখ এবং] সম্পাদিতব্য কার্যাদির বিবরণ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে; তবে দৈবক্রমে বা ভুলবশতঃ কোন সদস্যকে নোটিশ দেওয়া না হইলে কিংবা কোন সদস্য নোটিশ না পাইলে তজ্জন্য উক্ত সভার কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না; **তবে,** (১) কোম্পানির সংঘবিধিতে নিষেধ না থাকিলে, পরিষদের সভা, সাধারণ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা শারীরিক, ভার্চুয়াল বা হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। (২) ভার্চুয়াল বা হাইব্রিড সভায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি উপস্থিত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কোরামে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। (৩) সভার নোটিশে অংশগ্রহণের পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত সংযোগ-তথ্য এবং ই-ভোটিং এর নির্দেশনা উল্লেখ থাকিবে। (৪) সভার কার্যবিবরণী ইলেকট্রনিক রূপে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে সভার অডিও বা ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।	
৫৬.	**৮৫। সভা ও ভোট সম্পর্কিত বিধান:** (১) কোম্পানীর সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানীর সভা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে যথা :- (ক) অন্যুন [একুশ] দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভা কিংবা কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একুশ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে :	**৮৫। সভা ও ভোট সম্পর্কিত বিধান:** (১) কোম্পানীর সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানীর সভা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে যথা :- (ক) অন্যুন [একুশ] দিনের লিখিত এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নোটিশ দিয়া কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভা কিংবা কোন বিশেষ	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ লিখিতভাবে সম্মতি দান করিলে উক্ত সময় অপেতগা স্বল্প সময়ের নোটিশেও সভা আহ্বান করা যাইবে, যথা :- (অ) বার্ষিক সাধারণ সভার তেগত্রে, উক্ত সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং উহাতে ভোট প্রদানের অধিকারী সকল সদস্য; এবং (আ) অন্য যে কোন সভার তেগত্রে, কোম্পানীটি শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানী হইলে উহার ঐ সকল সদস্য, যাহারা কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের এমন সংখ্যক শেয়ারের ধারক যে তাহারা উক্ত সভায় কোম্পানীর অন্যূন শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী, অথবা কোম্পানীর কোন শেয়ার-মূলধন না থাকিলে, ঐ সকল সদস্য, যাহারা সেই সভায় প্রয়োগযোগ্য মোট ভোটদান ক্ষমতার অন্যূন শতকরা পঁচানব্বই ভাগের অধিকারী; (খ) যে পদ্ধতিতে তফসিল-১ অনুসারে নোটিশ দিতে হয় সেই পদ্ধতিতে প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানীর সভার নোটিশ দিতে হইবে এবং 2[সভার স্থান, সময়, তারিখ এবং] সম্পাদিতব্য কার্যাদির বিবরণ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে; তবে দৈবক্রমে বা ভুলবশতঃ কোন সদস্যকে নোটিশ দেওয়া না হইলে কিংবা কোন সদস্য নোটিশ না পাইলে তজ্জন্য উক্ত সভার কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না; (গ) সভায় ব্যক্তিগত বা প্রক্সির মাধ্যমে উপস্থিত পাঁচজন সদস্য, অথবা উক্ত সভার চেয়ারম্যান, অথবা ভোটাধিকার আছে এমন ইস্যুকৃত শেয়ার-মূলধনের অন্যূন এক-দশমাংশের ধারক সদস্য বা সদস্যগণ আনুমানিক ভোট গ্রহণের দাবী করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে, সাতজনের অধিক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকিলে, একজন সদস্য বা সাতজনের অধিক সংখ্যক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে, দুইজন সদস্য ভোট গ্রহণের দাবী করিতে পারিবেন; (ঘ) প্রক্সি নিয়োগপত্র তফসিল-১ এর প্রবিধান ৬৮তে বর্ণিত ছকে তৈরী করা হইলে, তৎসম্পর্কে শুধু এই কারণে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না যে, উহা প্রক্সি নিয়োগপত্র সংক্রান্ত সংঘবিধির কোন বিশেষ শর্ত পূরণ করে না; (ঙ) কোন শেয়ার হোল্ডার, যাহার নাম কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তিনি, একই শ্রেণীর অন্যান্য শেয়ার হোল্ডার যে রূপ অধিকার ভোগ এবং দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন, তদরূপ একই	সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একুশ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে : তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ লিখিতভাবে সম্মতি দান করিলে উক্ত সময় অপেতগা স্বল্প সময়ের নোটিশেও সভা আহ্বান করা যাইবে, যথা :- (অ) বার্ষিক সাধারণ সভার তেগত্রে, উক্ত সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং উহাতে ভোট প্রদানের অধিকারী সকল সদস্য; এবং (আ) অন্য যে কোন সভার তেগত্রে, কোম্পানীটি শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানী হইলে উহার ঐ সকল সদস্য, যাহারা কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের এমন সংখ্যক শেয়ারের ধারক যে তাহারা উক্ত সভায় কোম্পানীর অন্যূন শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী, অথবা কোম্পানীর কোন শেয়ার-মূলধন না থাকিলে, ঐ সকল সদস্য, যাহারা সেই সভায় প্রয়োগযোগ্য মোট ভোটদান ক্ষমতার অন্যূন শতকরা পঁচানব্বই ভাগের অধিকারী; (খ) যে পদ্ধতিতে তফসিল-১ অনুসারে নোটিশ দিতে হয় সেই পদ্ধতিতে এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানির সভার নোটিশ দিতে হইবে এবং [সভার স্থান, সময়, তারিখ এবং] সম্পাদিতব্য কার্যাদির বিবরণ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে; তবে দৈবক্রমে বা ভুলবশতঃ কোন সদস্যকে নোটিশ দেওয়া না হইলে কিংবা কোন সদস্য নোটিশ না পাইলে তজ্জন্য উক্ত সভার কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না; (গ) সভায় ব্যক্তিগত বা প্রক্সির মাধ্যমে উপস্থিত পাঁচজন সদস্য, অথবা উক্ত সভার চেয়ারম্যান, অথবা ভোটাধিকার আছে এমন ইস্যুকৃত শেয়ার-মূলধনের অন্যূন এক-দশমাংশের ধারক সদস্য বা সদস্যগণ আনুমানিক ভোট গ্রহণের দাবী করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে, সাতজনের অধিক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকিলে, একজন সদস্য বা সাতজনের অধিক সংখ্যক সদস্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিলে, দুইজন সদস্য ভোট গ্রহণের দাবী করিতে পারিবেন; (ঘ) প্রক্সি নিয়োগপত্র তফসিল-১ এর প্রবিধান ৬৮তে বর্ণিত ছকে তৈরী করা হইলে, তৎসম্পর্কে শুধু এই কারণে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না যে, উহা প্রক্সি নিয়োগপত্র সংক্রান্ত সংঘবিধির কোন বিশেষ শর্ত পূরণ করে না; (ঙ) কোন শেয়ার হোল্ডার, যাহার নাম কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	অধিকার ভোগ এবং দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন 3[; (চ) বিশেষ সাধারণ সভায় (Extraordinary General Meeting) গৃহীত সকল কার্যক্রম বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, ডিভিডেন্ড মঞ্জুরি, বোনাস শেয়ার, অডিট রিপোর্ট অনুমোদন, পরিচালক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, পরিচালক পদে পর্যায়ক্রমিক অবসর এবং অডিটরগণের পারিশ্রমিক নির্ধারণ বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না; (ছ) বিশেষ সাধারণ সভায় আলোচ্য কোন বিশেষ এজেন্ডা যদি কোন দলিল দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উহা পরিদর্শনের সময় ও স্থান নোটিশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং (জ) ন্যূনতম ৫% শেয়ার মূলধনের অধিকারী শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানীর এজিএম/বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচি (Agenda) প্রস্তাব করিতে পারিবেন।] (২) কোম্পানীর সংঘবিধিতে এতদ্‌সম্পর্কে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা :- (ক) দুই বা ততোধিক সদস্য যাহারা মোট পরিশোধিত মূলধনের এক দশমাংশের অধিকারী বা যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন শেয়ার মূলধন না থাকে সে ক্ষেত্রে মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন পাঁচ শতাংশ সদস্য কোম্পানীর সভা আহ্বান করিতে পারিবে; (খ) প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ছয় জনের অধিক না হইলে দুই জন সদস্যের এবং সদস্য সংখ্যা ছয় জনের অধিক হইলে তিনজন সদস্যের এবং অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে; (গ) কোন সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত যে কোন সদস্যই উক্ত সভার চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন; (ঘ) যে কোম্পানীর শুরু হইতে শেয়ার মূলধন রহিয়াছে সেই কোম্পানীর তেগত্রে, প্রতিটি শেয়ার বা প্রতি একশত টাকার ষ্টকের জন্য প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে, এবং অন্য যে কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে; (ঙ) ভোটাভুটির তেগত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাইবে; (চ) প্রক্সি নিয়োগকারী তাহার নিজ হাতে প্রক্সি নিয়োগপত্রে স্বাতগর করিবেন অথবা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এটর্নী উহাতে	বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তিনি, একই শ্রেণীর অন্যান্য শেয়ার হোল্ডার যে রূপ অধিকার ভোগ এবং দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন, তদরূপ একই অধিকার ভোগ এবং দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন 3[; (চ) বিশেষ সাধারণ সভায় (Extraordinary General Meeting) গৃহীত সকল কার্যক্রম বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, ডিভিডেন্ড মঞ্জুরি, বোনাস শেয়ার, অডিট রিপোর্ট অনুমোদন, পরিচালক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, পরিচালক পদে পর্যায়ক্রমিক অবসর এবং অডিটরগণের পারিশ্রমিক নির্ধারণ বিশেষ কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে না; (ছ) বিশেষ সাধারণ সভায় আলোচ্য কোন বিশেষ এজেন্ডা যদি কোন দলিল দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উহা পরিদর্শনের সময় ও স্থান নোটিশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং (জ) ন্যূনতম ৫% শেয়ার মূলধনের অধিকারী শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানীর এজিএম/বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচি (Agenda) প্রস্তাব করিতে পারিবেন।] (২) কোম্পানীর সংঘবিধিতে এতদ্‌সম্পর্কে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা :- (ক) দুই বা ততোধিক সদস্য যাহারা মোট পরিশোধিত মূলধনের এক দশমাংশের অধিকারী বা যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন শেয়ার মূলধন না থাকে সে ক্ষেত্রে মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন পাঁচ শতাংশ সদস্য কোম্পানীর সভা আহ্বান করিতে পারিবে; (খ) প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা ছয় জনের অধিক না হইলে দুই জন সদস্যের এবং সদস্য সংখ্যা ছয় জনের অধিক হইলে তিনজন সদস্যের এবং অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে; (গ) কোন সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত যে কোন সদস্যই উক্ত সভার চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন; (ঘ) যে কোম্পানীর শুরু হইতে শেয়ার মূলধন রহিয়াছে সেই কোম্পানীর তেগত্রে, প্রতিটি শেয়ার বা প্রতি একশত টাকার ষ্টকের জন্য প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে, এবং অন্য যে কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে; (ঙ) ভোটাভুটির তেগত্রে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রক্সির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাইবে;	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	স্বাতগর করিবেন অথবা, নিয়োগকর্তা কোন কোম্পানী বা অন্যবিধ নিগমিত সংস্থা হইলে প্রক্সি নিয়োগপত্রে উহার তগমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তগমতাপ্রাপ্ত এটর্নীর স্বাক্ষর থাকিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৮ এর অধীনে গঠিত কোন সমিতি এবং ধারা ২৯ এর অধীন গঠিত গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় বিশিষ্ট কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রক্সি নিয়োগ করা যাইবে না; এবং (ছ) প্রক্সি কোম্পানীর সদস্য হইতে বা নাও হইতে পারেন। (৩) যদি অনুমোদনযোগ্য কোন পদ্ধতিতেই কোন সভা আহ্বান করা সম্ভব না হয় অথবা যদি সংঘবিধি বা এই আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানীর সভা পরিচালনা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আদালত, উহার নিজ উদ্যোগে অথবা উক্ত সভায় ভোটদানের অধিকারী হইবেন কোম্পানীর এইরূপ কোন পরিচালক বা সদস্যের আবেদনক্রমে, যে পদ্ধতি উপযুক্ত মনে করিবে সেই পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানীর সভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য আদেশ দিতে পারিবে; এবং এই আদেশ দানের ক্ষেত্রে , আদালত সমীচীন মনে করিলে যে কোন আনুষংগিক বা অনুবর্তী আদেশ দান করিতে পারিবে; এবং এইরূপ কোন আদেশ অনুসারে কোন সভা আহুত, অনুষ্ঠিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকিলে, উক্ত সভা সকল উদ্দেশ্যে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক আহুত, অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত সভা বলিয়া গণ্য হইবে।	(চ) প্রক্সি নিয়োগকারী তাহার নিজ হাতে প্রক্সি নিয়োগপত্রে স্বাতগর করিবেন অথবা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এটর্নী উহাতে স্বাতগর করিবেন অথবা, নিয়োগকর্তা কোন কোম্পানী বা অন্যবিধ নিগমিত সংস্থা হইলে প্রক্সি নিয়োগপত্রে উহার তগমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তগমতাপ্রাপ্ত এটর্নীর স্বাক্ষর থাকিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৮ এর অধীনে গঠিত কোন সমিতি এবং ধারা ২৯ এর অধীন গঠিত গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় বিশিষ্ট কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রক্সি নিয়োগ করা যাইবে না; এবং (ছ) প্রক্সি কোম্পানীর সদস্য হইতে বা নাও হইতে পারেন। (৩) যদি অনুমোদনযোগ্য কোন পদ্ধতিতেই কোন সভা আহ্বান করা সম্ভব না হয় অথবা যদি সংঘবিধি বা এই আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানীর সভা পরিচালনা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে রেজিস্ট্রার, তাহার নিজ উদ্যোগে অথবা উক্ত সভায় ভোটদানের অধিকারী হইবেন কোম্পানীর এইরূপ কোন পরিচালক বা সদস্যের আবেদনক্রমে, যে পদ্ধতি উপযুক্ত মনে করিবে সেই পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানীর সভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য নোটিশ দিতে পারিবে; এবং এই নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে , রেজিস্ট্রার সমীচীন মনে করিলে যে কোন আনুষংগিক বা অনুবর্তী নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে; এবং এইরূপ কোন নোটিশ অনুসারে কোন সভা আহুত, অনুষ্ঠিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকিলে, উক্ত সভা সকল উদ্দেশ্যে উক্ত কোম্পানী কর্তৃক আহুত, অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত সভা বলিয়া গণ্য হইবে।	
৫৭.	**৮৮। বিশেষ ও অসাধারণ সিদ্ধান্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল:** (১) প্রত্যেক বিশেষ এবং অসাধারণ সিদ্ধান্তের অনুলিপি, উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে মুদ্রিত বা টাইপ করিয়া লইতে হইবে এবং উহা কোম্পানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে যথাযথভাবে প্রত্যয়নপূর্বক রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং তিনি উহা নথিভুক্ত করিবেন। (২) কোম্পানীর সংঘবিধি নিবন্ধিকৃত হইয়া থাকিলে, আপাততঃ বলবৎ প্রতিটি বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি সিদ্ধান্তের তারিখের পর ইস্যুকৃত সংঘবিধি প্রতিটি অনুলিপির অন্তর্ভূক্ত বা উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। (৩) কোম্পানীর সংঘবিধি নিবন্ধিকৃত না হইয়া থাকিলে, প্রতিটি বিশেষ	**৮৮। বিশেষ ও অসাধারণ সিদ্ধান্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল:** (১) প্রত্যেক বিশেষ এবং অসাধারণ সিদ্ধান্তের অনুলিপি, উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে মুদ্রিত বা টাইপ করিয়া লইতে হইবে এবং উহা কোম্পানীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে যথাযথভাবে প্রত্যয়নপূর্বক রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং তিনি উহা নথিভুক্ত করিবেন। (২) কোম্পানীর সংঘবিধি নিবন্ধিকৃত হইয়া থাকিলে, আপাততঃ বলবৎ প্রতিটি বিশেষ সিদ্ধান্তের অনুলিপি সিদ্ধান্তের তারিখের পর ইস্যুকৃত সংঘবিধি প্রতিটি অনুলিপির অন্তর্ভূক্ত বা উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। (৩) কোম্পানীর সংঘবিধি নিবন্ধিকৃত না হইয়া থাকিলে, প্রতিটি বিশেষ	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	সিদ্ধান্তের মুদ্রিত অনুলিপি যে কোন সদস্যের অনুরোধে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে অথবা কোম্পানীর নির্দেশে তদপেক্ষা কম টাকার বিনিময়ে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। (৪) যদি কোন কোম্পানী উহার কোন বিশেষ বা অসাধারণ সিদ্ধান্তের অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট উপ-ধারা (১) অনুসারে দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতা চলাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য ঐ কোম্পানী অনধিক একশত টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে। (৫) যদি কোন কোম্পানী উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে যে কয়টি অনুলিপির ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যর্থতা ঘটিয়াছে সেই কয়টির প্রত্যেকটি অনুলিপির জন্য উক্ত কোম্পানী অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে। (৬) কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধারার বিধানাবলীর লংঘন অনুমোদন করেন বা উহা চলিতে দেন তিনি, এই ধারার সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর উপর যে দন্ড আরোপ করা যায় সেই একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সিদ্ধান্তের মুদ্রিত অনুলিপি যে কোন সদস্যের অনুরোধে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে অথবা কোম্পানীর নির্দেশে তদপেক্ষা কম টাকার বিনিময়ে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। (৪) যদি কোন কোম্পানী উহার কোন বিশেষ বা অসাধারণ সিদ্ধান্তের অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট উপ-ধারা (১) অনুসারে দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতা চলাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে। (৫) যদি কোন কোম্পানী উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে যে কয়টি অনুলিপির ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যর্থতা ঘটিয়াছে সেই কয়টির প্রত্যেকটি অনুলিপির জন্য উক্ত কোম্পানী অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে। (৬) কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধারার বিধানাবলীর লংঘন অনুমোদন করেন বা উহা চলিতে দেন তিনি, এই ধারার সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর উপর যে দন্ড আরোপ করা যায় সেই একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
৫৮.	**৮৯। সাধারণ সভা এবং পরিচালক-সভার কার্যধারার লিখিত কার্যবিবরণী:** (১) প্রত্যেক কোম্পানী উহার সাধারণ সভা এবং পরিচালক-সভার কার্যধারার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। (২) যদি কোন সভার কার্যবিবরণী উক্ত সভার সভাপতি অথবা অব্যাবহিত পরবর্তী সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রথমোক্ত সভার কার্যধারার সাক্ষ্য হইবে। (৩) বিপরীত প্রমাণিত না হইলে- (ক) কোম্পানীর কোন সাধারণ সভা বা পরিচালক-সভার কার্যবিবরণী প্রণীত হইলে, সেই সভা যথারীতি আহুত এবং অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (খ) উক্ত সভার সকল কার্যধারা কার্যবিবরণীতে উল্লেখিত প্রকারে অনুষ্ঠিত বলিয়া এবং সভায় কোন পরিচালক বা লিকুইডেটর নিযুক্ত হইয়া থাকিলে ঐ সকল নিয়োগ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। (৪) কোম্পানীর সকল সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সম্বলিত বহিসমূহ উহার	**৮৯। সাধারণ সভা এবং পরিচালক-সভার কার্যধারার লিখিত কার্যবিবরণী:** (১) প্রত্যেক কোম্পানী উহার সাধারণ সভা এবং পরিচালক-সভার কার্যধারার সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে। (২) যদি কোন সভার কার্যবিবরণী উক্ত সভার সভাপতি অথবা অব্যাবহিত পরবর্তী সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রথমোক্ত সভার কার্যধারার সাক্ষ্য হইবে। (৩) বিপরীত প্রমাণিত না হইলে- (ক) কোম্পানীর কোন সাধারণ সভা বা পরিচালক-সভার কার্যবিবরণী প্রণীত হইলে, সেই সভা যথারীতি আহুত এবং অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (খ) উক্ত সভার সকল কার্যধারা কার্যবিবরণীতে উল্লেখিত প্রকারে অনুষ্ঠিত বলিয়া এবং সভায় কোন পরিচালক বা লিকুইডেটর নিযুক্ত হইয়া থাকিলে ঐ সকল নিয়োগ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। (৪) কোম্পানীর সকল সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সম্বলিত বহিসমূহ উহার	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে রাখিতে হইবে এবং কোম্পানীর সংঘবিধি অথবা সাধারণ সভা কর্তৃক আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে, বিনা খরচে যে কোন সদস্য পরিদর্শনের জন্য ঐসব বহি এইরূপে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহাতে কোম্পানীর কার্যাদি চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই ঘন্টা উহা পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া যায়। (৫) সভার তারিখ হইতে চৌদ্দ দিন পর যে কোন সদস্য যে কোন সময় উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত যে কোন কার্যবিবরণীর অনুলিপি পাইবার জন্য কোম্পানীকে অনুরোধ জানাইলে এবং প্রতি একশত শব্দের জন্য দশ টাকা হিসাবে খরচ দিলে কোম্পানী উক্ত সদস্যকে, তাহাদের অনুরোধ জ্ঞাপন এবং খরচ প্রদানের সাত দিনের মধ্যে, ঐ অনুলিপি প্রদান করিবে। (৬) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী কোন পরিদর্শন করিতে দিতে অস্বীকার করিলে কিংবা উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী কোন অনুলিপি উক্ত উপ-ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ না করিলে, কোম্পানী প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক একশত টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং উক্ত বরখেলাপ অব্যাহত থাকিলে প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত একশত টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত বরখেলাপ করেন বা উহা অনুমোদন করেন বা উহা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তিনিও, একইরূপ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৭) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এ উল্লিখিত কোন অস্বীকৃতি বা বরখেলাপের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার আদেশ দ্বারা সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত বহিসমূহ অবিলম্বে পরিদর্শন করিতে দেওয়ার জন্য কোম্পানীকে বাধ্য করিতে পারিবে অথবা যে ব্যক্তির উক্ত অনুলিপির আবশ্যক তাহার নিকট উহা প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।	নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে রাখিতে হইবে এবং কোম্পানীর সংঘবিধি অথবা সাধারণ সভা কর্তৃক আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে, বিনা খরচে যে কোন সদস্য পরিদর্শনের জন্য ঐসব বহি এইরূপে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহাতে কোম্পানীর কার্যাদি চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই ঘন্টা উহা পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া যায়। (৫) সভার তারিখ হইতে চৌদ্দ দিন পর যে কোন সদস্য যে কোন সময় উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত যে কোন কার্যবিবরণীর অনুলিপি পাইবার জন্য কোম্পানীকে অনুরোধ জানাইলে এবং প্রতি একশত শব্দের জন্য দশ টাকা হিসাবে খরচ দিলে কোম্পানী উক্ত সদস্যকে, তাহাদের অনুরোধ জ্ঞাপন এবং খরচ প্রদানের সাত দিনের মধ্যে, ঐ অনুলিপি প্রদান করিবে। (৬) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী কোন পরিদর্শন করিতে দিতে অস্বীকার করিলে কিংবা উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী কোন অনুলিপি উক্ত উপ-ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ না করিলে, কোম্পানী প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক একশত টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং উক্ত বরখেলাপ অব্যাহত থাকিলে প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত একশত টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত বরখেলাপ করেন বা উহা অনুমোদন করেন বা উহা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তিনিও, একইরূপ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৭) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এ উল্লিখিত কোন অস্বীকৃতি বা বরখেলাপের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার আদেশ দ্বারা সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত বহিসমূহ অবিলম্বে পরিদর্শন করিতে দেওয়ার জন্য কোম্পানীকে বাধ্য করিতে পারিবে অথবা যে ব্যক্তির উক্ত অনুলিপির আবশ্যক তাহার নিকট উহা প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে। যদি কোন কোম্পানী রেজিষ্ট্রারের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থতা চলাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।	
৫৯.	**৯৭। পরিচালকগণের যোগ্যতাঃ** (১) ধারা ৯২ তে আরোপিত বাধা-নিষেধ ক্ষুণ্ন না করিয়া এতদ্বারা বিধান করা যাইতেছে যে, কোম্পানির সংঘবিধিতে বিনির্দিষ্ট যোগ্যতামূলক শেয়ারের ধারক হওয়া প্রত্যেক	**৯৭। পরিচালকগণের যোগ্যতাঃ** (১) ধারা ৯২ তে আরোপিত বাধা-নিষেধ ক্ষুণ্ন না করিয়া এতদ্বারা বিধান করা যাইতেছে যে, কোম্পানির সংঘবিধিতে বিনির্দিষ্ট যোগ্যতামূলক শেয়ারের ধারক হওয়া প্রত্যেক	ব্যবসা সহজিকরণ। তাছাড়া, মনোনীত পরিচালক বা nominee director এর যোগ্যতাসূচক অস্পষ্টতা দূরীকরণে বিধান

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	পরিচালকের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে; এবং যদি তিনি পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে উক্ত যোগ্যতা অর্জন না করিয়া থাকেন তবে তিনি তাহার নিযুক্তির পর ষাট দিন অথবা সংঘবিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে তাহার যোগ্যতামূলক শেয়ার গ্রহণ করিবেন।	পরিচালকের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে; এবং যদি তিনি পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে উক্ত যোগ্যতা অর্জন না করিয়া থাকেন তবে তিনি তাহার নিযুক্তির পর ১২০ (একশত বিশ) দিন অথবা সংঘবিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে তাহার যোগ্যতামূলক শেয়ার গ্রহণ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯২-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো পরিচালক যদি কোনো শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক মনোনীত হন, তবে উক্ত মনোনীত পরিচালকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে কোনো যোগ্যতামূলক শেয়ার ধারণ করা আবশ্যক হইবে না, যদি উক্ত মনোনয়নকারী শেয়ারহোল্ডার স্বয়ং প্রযোজনীয় সংখ্যক যোগ্যতামূলক শেয়ার ধারণ করিয়া থাকে।	সংযোজন করা হয়েছে।
৬০.	**৯৯। পরিচালকরূপে কাজ করার জন্য দেউলিয়ার অযোগ্যতা:** (১) দেউলিয়াত্বের অবসান হয় নাই এইরূপ দেউলিয়া ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজার হিসাবে কার্য করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (২) এই ধারায় কোম্পানী বলিতে বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত হইয়াছে কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি প্রতিষ্ঠিত কার্যস্থল (Place of buisness) রহিয়াছে এইরূপ কোম্পানীও অন্তর্ভুক্ত হইবে।	**৯৯। পরিচালকরূপে কাজ করার জন্য দেউলিয়ার অযোগ্যতা:** (১) দেউলিয়াত্বের অবসান হয় নাই এইরূপ দেউলিয়া ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ম্যানেজিং এজেন্ট বা ম্যানেজার হিসাবে কার্য করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (২) এই ধারায় কোম্পানী বলিতে বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত হইয়াছে কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি প্রতিষ্ঠিত কার্যস্থল (Place of buisness) রহিয়াছে এইরূপ কোম্পানীও অন্তর্ভুক্ত হইবে।	
৬১.	**১০৩। পরিচালকের ঋণ:** (১) কোন কোম্পানী অতঃপর যাহা এই ধারার ঋণদাতা কোম্পানী বলিয়া উল্লেখিত, নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে কোন ঋণ বা গ্যারান্টি-প্রদান করিবে না কিংবা কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক দেওয়া ঋণের ব্যাপারে জামানত (Security) প্রদান করিবে না :- (ক) ঋণদাতা কোম্পানীর কোন পরিচালক; (খ) যে কোন ফার্ম, যাহাতে ঋণদাতা কোম্পানীর কোন পরিচালক একজন অংশীদার; (গ) যে কোন প্রাইভেট কোম্পানী, যাহার কোন পরিচালক বা সদস্য ঋণদাতা কোম্পানীর একজন পরিচালক; এবং (ঘ) যে কোন পাবলিক কোম্পানী, যাহার ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা কোন পরিচালক, সাধারণতঃ ঋণদাতা কোম্পানীর কোন পরিচালকের নির্দেশ বা পরামর্শ অনুসারে কার্য করিয়া থাকেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ঋণদাতা কোম্পানী কর্তৃক ঋণ বা গ্যারান্টি বা জামানত প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, যদি-	**১০৩। পরিচালকের ঋণ:** (১) কোন কোম্পানী অতঃপর যাহা এই ধারার ঋণদাতা কোম্পানী বলিয়া উল্লেখিত, নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে কোন ঋণ বা গ্যারান্টি-প্রদান করিবে না কিংবা কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক দেওয়া ঋণের ব্যাপারে জামানত (Security) প্রদান করিবে না :- (ক) ঋণদাতা কোম্পানীর কোন পরিচালক; (খ) যে কোন ফার্ম, যাহাতে ঋণদাতা কোম্পানীর কোন পরিচালক একজন অংশীদার; (গ) যে কোন প্রাইভেট কোম্পানী, যাহার কোন পরিচালক বা সদস্য ঋণদাতা কোম্পানীর একজন পরিচালক; এবং (ঘ) যে কোন পাবলিক কোম্পানী, যাহার ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা কোন পরিচালক, সাধারণতঃ ঋণদাতা কোম্পানীর কোন পরিচালকের নির্দেশ বা পরামর্শ অনুসারে কার্য করিয়া থাকেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ঋণদাতা কোম্পানী কর্তৃক ঋণ বা গ্যারান্টি বা জামানত প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, যদি-	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(অ) উক্ত কোম্পানী কোন ব্যাংক কোম্পানী হয় বা পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ ব্যতীত অন্য কোন ধরনের প্রাইভেট কোম্পানী হয় বা উহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী হিসাবে উহার অধীনস্থ কোম্পানীর অনুকূলে ঋণ বা গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করে, এবং (আ) উক্ত ঋণ বা গ্যারান্টি বা জামানত ঋণদাতা কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এবং সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত এবং কোম্পানীর ব্যালান্স শীটে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয় : আরও শর্ত থাকে যে, কোনক্রমেই এই ঋণের মোট পরিমাণ পরিচালকের নিজ নামে ধারিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে, উক্ত লংঘনে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বিশেষতঃ এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহাকে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা যাহার পক্ষ হইতে কোন গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করা হইয়াছে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডের পরিবর্তে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং তাহারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে ঋণদাতা কোম্পানীর নিকট উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন কিংবা ঋণদাতা কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি বা জামানত অনুযায়ী যে অর্থ দেওয়ার জন্য ঋণদাতা কোম্পানী বাধ্য হইতে পারে উহার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকিবেন। (৩) এই ধারা এমন কোন লেনদেনের তেগত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাহা খাতা-কলমের ঋণ (book-debt) নামে অভিহিত এবং প্রথম হইতেই কোন ঋণ বা অগ্রিম ধরনের ছিল।	(অ) উক্ত কোম্পানী কোন ব্যাংক কোম্পানী হয় বা পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ ব্যতীত অন্য কোন ধরনের প্রাইভেট কোম্পানী হয় বা উহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী হিসাবে উহার অধীনস্থ কোম্পানীর অনুকূলে ঋণ বা গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করে, এবং (আ) উক্ত ঋণ বা গ্যারান্টি বা জামানত ঋণদাতা কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এবং সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত এবং কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত হয় : আরও শর্ত থাকে যে, কোনক্রমেই এই ঋণের মোট পরিমাণ পরিচালকের নিজ নামে ধারিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে, উক্ত লংঘনে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বিশেষতঃ এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহাকে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা যাহার পক্ষ হইতে কোন গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করা হইয়াছে তিনি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডের পরিবর্তে ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং তাহারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে ঋণদাতা কোম্পানীর নিকট উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন কিংবা ঋণদাতা কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি বা জামানত অনুযায়ী যে অর্থ দেওয়ার জন্য ঋণদাতা কোম্পানী বাধ্য হইতে পারে উহার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকিবেন। (৩) এই ধারা এমন কোন লেনদেনের তেগত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাহা খাতা-কলমের ঋণ (book-debt) নামে অভিহিত এবং প্রথম হইতেই কোন ঋণ বা অগ্রিম ধরনের ছিল।	
৬২.	**১১৩। শেয়ার হস্তান্তরের সূত্রে পদ হারানো ইত্যাদির জন্য পরিচালককে অর্থ প্রদান:** (১) যদি কোন কোম্পানীর সমুদয় বা আংশিক শেয়ার নিম্নবর্ণিত কারণে হস্তান্তরিত হয়, যথা :- (ক) সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হস্তান্তর-প্রস্তাবের ফলে, বা (খ) অন্য কোন নিগমিত সংস্থা কর্তৃক বা এইরূপ সংস্থার পক্ষ হইতে উহার অধীনস্থ কোম্পানী হওয়ার লক্ষ্যে কিংবা উক্ত নিগমিত সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী হওয়ার লক্ষ্যে প্রদত্ত কোন হস্তান্তর-প্রস্তাবের ফলে, বা (গ) কোম্পানীর সাধারণ সভায় উহার মোট ভোটদান ক্ষমতার অন্যূন এক তৃতীয়াংশের প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ লাভের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা ব্যক্তির পক্ষে হইতে প্রদত্ত হস্তান্তর-প্রস্তাবের ফলে, বা	**১১৩। শেয়ার হস্তান্তরের সূত্রে পদ হারানো ইত্যাদির জন্য পরিচালককে অর্থ প্রদান:** (১) যদি কোন কোম্পানীর সমুদয় বা আংশিক শেয়ার নিম্নবর্ণিত কারণে হস্তান্তরিত হয়, যথা :- (ক) সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হস্তান্তর-প্রস্তাবের ফলে, বা (খ) অন্য কোন নিগমিত সংস্থা কর্তৃক বা এইরূপ সংস্থার পক্ষ হইতে উহার অধীনস্থ কোম্পানী হওয়ার লক্ষ্যে কিংবা উক্ত নিগমিত সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী হওয়ার লক্ষ্যে প্রদত্ত কোন হস্তান্তর-প্রস্তাবের ফলে, বা (গ) কোম্পানীর সাধারণ সভায় উহার মোট ভোটদান ক্ষমতার অন্যূন এক তৃতীয়াংশের প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ লাভের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা ব্যক্তির পক্ষে হইতে প্রদত্ত হস্তান্তর-প্রস্তাবের ফলে, বা	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(ঘ) অন্য কোন প্রকার প্রস্তাবের ফলে, যাহা নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা পর্যন্ত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল, এবং যদি উক্ত হস্তান্তরের ফলে কোম্পানীর কোন পরিচালক, তাহার পদ হারান বা উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত পদ হারানোর ক্ষতিপূরণস্বরূপ অথবা উক্ত পদ হারানোর বা উহা হইতে অবসর গ্রহণের পণস্বরূপ কোন অর্থ উক্ত কোম্পানী বা হস্তান্তরগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন না : তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অন্যান্য বিধানের শর্ত পালন করা হইলে উক্ত পরিচালক হস্তান্তর গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে, বা হস্মান্মর গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করেন উহার পরিমাণসহ তৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য যেন সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট ধারা ১১২(১) এর অধীনে প্রেরিতব্য নোটিশে উল্লেখ করা হয় তাহা প্রস্তাবপ্রাপ্ত পরিচালক নিশ্চিত করিবেন। (৩) যদি- (ক) উক্ত পরিচালক উপ-ধারা (২) অনুসারে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা (খ) উক্ত পরিচালক কোন ব্যক্তিকে উপ-ধারা (২) তে উল্লিখিত বিবরণাদি তথায় উলিস্্নখিত নোটিশে অন্মর্ভুক্ত করার জন্য বা নোটিশের সহিত প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থ পরিচালক বা ক্ষেত্রমত ব্যর্থ ব্যক্তি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	(ঘ) অন্য কোন প্রকার প্রস্তাবের ফলে, যাহা নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা পর্যন্ত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল, এবং যদি উক্ত হস্তান্তরের ফলে কোম্পানীর কোন পরিচালক, তাহার পদ হারান বা উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত পদ হারানোর ক্ষতিপূরণস্বরূপ অথবা উক্ত পদ হারানোর বা উহা হইতে অবসর গ্রহণের পণস্বরূপ কোন অর্থ উক্ত কোম্পানী বা হস্তান্তরগ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন না : তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অন্যান্য বিধানের শর্ত পালন করা হইলে উক্ত পরিচালক হস্তান্তর গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে, বা হস্মান্মর গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করেন উহার পরিমাণসহ তৎসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য যেন সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট ধারা ১১২(১) এর অধীনে প্রেরিতব্য নোটিশে উল্লেখ করা হয় তাহা প্রস্তাবপ্রাপ্ত পরিচালক নিশ্চিত করিবেন। (৩) যদি- (ক) উক্ত পরিচালক উপ-ধারা (২) অনুসারে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা (খ) উক্ত পরিচালক কোন ব্যক্তিকে উপ-ধারা (২) তে উল্লিখিত বিবরণাদি তথায় উল্লেখিত নোটিশে অন্মর্ভুক্ত করার জন্য বা নোটিশের সহিত প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি'র উপর নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যর্থ পরিচালক বা ক্ষেত্রমত ব্যর্থ ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।	
৬৩.	**১১৫। পরিচালক, ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেন্ট সম্পর্কিত বহি:।** (১) প্রত্যেক কোম্পানী উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে উহার পরিচালক, ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণের প্রত্যেকের নিম্নবর্ণিত বিবরণসম্বলিত একটি বহি রাখিবে, যথা :- (ক) কোন একক ব্যক্তির (Individual) ক্ষেত্রে, তাহার বর্তমান পূর্ণ নাম, পূর্ববর্তী পূর্ণ নাম বা অতিরিক্ত নাম, পদবী, যদি থাকে, সাধারণ আবাসিক ঠিকানা, জাতীয়তা, এবং উক্ত জাতীয়তা যদি তাহার আদি জাতীয়তা না হয় তবে তাহার আদি জাতীয়তা, তাহার পেশা, যদি থাকে, এবং যদি তিনি অন্য কোন এক বা একাধিক কোম্পানীর পরিচালক পদে আসীন থাকেন তবে উক্ত পদ বা পদসমূহের বিবরণ;	**১১৫। পরিচালক, ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেন্ট সম্পর্কিত বহি:।** (১) প্রত্যেক কোম্পানী উহার নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে উহার পরিচালক, ম্যানেজার এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণের প্রত্যেকের নিম্নবর্ণিত বিবরণসম্বলিত একটি বহি রাখিবে, যথা :- (ক) কোন একক ব্যক্তির (Individual) ক্ষেত্রে, তাহার বর্তমান পূর্ণ নাম, পূর্ববর্তী পূর্ণ নাম বা অতিরিক্ত নাম, পদবী, যদি থাকে, সাধারণ আবাসিক ঠিকানা, জাতীয়তা, এবং উক্ত জাতীয়তা যদি তাহার আদি জাতীয়তা না হয় তবে তাহার আদি জাতীয়তা, তাহার পেশা, যদি থাকে, এবং যদি তিনি অন্য কোন এক বা একাধিক কোম্পানীর পরিচালক পদে আসীন থাকেন তবে উক্ত পদ বা পদসমূহের বিবরণ;	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(খ) কোন নিগমিত সংস্থার ক্ষেত্রে, উহার নাম এবং নিবন্ধিকৃত বা প্রধান কার্যালয়, এবং উহার পরিচালকগণের প্রত্যেকের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা; এবং (গ) কোন ফার্মের ক্ষেত্রে, উহার অংশীদারগণের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা এবং যে তারিখে তাহারা অংশীদার হইয়াছেন সেই তারিখ। (২) কোম্পানী উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী এবং পরিচালক, ম্যানেজার বা ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা উক্ত তথ্যাদির যে কোন পরিবর্তনের তথ্যসম্বলিত একটি নোটিশ, নির্ধারিত ছকে এবং নিম্নবর্ণিত সময়ের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবে :- (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তথ্যাদির ক্ষেত্রে কোম্পানীর প্রথম পরিচালক, ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগদানের সময় হইতে চৌদ্দ দিন; এবং (খ) উক্ত তথ্যাদিতে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সময় হইতে চৌদ্দ দিন। (৩) কোম্পানীর সংঘবিধিবলে বা উহার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ম অনুসারে এবং কোম্পানী কর্তৃক আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে, কোম্পানীর কার্যাবলী চলাকালীন সময়ে এই ধারার অধীন রক্ষণীয় বহি যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন অন্তত দুই ঘন্টা উন্মুক্ত থাকিবে; এবং কোম্পানীর কোন সদস্যের পরিদর্শনের জন্য কোন ফিস লাগিবে না, তবে অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবার পরিদর্শনের জন্য দশ টাকা বা কোম্পানী কর্তৃক ধার্য হইলে তদপেক্ষা কম টাকার ফিস লাগিবে। (৪) যদি এই ধারার অধীনে কোন পরিদর্শন প্রত্যাখান করা হয় কিংবা উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর বিধান পালনে কোম্পানী ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী প্রতিটি লংঘনের জন্য পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত প্রত্যাখান বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৫) উক্ত পরিদর্শন প্রত্যাখ্যান করা হইলে, যে ব্যক্তিকে প্রত্যাখান করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির আবেদনক্রমে, আদালত উক্ত কোম্পানীকে আবেদনের ব্যাপারে নোটিশ প্রদান করিয়া পরিদর্শনের সুযোগদানের জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দিতে পারিবে।	(খ) কোন নিগমিত সংস্থার ক্ষেত্রে, উহার নাম এবং নিবন্ধিকৃত বা প্রধান কার্যালয়, এবং উহার পরিচালকগণের প্রত্যেকের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা; এবং (গ) কোন ফার্মের ক্ষেত্রে, উহার অংশীদারগণের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও জাতীয়তা এবং যে তারিখে তাহারা অংশীদার হইয়াছেন সেই তারিখ। (২) কোম্পানী উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী এবং পরিচালক, ম্যানেজার বা ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা উক্ত তথ্যাদির যে কোন পরিবর্তনের তথ্যসম্বলিত সকল দলিলাদি, নির্ধারিত ছকে এবং নিম্নবর্ণিত সময়ের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে :- (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তথ্যাদির ক্ষেত্রে কোম্পানীর প্রথম পরিচালক, ম্যানেজার ও ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগদানের সময় হইতে চৌদ্দ দিন; এবং (খ) উক্ত তথ্যাদিতে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সময় হইতে চৌদ্দ দিন। কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, , রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা উহা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে। (৩) কোম্পানীর সংঘবিধিবলে বা উহার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ম অনুসারে এবং কোম্পানী কর্তৃক আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে, কোম্পানীর কার্যাবলী চলাকালীন সময়ে এই ধারার অধীন রক্ষণীয় বহি যে কোন ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন অন্তত দুই ঘন্টা উন্মুক্ত থাকিবে; এবং কোম্পানীর কোন সদস্যের পরিদর্শনের জন্য কোন ফিস লাগিবে না, তবে অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবার পরিদর্শনের জন্য দশ টাকা বা কোম্পানী কর্তৃক ধার্য হইলে তদপেক্ষা কম টাকার ফিস লাগিবে। (৪) যদি এই ধারার অধীনে কোন পরিদর্শন প্রত্যাখান করা হয় কিংবা উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর বিধান পালনে কোম্পানী ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী প্রতিটি লংঘনের জন্য পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		উক্ত প্রত্যাখান বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৫) উক্ত পরিদর্শন প্রত্যাখ্যান করা হইলে, যে ব্যক্তিকে প্রত্যাখান করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির আবেদনক্রমে, আদালত উক্ত কোম্পানীকে আবেদনের ব্যাপারে নোটিশ প্রদান করিয়া পরিদর্শনের সুযোগদানের জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দিতে পারিবে।	
৬৪.		**১২১ক। গ্রুপের অভ্যন্তরে ঋণ, বিনিয়োগ, গ্যারান্টি ও জামানত:** (১) কোনো কোম্পানি উহার মূল কোম্পানি, অধস্তন কোম্পানি, সহযোগী কোম্পানি বা অভিন্ন নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো কোম্পানিকে ঋণ, গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করিতে পারিবে, যদি- (ক) পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে (স্বার্থহীন সকল পরিচালকের সম্মতিতে) প্রস্তাব অনুমোদিত হয়; (খ) প্রদত্ত ঋণ, বিনিয়োগ, গ্যারান্টি ও জামানতের মোট পরিমাণ কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন, মুক্ত সংরক্ষিত তহবিল ও শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাবের যোগফলের [ষাট] শতাংশ, অথবা মুক্ত সংরক্ষিত তহবিল ও শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাবের [একশত] শতাংশ, ইহার মধ্যে যাহা অধিক, তাহা অতিক্রম না করে; এবং অতিক্রম করিলে সাধারণ সভায় বিশেষ সিদ্ধান্তে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা হয়; তবে শর্ত থাকে যে, তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে উক্ত ঋণ, বিনিয়োগ বা গ্যারান্টির পরিমাণ পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী কোম্পানির মোট দৃশ্যমান সম্পদের (Tangible Assets) ১০% বা মোট রাজস্বের ১০%-এর সমান বা অধিক হইলে, সাধারণ সভায় পূর্বানুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে এবং উক্ত লেনদেনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক উক্ত প্রস্তাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না; (গ) ঋণের সুদের হার সমমেয়াদী সরকারি সিকিউরিটিজের	• **আইনের ফাঁকফোকর:** গ্রুপ-ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য বিদ্যমান আইনে সুনির্দিষ্ট কাঠামো, ঋণের সীমা, সুদের মান বা সলভেন্সি যাচাইয়ের ব্যবস্থা নাই। ফলে ঘূর্ণায়মান ঋণ (circular loans), উজান-ঋণ (upstream loans) ও পরিচালককে অনানুষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তরের ঝুঁকি থাকে। • **ভারত:** ধারা ১৮৫ (পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঋণ নিষিদ্ধ, ব্যতিক্রম ও জরিমানা/কারাদন্ড) এবং ধারা ১৮৬ (ঋণ ও বিনিয়োগের সীমা: পরিশোধিত মূলধন, মুক্ত সংরক্ষিত তহবিল ও সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামের ৬০% বা মুক্ত তহবিলের ১০০%, যেটি বেশি)। **যুক্তরাজ্য:** পরিচালককে ঋণে সদস্য-অনুমোদন (ধারা ১৯৭–২১৪)। **অস্ট্রেলিয়া:** ধারা ২০৮। সংযোজনী-ক এ এই নম্বরগুলোর যাচাইকরণ-স্তর দেখানো হইয়াছে। • **দন্ড:** বিদ্যমান ও খসড়ার দন্ড নামমাত্র (খসড়ায় ধারা ১১(৩) এ দৈনিক ৫,০০০

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		প্রচলিত আয়ের হারের চেয়ে কম না হয় এবং বাজার-মূল্যের শর্ত পূরণ করে; (ঘ) ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিচালকগণ এই মর্মে লিখিত সলভেন্সি ঘোষণা প্রদান করেন যে, ঋণ প্রদানের পরেও কোম্পানি উহার দায় ঋণ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী [বারো] মাসে পরিশোধে সক্ষম থাকিবে; (ঙ) ঋণের মেয়াদ, সুদ, পরিশোধ-পদ্ধতি ও জামানত উল্লেখ করিয়া লিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়; (চ) কোম্পানির সংঘস্মারক ও সংঘবিধিতে ঋণ প্রদান অনুমোদিত থাকে; (ছ) ঋণগ্রহীতা উক্ত ঋণ ব্যবহার করিয়া অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ঋণ প্রদান বা তাহাতে বিনিয়োগ না করেন; এবং (জ) ঋণের তথ্য ঋণ-রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হয় এবং পরিষদের প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণীতে (ক্ষুদ্র কোম্পানির ক্ষেত্রে ধারা ১৮৩খ(৫) অনুযায়ী) প্রকাশিত হয়; অধিকন্তু, তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত পরিচালনা পর্ষদে গৃহীত হইবার ৩০ (ত্রিশ) মিনিটের মধ্যে কমিশন ও স্টক এক্সচেঞ্জসমূহকে অবহিত করিতে হইবে, ২টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) প্রকাশ করিতে হইবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে ন্যূনতম ৩ (তিন) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে; এবং (ঝ) তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে, উক্ত ঋণ বা গ্যারান্টি প্রদানের প্রস্তাব পর্ষদ সভায় অনুমোদনের পূর্বে কোম্পানির স্ট্যাটিউটরি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত ও সুপারিশকৃত হয়। (২) শতভাগ মালিকানাধীন অধস্তন কোম্পানিকে ঋণ বা গ্যারান্টি	টাকা, ধারা ৩৪ক এ ৫০,০০০ টাকা)। ফৌজদারি দণ্ডের পাশাপাশি দেওয়ানি প্রতিকার (বাতিলযোগ্যতা, ফেরত, ক্ষতিপূরণ) ও অযোগ্যতা যুক্ত থাকিলে প্রকৃত ক্ষতি পূরণের পথ খোলে। **কর ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ:** আন্তঃকোম্পানি ঋণের সুদ ও ব্যয় আয়কর আইন, ২০২৩ এর ট্রান্সফার প্রাইসিং বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। অননুমোদিত ঋণের সুদ ও ব্যয় কর-সুবিধার বাহিরে রাখার সুপারিশ আয়কর আইন সংশোধনে যুক্ত করা যায়।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১)(খ) প্রযোজ্য হইবে না, তবে অন্য সকল শর্ত প্রযোজ্য হইবে। (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত সংশ্লিষ্ট পক্ষের সহিত লেনদেন (Related Party Transactions) এবং উপাদানগত ও মূল্য সংবেদনশীল তথ্য (Material and Price Sensitive Information) প্রকাশ সংক্রান্ত বিধিবিধান অগ্রাধিকার পাইবে। **১২১খ। শাস্তি ও প্রতিকার:** (১) ধারা ১২১ক লঙ্ঘন করিয়া কোনো ঋণ, গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করা হইলে- (ক) কোম্পানি অন্যূন [পাঁচ লক্ষ] টাকা এবং অনধিক [পঁচিশ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; (খ) ঋণ অনুমোদনকারী ও প্রদানকারী প্রত্যেক পরিচালক বা কর্মকর্তা এবং ঋণ বা সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি অনধিক [ছয় মাস] কারাদণ্ডে, অথবা অন্যূন [পাঁচ লক্ষ] টাকা এবং অনধিক [পঁচিশ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (গ) ধারা ১২১ক লঙ্ঘন করিয়া ঋণ, গ্যারান্টি বা জামানত প্রদানের ক্ষেত্রে, অনুমোদনকারী পরিচালকগণ যৌথ ও পৃথকভাবে কোম্পানির ক্ষতির জন্য দায়ী থাকিবেন, যদি না প্রমাণিত হয় যে তাহারা অনুমোদনের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। (২) কোম্পানি বা উহার ঋণদাতাগণকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঋণ, গ্যারান্টি বা জামানত প্রদান করা হইলে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক [তিন] বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক [পঁচিশ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৩) ধারা ১২১ক লঙ্ঘন করিয়া প্রদত্ত ঋণ, গ্যারান্টি বা জামানত- (ক) কোম্পানির ইচ্ছায় বাতিলযোগ্য হইবে; (খ) আদালতের আদেশে, মূল অর্থ ও [ব্যাংক হারের উপর অতিরিক্ত [০] শতাংশ] হারে সুদসহ, অবিলম্বে ফেরতযোগ্য হইবে। (৪) উপ-ধারা (১), বা (২) এর অধীন দোষী সাব্যস্ত কোনো পরিচালক দণ্ডাদেশের তারিখ হইতে [পাঁচ] বৎসরের জন্য পরিচালক হইবার অযোগ্য হইবেন। (৫) এই ধারার অধীন অপরাধসমূহ রেজিস্ট্রারের লিখিত অভিযোগ বা আদালতের অনুমতি ব্যতীত আমলে লওয়া যাইবে না।	
৬৫.		**১২৫ক। কোম্পানি সচিব নিয়োগ:** (১) প্রত্যেক তালিকভুক্ত পাবলিক কোম্পানিতে এবং পঞ্চাশ কোটির অধিক পরিশোধিত মূলধন বা ..... বার্ষিক টার্নওভার সম্পন্ন কোম্পানিতে একজন কোম্পানি সচিব নিয়োজিত থাকিবেন। (২) সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ধারার অধীন বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।	কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে অসংখ্য জটিল আইন ও বিধিমালা মেনে চলতে হয়। তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে BSEC কোম্পানি সচিব নিয়োগের বাধ্যবাধকতার বিধান জারি করে। কোম্পানির মৌলিক আইন কোম্পানি আইন বিধায় এ বিধানটি আইনে সংযোজন করা হয়েছে।
৬৬.	**১৩৮। প্রসপেক্টাস নিবন্ধনঃ** (১) কোন কোম্পানি বা প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রসপেক্টাসে পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালকরূপে আখ্যায়িত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত প্রসপেক্টাসের অনুলিপি স্বাক্ষরিত না হইলে এবং উহা ইস্যুর তারিখে বা তৎপূর্বে নিবন্ধনের জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করা হইলে, উক্ত কোম্পানি কর্তৃক বা উহার পক্ষে অথবা উহার সম্পর্কে উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যু করা যাইবে না। ..... (৬) এই ধারার বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রসপেক্টাসের অনুলিপি দাখিল না করিয়া বা অনুরূপভাবে দাখিলকৃত অনুলিপিতে ক্ষেত্রমত প্রয়োজনীয় সম্মতি বা দলিল পৃষ্ঠাঙ্কিত না করিয়া বা উহার সহিত	**১৩৮। প্রসপেক্টাস নিবন্ধনঃ** (১) কোন কোম্পানি বা প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রসপেক্টাসে পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালকরূপে আখ্যায়িত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত প্রসপেক্টাসের অনুলিপি স্বাক্ষরিত না হইলে এবং উহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করা হইলে, উক্ত কোম্পানি কর্তৃক বা উহার পক্ষে অথবা উহার সম্পর্কে উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যু করা যাইবে না। ..... (৬) এই ধারার বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রসপেক্টাসের অনুলিপি দাখিল না করিয়া বা অনুরূপভাবে দাখিলকৃত অনুলিপিতে ক্ষেত্রমত প্রয়োজনীয় সম্মতি বা দলিল পৃষ্ঠাঙ্কিত না করিয়া বা উহার সহিত	ব্যবসা সহজিকরণের লক্ষ্যে প্রসপেক্টাস দাখিল করার বিষয়টি সহজিকরণ করা।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	সংযোজিত না করিয়া যদি কোন প্রসপেক্টাস ইস্যু করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যুর জন্য দায়ী সেই ব্যক্তিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সংযোজিত না করিয়া যদি কোন প্রসপেক্টাস ইস্যু করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যুর জন্য দায়ী সেই ব্যক্তিও, সমপরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে ।	
৬৭.	**১৩৯। রা ১৩৬ ও ১৩৭ লংঘনের দন্ড:** (১) যদি ধারা ১৩৬ বা ১৩৭ এর বিধান লংঘন করিয়া কোন প্রসপেক্টাস ইস্যু করা হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি জ্ঞাতসারে উহা ইস্যুর জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (২) এই ধারা এবং ধারা ১৩৬ বা ১৩৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'বিশেষজ্ঞ' বলিতে প্রকৌশলী, মূল্য-নির্ধারক, হিসাবরক্ষক এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন যাহার পেশা বা দক্ষতার কারণে তৎর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিকে নির্ভরযোগ্য বিবৃতি বলা যায়।	**১৩৯। রা ১৩৬ ও ১৩৭ লংঘনের দন্ড:** (১) যদি ধারা ১৩৬ বা ১৩৭ এর বিধান লংঘন করিয়া কোন প্রসপেক্টাস ইস্যু করা হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক জরিমানা আরোপিত হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি জ্ঞাতসারে উহা ইস্যুর জন্য দায়ী তাহার উপর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে। (২) এই ধারা এবং ধারা ১৩৬ বা ১৩৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'বিশেষজ্ঞ' বলিতে প্রকৌশলী, মূল্য-নির্ধারক, হিসাবরক্ষক এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবেন যাহার পেশা বা দক্ষতার কারণে তৎর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিকে নির্ভরযোগ্য বিবৃতি বলা যায়।	
৬৮.	**১৪৬। প্রসপেক্টাসে অসত্য বিবৃতি অন্তর্ভুক্তির দন্ড:** (১) এই আইন প্রবর্তনের পর ইস্যুকৃত প্রসপেক্টাসে কোন অসত্য বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, যিনি উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যুর জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে অথবা অনধিক পাঁচহাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে, উক্ত বিবৃতি অকিঞ্চিতকর ছিল কিংবা তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ ছিল যে, উক্ত বিবৃতি সত্য ছিল এবং তিনি উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যু হওয়ার সময় পর্যন্ত উক্ত বিশ্বাস পোষণ করিতেন। (২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি প্রসপেক্টাস ইস্যুর জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে- (ক) একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তৎকর্তৃক প্রণীত বলিয়া বিবেচনা করা যায় এমন একটি বিবৃতি অন্মর্ভুক্তিতে তিনি ধারা ১৩৭ এর বিধানানুযায়ী সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; অথবা (খ) ধারা ১৩৮(৪) অনুসারে প্রয়োজনীয় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।	**১৪৬। প্রসপেক্টাসে অসত্য বিবৃতি অন্তর্ভুক্তির দন্ড:** (১) এই আইন প্রবর্তনের পর ইস্যুকৃত প্রসপেক্টাসে কোন অসত্য বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, যিনি উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যুর জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করেন যে, উক্ত বিবৃতি অকিঞ্চিতকর ছিল কিংবা তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ ছিল যে, উক্ত বিবৃতি সত্য ছিল এবং তিনি উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যু হওয়ার সময় পর্যন্ত উক্ত বিশ্বাস পোষণ করিতেন। (২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি প্রসপেক্টাস ইস্যুর জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে- (ক) একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তৎকর্তৃক প্রণীত বলিয়া বিবেচনা করা যায় এমন একটি বিবৃতি অন্মর্ভুক্তিতে তিনি ধারা ১৩৭ এর বিধানানুযায়ী সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; অথবা (খ) ধারা ১৩৮(৪) অনুসারে প্রয়োজনীয় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।	
৬৯.	**১৪৭। প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার দন্ড:** যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা হঠকারীভাবে (recklessly) কোন অসত্য, প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতির মাধ্যমে কোন প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস দিয়া কিংবা কোন বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অসাধুভাবে গোপন করিয়া	**১৪৭। প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার দন্ড:** যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বা হঠকারীভাবে (recklessly) কোন অসত্য, প্রতারণামূলক বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতির মাধ্যমে কোন প্রতিশ্রুতি বা পূর্বাভাস দিয়া কিংবা কোন বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অসাধুভাবে গোপন করিয়া	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	অন্য কোন ব্যক্তিকে এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বা আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব দান করিতে প্রলুব্ধ করেন বা প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন- (ক) যে চুক্তিটি শেয়ার বা ডিবেঞ্চার অর্জন বা হস্মান্তর বা উহাতে চাঁদা দান অথবা শেয়ার বা ডিবেঞ্চার অবলিখনের জন্য সম্পাদন করা হয়; অথবা (খ) যে চুক্তির উদ্দেশ্য বা ভানকৃত (Pretended) উদ্দেশ্য হইতেছে কোন পক্ষের অনুকূলে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার প্রসূত লভ্যাংশ অর্জন করা কিংবা ঐ শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি সূত্রে মুনাফা অর্জন করা, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পনের হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	অন্য কোন ব্যক্তিকে এমন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বা আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তাব দান করিতে প্রলুব্ধ করেন বা প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন- (ক) যে চুক্তিটি শেয়ার বা ডিবেঞ্চার অর্জন বা হস্মান্তর বা উহাতে চাঁদা দান অথবা শেয়ার বা ডিবেঞ্চার অবলিখনের জন্য সম্পাদন করা হয়; অথবা (খ) যে চুক্তির উদ্দেশ্য বা ভানকৃত (Pretended) উদ্দেশ্য হইতেছে কোন পক্ষের অনুকূলে শেয়ার বা ডিবেঞ্চার প্রসূত লভ্যাংশ অর্জন করা কিংবা ঐ শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি সূত্রে মুনাফা অর্জন করা, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৭০.	**১৪৮। বরাদ্দের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ:** (৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধান লংঘন করা হইলে, প্রত্যেক উদ্যোক্তা, পরিচালক বা অন্য যে কোন ব্যক্তি, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী, অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	**১৪৮। বরাদ্দের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ:** (৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধান লংঘন করা হইলে, প্রত্যেক উদ্যোক্তা, পরিচালক বা অন্য যে কোন ব্যক্তি, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী, অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৭১.	**১৫০। কার্যাবলী আরম্ভ করার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ:** (১) কোন কোম্পানী উহার কার্যাবলী (business) আরম্ভ করিবে না কিংবা কোন ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না, যদি না- (ক) সম্পূর্ণ মূল্য নগদে পরিশোধ করিতে হয় এইরূপ গৃহীত শেয়ারগুলির মধ্যে এমন সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করা হইয়া থাকে যাহাদের সামগ্রিক মূল্য ন্যূনতম চাঁদার পরিমাণ অপেক্ষা কম নহে; এবং (খ) কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক, তিনি যে সব শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন বা গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে যে সব শেয়ারের মূল্য নগদে পরিশোধযোগ্য সে সবের প্রতিটির উপর, এমন পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকেন যাহা- (অ) কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনের চাঁদা দানের জন্য সাধারণের নিকট আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে, শেয়ারের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক তাহাদের আবেদনের উপর প্রদেয় হইত; অথবা (আ) যেক্ষেত্রে উক্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়নি সেক্ষেত্রে, পরিচালকের উক্ত শেয়ারগুলি বাবদ, নগদে পরিশোধযোগ্য; এবং (গ) রেজিষ্ট্রারের নিকট কোম্পানীর সচিব বা একজন পরিচালক, নির্ধারিত ছকে তৎকর্তৃক বা যথাযথভাবে সত্যাখ্যানকৃত (verified), একটি	**১৫০। কার্যাবলী আরম্ভ করার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ:** (১) কোন কোম্পানী উহার কার্যাবলী (business) আরম্ভ করিবে না কিংবা কোন ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে না, যদি না- (ক) সম্পূর্ণ মূল্য নগদে পরিশোধ করিতে হয় এইরূপ গৃহীত শেয়ারগুলির মধ্যে এমন সংখ্যক শেয়ার বরাদ্দ করা হইয়া থাকে যাহাদের সামগ্রিক মূল্য ন্যূনতম চাঁদার পরিমাণ অপেক্ষা কম নহে; এবং (খ) কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক, তিনি যে সব শেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন বা গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে যে সব শেয়ারের মূল্য নগদে পরিশোধযোগ্য সে সবের প্রতিটির উপর, এমন পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকেন যাহা- (অ) কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনের চাঁদা দানের জন্য সাধারণের নিকট আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে, শেয়ারের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক তাহাদের আবেদনের উপর প্রদেয় হইত; অথবা (আ) যেক্ষেত্রে উক্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়নি সেক্ষেত্রে, পরিচালকের উক্ত শেয়ারগুলি বাবদ, নগদে পরিশোধযোগ্য; এবং (গ) রেজিষ্ট্রারের নিকট কোম্পানীর সচিব বা একজন পরিচালক, নির্ধারিত ছকে তৎকর্তৃক বা যথাযথভাবে সত্যাখ্যানকৃত (verified), একটি	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	ঘোষণাপত্র এই মর্মে দাখিল করিয়া থাকেন যে, দফা (ক) ও (খ) এর শর্তাবলী পালন করা হইয়াছে; এবং (ঘ) কোম্পানীর শেয়ারে চাঁদা দানের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানাইয়া কোন প্রসপেক্টাস ইস্যু না করার ক্ষেত্রে, রেজিষ্ট্রারের নিকট একটি প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী দাখিল করা হইয়া থাকে। (২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী অনুসারে যথাযথভাবে সত্যাখ্যানকৃত ঘোষণাপত্র দাখিল করা হইলে, রেজিষ্ট্রার এই মর্মে প্রত্যয়ন (certify) করিবেন যে, উক্ত কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ করার অধিকারী, এবং উক্ত প্রত্যয়নপত্র এইরূপ অধিকারী হওয়ার চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানীর শেয়ার চাঁদা দানের আহ্বান জানাইয়া প্রসপেক্টাস ইস্যু না করার ক্ষেত্রে, একটি প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা না হইলে তিনি অনুরূপ কোন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন না। (৩) কার্যাবলী আরম্ভের অধিকারী হওয়ার তারিখের পূর্বে কোন কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি সাময়িক চুক্তি হইবে মাত্র, এবং সেই তারিখের পূর্বে উহা কোম্পানীর উপর বাধ্যতামূলক হইবে না, এবং সেই তারিখেই উহা বাধ্যতামূলক হইবে। (৪) একই সংগে কোন শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে চাঁদা দানের প্রস্মাব দেওয়া, অথবা শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বরাদ্দ করা, অথবা শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের আবেদনের সহিত প্রদেয় অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই কোন বাধা হইবে না। (৫) এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া যদি কোন কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ করে বা ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি, অনুরূপ লংঘন যতদিন অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত কার্যাবলী আরম্ভ বা উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে তাহার অন্য কোন দায়-দায়িত্ব থাকিলে তাহা এই উপ-ধারার বিধানের কারণে ক্ষুণ্ন হইবে না। (৬) এই ধারার কোন কিছুই প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে অথবা উহার শেয়ার মূলধনে চাঁদা দানের জন্য জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানাইয়া প্রসপেক্টাস ইস্যু করে না এমন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না; এবং যে কোম্পানী গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় বিশিষ্ট এবং যাহার কোন শেয়ার মূলধন নাই সেই কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এই ধারার শেয়ার সংক্রান্ত বিধানাবলী	ঘোষণাপত্র এই মর্মে দাখিল করিয়া থাকেন যে, দফা (ক) ও (খ) এর শর্তাবলী পালন করা হইয়াছে; এবং (ঘ) কোম্পানীর শেয়ারে চাঁদা দানের জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানাইয়া কোন প্রসপেক্টাস ইস্যু না করার ক্ষেত্রে, রেজিষ্ট্রারের নিকট একটি প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী দাখিল করা হইয়া থাকে। (২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী অনুসারে যথাযথভাবে সত্যাখ্যানকৃত ঘোষণাপত্র দাখিল করা হইলে, রেজিষ্ট্রার এই মর্মে প্রত্যয়ন (certify) করিবেন যে, উক্ত কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ করার অধিকারী, এবং উক্ত প্রত্যয়নপত্র এইরূপ অধিকারী হওয়ার চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানীর শেয়ার চাঁদা দানের আহ্বান জানাইয়া প্রসপেক্টাস ইস্যু না করার ক্ষেত্রে, একটি প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণী রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করা না হইলে তিনি অনুরূপ কোন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন না। (৩) কার্যাবলী আরম্ভের অধিকারী হওয়ার তারিখের পূর্বে কোন কোম্পানী কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি সাময়িক চুক্তি হইবে মাত্র, এবং সেই তারিখের পূর্বে উহা কোম্পানীর উপর বাধ্যতামূলক হইবে না, এবং সেই তারিখেই উহা বাধ্যতামূলক হইবে। (৪) একই সংগে কোন শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে চাঁদা দানের প্রস্মাব দেওয়া, অথবা শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বরাদ্দ করা, অথবা শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের আবেদনের সহিত প্রদেয় অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই কোন বাধা হইবে না। (৫) এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া যদি কোন কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ করে বা ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি, অনুরূপ লংঘন যতদিন অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, রেজিস্ট্রার অনধিক পনের হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করিবেন; এবং উক্ত কার্যাবলী আরম্ভ বা উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে তাহার অন্য কোন দায়-দায়িত্ব থাকিলে তাহা এই উপ-ধারার বিধানের কারণে ক্ষুণ্ন হইবে না। (৬) এই ধারার কোন কিছুই প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে অথবা উহার শেয়ার মূলধনে চাঁদা দানের জন্য জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানাইয়া প্রসপেক্টাস ইস্যু করে না এমন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না; এবং যে কোম্পানী গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় বিশিষ্ট এবং যাহার কোন শেয়ার মূলধন নাই সেই কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এই ধারার শেয়ার সংক্রান্ত বিধানাবলী	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	প্রযোজ্য হইবে না।	প্রযোজ্য হইবে না।	
৭২.	**১৫৩। শেয়ার ইস্যুর ক্ষমতা:** (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কোম্পানী পূর্বে কোন শ্রেণীর শেয়ার ইস্যু করিয়া থাকিলে, উহা পরিবর্তীতে বাটা দিয়া সেই শ্রেণীর শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে : তবে শর্ত থাকে যে- (ক) বাটা দিয়া শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে, সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলে কোম্পানীর অগমতা থাকিতে হইবে এবং উহা আদালত কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হইতে হইবে; (খ) বাটার সর্বোচ্চ হার, যাহা যে কোন অবস্থায় শতকরা দশ ভাগের বেশী হইবে না, অবশ্যই উক্ত সিদ্ধন্তের মধ্যে বিনির্দিষ্ট থাকিতে হইবে; (গ) কোম্পানী যে তারিখে উহার কার্যাবলী আরম্ভ করার অধিকারী সেই তারিখ হইতে এক বৎসর কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বাটা দিয়া শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে না; (ঘ) বাটা দিয়া শেয়ার ইস্যুকরণ আদালত যে তারিখে অনুমোদন করে সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে বা আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেই শেয়ার ইস্যু করিতে হইবে। (২) শেয়ার ইস্যু সম্পর্কিত প্রত্যেকটি প্রসপেক্টাসে এবং শেয়ার ইস্যুর পর কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যেকটি ব্যালান্স শীটে শেয়ার ইস্যুর জন্য, প্রদত্ত বাটার বিবরণাদি অথবা উক্ত প্রসপেক্টাস বা ব্যালান্স শীট ইস্যুর তারিখে সেই বাটার যতটুকু অংশ অবলিখন করা হয় নাই উহার বিবরণাদি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে কোম্পানী অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	**১৫৩। শেয়ার ইস্যুর ক্ষমতা:** (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কোম্পানী পূর্বে কোন শ্রেণীর শেয়ার ইস্যু করিয়া থাকিলে, উহা পরিবর্তীতে বাটা দিয়া সেই শ্রেণীর শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে : তবে শর্ত থাকে যে- (ক) বাটা দিয়া শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে, সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলে কোম্পানীর অগমতা থাকিতে হইবে এবং উহা আদালত কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদিত হইতে হইবে; (খ) বাটার সর্বোচ্চ হার, যাহা যে কোন অবস্থায় শতকরা দশ ভাগের বেশী হইবে না, অবশ্যই উক্ত সিদ্ধন্তের মধ্যে বিনির্দিষ্ট থাকিতে হইবে; (গ) কোম্পানী যে তারিখে উহার কার্যাবলী আরম্ভ করার অধিকারী সেই তারিখ হইতে এক বৎসর কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বাটা দিয়া শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে না; (ঘ) বাটা দিয়া শেয়ার ইস্যুকরণ আদালত যে তারিখে অনুমোদন করে সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে বা আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেই শেয়ার ইস্যু করিতে হইবে। (২) শেয়ার ইস্যু সম্পর্কিত প্রত্যেকটি প্রসপেক্টাসে এবং শেয়ার ইস্যুর পর কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যেকটি আর্থিক বিবরণীতে শেয়ার ইস্যুর জন্য, প্রদত্ত বাটার বিবরণাদি অথবা উক্ত প্রসপেক্টাস বা আর্থিক বিবরণী ইস্যুর তারিখে সেই বাটার যতটুকু অংশ অবলিখন করা হয় নাই উহার বিবরণাদি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে কোম্পানী অনধিক বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তাহার উপরও সমপরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে।	
৭৩.	**১৫৬। ব্যালান্স শীটে কমিশন ও বাটা সম্পর্কিত বিবৃতি:** কোন কোম্পানী উহার ডিবেঞ্চারের জন্য বাটা অথবা শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের জন্য কমিশন হিসাবে কোন অর্থ প্রদান করিলে অনুরূপভাবে প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ কোম্পানীর প্রত্যেকটি ব্যালান্স শীটে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত অর্থের কোন অংশ অবলিখিত না হইয়া থাকিলে, যতদিন উহা অবলিখিত না হয় ততদিন পর্যন্ত, উক্ত অংশ ব্যালান্স শীটে উল্লেখ করিতে হইবে।	**১৫৬। ব্যালান্স শীটে কমিশন ও বাটা সম্পর্কিত বিবৃতি:** কোন কোম্পানী উহার ডিবেঞ্চারের জন্য বাটা অথবা শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের জন্য কমিশন হিসাবে কোন অর্থ প্রদান করিলে অনুরূপভাবে প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ কোম্পানীর প্রত্যেকটি আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত অর্থের কোন অংশ অবলিখিত না হইয়া থাকিলে, যতদিন উহা অবলিখিত না হয় ততদিন পর্যন্ত, উক্ত অংশ আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখ করিতে হইবে।	
৭৪.	**১৫৮। সার্টিফিকেট ইস্যু করার সময়সীমা:** (১) প্রত্যেক কোম্পানী উহার যে	**১৫৮। সার্টিফিকেট ইস্যু করার সময়সীমা:** (১) প্রত্যেক কোম্পানী উহার যে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কোন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-ষ্টক বরাদ্দের নব্বই দিনের মধ্যে অথবা পূর্বে বরাদ্দকৃত কোন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার ষ্টক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধনের পর নব্বই দিনের মধ্যে এইরূপে বরাদ্দকৃত বা হস্তান্তরকৃত সকল শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-ষ্টকের সার্টিফিকেট তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করিয়া ঐগুলি সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রাখিবে যদি না শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-ষ্টক ইস্যু করার শর্তে অন্য কোন বিধান থাকে। (২) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধানাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী, যতদিন পর্যন্ত উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দায়ী তিনিও একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	কোন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-ষ্টক বরাদ্দের নব্বই দিনের মধ্যে অথবা পূর্বে বরাদ্দকৃত কোন শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার ষ্টক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, উক্ত হস্তান্তর নিবন্ধনের পর নব্বই দিনের মধ্যে এইরূপে বরাদ্দকৃত বা হস্তান্তরকৃত সকল শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-ষ্টকের সার্টিফিকেট তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করিয়া ঐগুলি সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রাখিবে যদি না শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-ষ্টক ইস্যু করার শর্তে অন্য কোন বিধান থাকে। (২) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধানাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত কোম্পানী, যতদিন পর্যন্ত উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দায়ী তাহার উপরও সম-পরিমানে জরিমানা আরোপিত হইবে।	
৭৫.	**১৫৯। কতিপয় অনিবন্ধিকৃত বন্ধক এবং চার্জ ফলবিহীনঃ** (চ) কোম্পানির কোন বা অন্য কোন সম্পত্তির উপর সৃষ্ট কোন প্রবাহমান (Floating) চার্জ, তাহা হইলে, এইরূপ প্রতিটি বন্ধক বা চার্জ, তদ্বারা কোম্পানির সম্পত্তি বা যতটুকুকে জামানত হিসাবে সংশ্লিষ্ট করা হয় ততটুকু, লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির কোন পাওনাদারের ব্যাপারে ফলবিহীন হইবে, যদি বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদি এবং তদসহ বন্ধক বা চার্জ সৃষ্টিকারী বা উহার অস্মিত্ব প্রমাণকারী দলিল, যদি থাকে, বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যায়নকৃত উহার কোন অনুলিপি, উক্ত চার্জ বা বন্ধক সৃষ্টির তারিখের পর একুশ দিনের মধ্যে এবং এই আইন অনুযায়ী নির্দেশিত পদ্ধতিতে, রেজিষ্ট্রারের নিকট নিবন্ধনের জন্য দাখিল না করা হয়; তবে তদধীনে জামানত প্রদত্ত কোন অর্থ প্রত্যর্পণের কোন চুক্তি বা বাধ্যবাধকতা থাকিলে তাহা ক্ষুণ্ন হইবে না এবং এই ধারা অনুযায়ী কোন বন্ধক বা চার্জ ফলবিহীন হইলে তদধীনে জামানত প্রদত্ত অর্থ অনতিবিলম্বে ফেরৎযোগ্য হইবে :	**১৫৯। কতিপয় অনিবন্ধিকৃত বন্ধক এবং চার্জ ফলবিহীনঃ** (চ) কোম্পানির কোন বা অন্য কোন সম্পত্তির উপর সৃষ্ট কোন প্রবাহমান (Floating) চার্জ, তাহা হইলে, এইরূপ প্রতিটি বন্ধক বা চার্জ, তদ্বারা কোম্পানির সম্পত্তি বা যতটুকুকে জামানত হিসাবে সংশ্লিষ্ট করা হয় ততটুকু, লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির কোন পাওনাদারের ব্যাপারে ফলবিহীন হইবে, যদি বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদি এবং তদসহ বন্ধক বা চার্জ সৃষ্টিকারী বা উহার অস্মিত্ব প্রমাণকারী দলিল, যদি থাকে, বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যায়নকৃত উহার কোন অনুলিপি, উক্ত চার্জ বা বন্ধক সৃষ্টির তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে এবং এই আইন অনুযায়ী নির্দেশিত পদ্ধতিতে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিবন্ধনের জন্য দাখিল না করা হয়; তবে তদধীনে জামানত প্রদত্ত কোন অর্থ প্রত্যর্পণের কোন চুক্তি বা বাধ্যবাধকতা থাকিলে তাহা ক্ষুণ্ন হইবে না এবং এই ধারা অনুযায়ী কোন বন্ধক বা চার্জ ফলবিহীন হইলে তদধীনে জামানত প্রদত্ত অর্থ অনতিবিলম্বে ফেরৎযোগ্য হইবে :	একুশ দিনের মধ্যে চার্জ দাখিলের ব্যর্থতার বিষয়টি সহজিকরণের লক্ষ্যে ২১ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিনের মধ্যে দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭৬.	**১৬৪। নিবন্ধনকৃত বন্ধক ও চার্জের সূচীঃ** রেজিষ্ট্রার নির্ধারিত ফরমে এবং এই আইন অনুযায়ী তাহার নিকট নিবন্ধিকৃত সকল বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদিসহ একটি তারিখানুক্রমিক-সূচী রক্ষণ করিবেন।	**১৬৪। নিবন্ধনকৃত বন্ধক ও চার্জের সূচীঃ** রেজিষ্ট্রার নির্ধারিত ফরমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এবং এই আইন অনুযায়ী তাহার নিকট নিবন্ধিকৃত সকল বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদিসহ একটি তারিখানুক্রমিক-সূচী রক্ষণ করিবেন।	ব্যবসা সহজিকরণের নিমিত্তে ইলেকট্রনিক চার্জ রেজিস্টার রক্ষণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭৭.	**১৬৯। রিসিভার নিয়োগ নিবন্ধন:** (১) কোন কোম্পানীর সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ করার জন্য যদি কোন ব্যক্তি আদেশপ্রাপ্ত হন অথবা	**১৬৯। রিসিভার নিয়োগ নিবন্ধন:** (১) কোন কোম্পানীর সম্পত্তির রিসিভার নিয়োগ করার জন্য যদি কোন ব্যক্তি আদেশপ্রাপ্ত হন অথবা	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কোন দলিলে উল্লেখিত ক্ষমতাবলে তিনি কোন রিসিভার নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি, উক্ত আদেশ অথবা উক্ত দলিলের অধীনে নিয়োগদানের তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে, ঘটনাটি সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারের নিকট একটি নোটিশ দাখিল এবং উহা নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফিস জমা করিবেন; অতঃপর রেজিষ্ট্রার রিসিভার নিয়োগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বন্ধক বা চার্জের নিবন্ধন-বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। (২) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধানাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	কোন দলিলে উল্লেখিত ক্ষমতাবলে তিনি কোন রিসিভার নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি, উক্ত আদেশ অথবা উক্ত দলিলের অধীনে নিয়োগদানের তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে, ঘটনাটি সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারের নিকট একটি নোটিশ দাখিল এবং উহা নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফিস জমা করিবেন; অতঃপর রেজিষ্ট্রার রিসিভার নিয়োগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বন্ধক বা চার্জের নিবন্ধন-বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। (২) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধানাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, তিনি অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।	
৭৮.	**১৭০। রিসিভারের হিসাব দাখিল:** (১) ধারা ১৬৯-এ উল্লেখিত কোন রিসিভার কোম্পানীর কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিয়া থাকিলে, উক্ত দখল অব্যাহত থাকাকালে প্রতি অর্থবৎসরে একবার এবং রিসিভার হিসাবে তাহার দায়িত্ব অবসানের পর একবার, উক্ত সময়ে উক্ত সম্পত্তির আয় এবং ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্ধারিত ছকে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন; এবং রিসিভার হিসাবে দায়িত্ব অবসানের ক্ষেত্রে, অবসানের পরে তিনি তদ্‌বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের নিকট একটি নোটিশও দাখিল করিবেন; এবং রেজিষ্ট্রার উক্ত নোটিশ সংশ্লিষ্ট বন্ধক ও চার্জের নিবন্ধন-বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। (২) যদি কোম্পানীর সম্পত্তির একজন রিসিভার নিযুক্ত হইয়া থাকে, তবে কোম্পানী কর্তৃক বা কোম্পানীর পক্ষে বা উক্ত রিসিভার কর্তৃক, ইস্যুকৃত কোন ইনভয়েস বা পণ্য সরবরাহের আদেশ বা কোম্পানীর কার্যাবলী সংক্রান্ত চিঠিপত্রে কোম্পানীর নাম থাকিলে উক্ত ইনভয়েস, আদেশ বা চিঠিপত্রে এই মর্মে একটি বিবৃতিও থাকিতে হইবে যে, কোম্পানীর সম্পত্তির একজন রিসিভার নিয়োগ করা হইয়াছে। (৩) এই ধারার বিধান পালনে প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমতে কোম্পানীর রিসিভার, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**১৭০। রিসিভারের হিসাব দাখিল:** (১) ধারা ১৬৯-এ উল্লেখিত কোন রিসিভার কোম্পানীর কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিয়া থাকিলে, উক্ত দখল অব্যাহত থাকাকালে প্রতি অর্থবৎসরে একবার এবং রিসিভার হিসাবে তাহার দায়িত্ব অবসানের পর একবার, উক্ত সময়ে উক্ত সম্পত্তির আয় এবং ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নির্ধারিত ছকে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন; এবং রিসিভার হিসাবে দায়িত্ব অবসানের ক্ষেত্রে, অবসানের পরে তিনি তদ্‌বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের নিকট একটি নোটিশও দাখিল করিবেন; এবং রেজিষ্ট্রার উক্ত নোটিশ সংশ্লিষ্ট বন্ধক ও চার্জের নিবন্ধন-বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। (২) যদি কোম্পানীর সম্পত্তির একজন রিসিভার নিযুক্ত হইয়া থাকে, তবে কোম্পানী কর্তৃক বা কোম্পানীর পক্ষে বা উক্ত রিসিভার কর্তৃক, ইস্যুকৃত কোন ইনভয়েস বা পণ্য সরবরাহের আদেশ বা কোম্পানীর কার্যাবলী সংক্রান্ত চিঠিপত্রে কোম্পানীর নাম থাকিলে উক্ত ইনভয়েস, আদেশ বা চিঠিপত্রে এই মর্মে একটি বিবৃতিও থাকিতে হইবে যে, কোম্পানীর সম্পত্তির একজন রিসিভার নিয়োগ করা হইয়াছে। (৩) এই ধারার বিধান পালনে প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য কোম্পানী এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমতে কোম্পানীর রিসিভার, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য তাহার উপরও দুই হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে ।	
৭৯.	**১৭২। বন্ধক ও চার্জের দায়দেনা পরিশোধের নিবন্ধনঃ** (১) ধারা ১৫৯ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজন হয় এইরূপ নিবন্ধন সকল বন্ধক বা চার্জের দায়দেনা মিটানো বা পরিশোধ করার তারিখ হইতে একুশ দিনের মধ্যে	**১৭২। বন্ধক ও চার্জের দায়দেনা পরিশোধের নিবন্ধনঃ** (১) ধারা ১৫৯ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজন হয় এইরূপ নিবন্ধন সকল বন্ধক বা চার্জের দায়দেনা মিটানো বা পরিশোধ করার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে	একুশ দিনের মধ্যে বন্ধক ও চার্জের দায়দেনা পরিশোধের বিবরণী দাখিলের ব্যর্থতার বিষয়টি বর্তমান ব্যবসায়িক পরিধি বিবেচনায় সহজ

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কোম্পানি উক্ত পরিশোধ বা মিটানো সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারকে অবহিত করিবে।	কোম্পানি উক্ত পরিশোধ বা মিটানো সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারকে অবহিত করিবে।	করা হয়েছে।
৮০.	**১৭৬। ডিবেঞ্চার-বহি, ডিবেঞ্চারহোল্ডার বহি পরিদর্শন এবং ট্রাষ্ট দলিলের নকল পাইবার অধিকার:** (৩) যদি এই ধারার বিধান অনুসারে পরিদর্শনে বা অনুলিপি প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয় বা উহা সরবরাহ করা না হয়, তাহা হইলে কোম্পানী প্রথমদিনে উক্ত ত্রুটির জন্য অনধিক একশত টাকা এবং পরবর্তীতে উক্ত ত্রুটি অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত ত্রুটি করা বা উহা অব্যাহত রাখার জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং আদালত উক্ত দণ্ড আরোপ ছাড়াও অবিলম্বে উক্ত পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়ার বা অনুলিপি সরবরাহের জন্য কোম্পানী ও উহার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আদেশ দিতে পারিবে।	**১৭৬। ডিবেঞ্চার-বহি, ডিবেঞ্চারহোল্ডার বহি পরিদর্শন এবং ট্রাষ্ট দলিলের নকল পাইবার অধিকার:** (৩) যদি এই ধারার বিধান অনুসারে পরিদর্শনে বা অনুলিপি প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয় বা উহা সরবরাহ করা না হয়, তাহা হইলে কোম্পানী প্রথমদিনে উক্ত ত্রুটির জন্য অনধিক একশত টাকা এবং পরবর্তীতে উক্ত ত্রুটি অব্যাহত থাকাকালীন প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে উক্ত ত্রুটি করা বা উহা অব্যাহত রাখার জন্য দায়ী তাহার উপরও সম-পরিমান জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং রেজিস্ট্রার উক্ত জরিমানা আরোপ ছাড়াও অবিলম্বে উক্ত পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়ার বা অনুলিপি সরবরাহের জন্য কোম্পানী ও উহার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নোটিশ দিতে পারিবে।	
৮১.		**১৮১ক। ইলেকট্রনিক হিসাব-রক্ষণ:** (১) এই আইনের অধীন সংরক্ষণীয় হিসাবের বই, ভাউচার, চালান, চুক্তি ও অন্যান্য হিসাব-সংক্রান্ত রেকর্ড ইলেকট্রনিক রূপে (ইআরপি বা ক্লাউড-ভিত্তিক ব্যবস্থাসহ) সংরক্ষণ করা যাইবে। (২) ইলেকট্রনিক চালান ও ইলেকট্রনিক চুক্তি, ধারা ৪০১ঙ এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আইনসম্মত রেকর্ড বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) ইলেকট্রনিক হিসাব-রক্ষণ ব্যবস্থায় ডিজিটাল অডিট ট্রেইল থাকিবে, যাহা কোনো এন্ট্রি সৃষ্টি, পরিবর্তন বা মুছিয়া ফেলার তারিখ, সময় ও ব্যবহারকারী রেকর্ড করিবে এবং যাহা পরিবর্তন করা যাইবে না। (৪) রেকর্ড সংরক্ষণের মেয়াদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং ধারা ৩৩৯ এ নির্ধারিত মেয়াদ এবং আয়কর আইন, ২০২৩ ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সংরক্ষণ-মেয়াদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে; একাধিক আইনে ভিন্ন মেয়াদ থাকিলে দীর্ঘতর	**যুক্তি:** কর, মূসক ও কোম্পানি আইনের রেকর্ড-সংরক্ষণ মেয়াদ সমন্বয় করা উচিত; ডিজিটাল ব্যবসায়িক রেকর্ডের সঙ্গে আইন সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। **খসড়ার সঙ্গে সংযোগ:** খসড়া ধারা ৩৩৯ এ ৫ বৎসর সংরক্ষণ আনিয়াছে। ১৮১ক(৪) এ ধারা ৩৩৯ এর মেয়াদ সূত্র হিসাবে ধরা হইয়াছে যাহাতে দুই ধারায় ভিন্ন মেয়াদ না থাকে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		মেয়াদ প্রযোজ্য হইবে। (৫) ক্লাউড-ভিত্তিক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ধারা ৪০১ঝ(৪) প্রযোজ্য হইবে।	
৮২.	**ব্যালান্স শীট, বিবরণী, খাতাপত্র এবং হিসাব** **১৮১। রক্ষণীয় হিসাব-বহি এবং উহা রতগণ না করার দন্ড:** (১) প্রত্যেক কোম্পানী নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে যথাযথ হিসাব-বহি রত্মগণ করিবে, যথা :- (ক) কোম্পানী কর্তৃক জমাকৃত এবং ব্যয়কৃত সকল অর্থ এবং উক্ত জমা ও খরচের খাত; (খ) সকল পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়; (গ) সকল পরিসম্পদ ও দায়-দেনা; এবং (ঘ) উৎপাদন, বন্টন, বিপণন, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ, শষ্য পেষণ বা চূর্ণীকরণ (milling), খনি খনন এবং খনিজ দ্রব্য উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলীতে নিয়োজিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উপকরণ, শ্রম ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহারজনিত (overhead) খরচ। (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহাতে উল্লিখিত বিষয়সমূহের যথাযথ হিসাব-বহি রক্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উহাতে কোম্পানীর বিষয়াদির সঠিক ও নিরপেক্ষ বর্ণনা এবং উহার লেনদেনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা না থাকে। (৩) উক্ত হিসাব-বহিসমূহে কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে রাখিতে হইবে এবং কোম্পানীর কার্যাবলী চলাকালীন সকল সময়ে ঐগুলি পরিচালকগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিত হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সকল বা যে কোন হিসাব-বহি বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে অনধিক ছয় মাসের জন্য রাখা যাইবে এবং পরিচালক পরিষদ এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কোম্পানী উক্ত সিদ্ধান্তের সাত দিনের মধ্যে উক্ত অন্য স্থানে পূর্ণ ঠিকানা দিয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিত নোটিশ দাখিল করিবে। (৪) বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে কোন কোম্পানীর কোন শাখা কার্যালয় থাকিলে, উক্ত কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী পালন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত কার্যালয়ে কৃত লেনদেনের সঠিক বিবরণ সম্বলিত হিসাব-বহি উক্ত কার্যালয়ে রাখা হয় এবং অনধিক তিন মাস পর পর হাল নাগাদ হিসাবের একটি সংক্ষিপ্তসার শাখা কার্যালয় কর্তৃক কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে বা উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত অন্য	**আর্থিক বিবরণী, বিবরণী, খাতাপত্র এবং হিসাব** **১৮১। রক্ষণীয় হিসাব-বহি এবং উহা রতগণ না করার দন্ড:** (১) প্রত্যেক কোম্পানী নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে যথাযথ হিসাব-বহি রত্মগণ করিবে, যথা :- (ক) কোম্পানী কর্তৃক জমাকৃত এবং ব্যয়কৃত সকল অর্থ এবং উক্ত জমা ও খরচের খাত; (খ) সকল পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়; (গ) সকল পরিসম্পদ ও দায়-দেনা; এবং (ঘ) উৎপাদন, বন্টন, বিপণন, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ, শষ্য পেষণ বা চূর্ণীকরণ (milling), খনি খনন এবং খনিজ দ্রব্য উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলীতে নিয়োজিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উপকরণ, শ্রম ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহারজনিত (overhead) খরচ। (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহাতে উল্লিখিত বিষয়সমূহের যথাযথ হিসাব-বহি রক্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি উহাতে কোম্পানীর বিষয়াদির সঠিক ও নিরপেক্ষ বর্ণনা এবং উহার লেনদেনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা না থাকে। (৩) উক্ত হিসাব-বহিসমূহে কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে রাখিতে হইবে এবং কোম্পানীর কার্যাবলী চলাকালীন সকল সময়ে ঐগুলি পরিচালকগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিত হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালক পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সকল বা যে কোন হিসাব-বহি বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানে অনধিক ছয় মাসের জন্য রাখা যাইবে এবং পরিচালক পরিষদ এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কোম্পানী উক্ত সিদ্ধান্তের সাত দিনের মধ্যে উক্ত অন্য স্থানে পূর্ণ ঠিকানা দিয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিত নোটিশ দাখিল করিবে। (৪) বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে কোন কোম্পানীর কোন শাখা কার্যালয় থাকিলে, উক্ত কোম্পানী উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী পালন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত কার্যালয়ে কৃত লেনদেনের সঠিক বিবরণ সম্বলিত হিসাব-বহি উক্ত কার্যালয়ে রাখা হয় এবং অনধিক তিন মাস পর পর হাল নাগাদ হিসাবের একটি সংক্ষিপ্তসার শাখা কার্যালয়	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	স্থানে প্রেরিত হয়। (৫) প্রত্যেক কোম্পানী চলতি বৎসরের অব্যবহিত পূর্বের অন্যূন বার বৎসর সময়কালের সকল হিসাব-বহি এবং হিসাব-বহিতে লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ভাউচার উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানী চলতি বৎসরের পূর্বে বার বৎসর অপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে নিগমিত হইয়া থাকিলে, উক্ত কোম্পানী চলতি বৎসরের পূর্বেকার সমুদয় সময়ের হিসাব-বহি এবং উহাতে লিপিবদ্ধ সকল বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ভাউচার উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিবে। (৬) উপ-ধারা (৭) এ বর্ণিত ব্যক্তিগণের কেহ, কোম্পানী কর্তৃক এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানাবলী অনুসারে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী পালনের ব্যাপারে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অথবা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কাজের ফলে উক্ত বিধানাবলী পালনে কোম্পানীর দ্বারা কোন ত্রুটি সংঘটিত হইলে, তিনি প্রতিটি অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে বা পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হইতেছেন নিম্নরূপ, যথা :- (ক) কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার বা ম্যানেজার থাকিলে, উক্ত ম্যানেজিং এজেন্ট, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার এবং কোম্পানীর অন্য সকল কর্মকর্তা, তবে ম্যানেজার ও ম্যানেজারের ব্যাংকার, নিরীক্ষক এবং আইন উপদেষ্টাগণ এই তালিকার বহির্ভূত; (খ) ম্যানেজিং এজেন্ট কোন ফার্ম হইলে, উক্ত ফার্মের প্রত্যেক অংশীদার; (গ) ম্যানেজিং এজেন্ট কোন নিগমিত সংস্থা হইলে উক্ত সংস্থার প্রত্যেক পরিচালক; (ঘ) কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালক বা জেনারেল ম্যানেজার বা ম্যানেজার না থাকিলে, উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক।	কর্তৃক কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে বা উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত অন্য স্থানে প্রেরিত হয়। (৫) প্রত্যেক কোম্পানী চলতি বৎসরের অব্যবহিত পূর্বের অন্যূন বার বৎসর সময়কালের সকল হিসাব-বহি এবং হিসাব-বহিতে লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ভাউচার উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানী চলতি বৎসরের পূর্বে বার বৎসর অপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে নিগমিত হইয়া থাকিলে, উক্ত কোম্পানী চলতি বৎসরের পূর্বেকার সমুদয় সময়ের হিসাব-বহি এবং উহাতে লিপিবদ্ধ সকল বিষয়ের সংশ্লিষ্ট ভাউচার উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিবে। (৬) উপ-ধারা (৭) এ বর্ণিত ব্যক্তিগণের কেহ, কোম্পানী কর্তৃক এই ধারার পূর্ববর্তী বিধানাবলী অনুসারে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী পালনের ব্যাপারে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অথবা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কাজের ফলে উক্ত বিধানাবলী পালনে কোম্পানীর দ্বারা কোন ত্রুটি সংঘটিত হইলে, তিনি প্রতিটি অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে বা পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ হইতেছেন নিম্নরূপ, যথা :- (ক) কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার বা ম্যানেজার থাকিলে, উক্ত ম্যানেজিং এজেন্ট, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার এবং কোম্পানীর অন্য সকল কর্মকর্তা, তবে ম্যানেজার ও ম্যানেজারের ব্যাংকার, নিরীক্ষক এবং আইন উপদেষ্টাগণ এই তালিকার বহির্ভূত; (খ) ম্যানেজিং এজেন্ট কোন ফার্ম হইলে, উক্ত ফার্মের প্রত্যেক অংশীদার; (গ) ম্যানেজিং এজেন্ট কোন নিগমিত সংস্থা হইলে উক্ত সংস্থার প্রত্যেক পরিচালক; (ঘ) কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালক বা জেনারেল ম্যানেজার বা ম্যানেজার না থাকিলে, উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক।	
৮৩.	**১৮৩। বার্ষিক ব্যালান্স শীট:** (১) ধারা ৮১ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ, এই ধারার উপ-ধারা (২) অনুসারে, একটি ব্যালান্স শীট এবং উহার লাভ-ক্ষতির হিসাব	**১৮৩। বার্ষিক আর্থিক বিবরণী:** (১) ধারা ৮১ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ, এই ধারার উপ-ধারা (২) অনুসারে, একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং উহার ~~লাভ-~~	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	অথবা, কোম্পানীটি মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত না হইলে, উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করিবে। (২) উক্ত লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নবর্ণিত সময়ের জন্য প্রণীত হইবে, যথা :- (ক) প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে, কোম্পানী নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে এমন একটি তারিখ পর্যন্ত যাহা উক্ত সাধারণ সভার তারিখের পূর্ববর্তী নয় মাসের মধ্যে পড়ে; এবং (খ) পরবর্তী যে কোন বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে, সর্বশেষ যে তারিখ পর্যন্ত হিসাব উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরবর্তী তারিখ হইতে এমন একটি তারিখ পর্যন্ত যাহা- (অ) উক্ত সভার তারিখের পূর্ববর্তী নয় মাসের মধ্যে পড়ে, অথবা (আ) বাংলাদেশের বাহিরে উক্ত কোম্পানীর ব্যবসা বা স্বার্থ থাকিলে, উক্ত সভার তারিখের পূর্ববর্তী বার মাসের মধ্যে পড়ে, অথবা (ই) ধারা ৮১ এর অধীনে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের সময়সীমা বর্ধিত করা হইলে, তদনুসারে সভা অনুষ্ঠানের তারিখের পূর্ববর্তী নয় মাস বা ক্ষেত্রমত বার মাসের মধ্যে পড়ে : তবে শর্ত থাকে যে, ৮১ ধারার বিধান সাপেক্ষে, উপরোক্ত নয় বা বার মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন পেশ করা হইলে, তিনি কোন বিশেষ কারণে উক্ত মেয়াদ অনধিক তিন মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৩) কোম্পানীর ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব অথবা আয়-ব্যয়ের হিসাব এই আইনের বিধান মোতাবেক কোম্পানীর নিরীত্মগক কর্তৃক নিরীক্ষা করাইতে হইবে; এবং উহার সহিত নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযোজন করিতে হইবে অথবা উহাদের পাদদেশে উক্ত প্রতিবেদনের উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোম্পানীর সাধারণ সভায় উক্ত প্রতিবেদন পাঠ করা হইবে ও কোম্পানীর যে কোন সদস্যের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। (৪) উপরোক্ত হিসাব যে সময় সম্পর্কিত সেই সময়কে এই আইনে 'অর্থ বত্সর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহা এক পঞ্জিকা বৎসর অপেক্ষা কম বা বেশী হইতে পারে তবে পনের মাসের বেশী হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, রেজিষ্ট্রার যদি তজ্জন্য বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন তাহা হইলে উহা আঠার মাস পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে। (৫) যকি কোন ব্যক্তি কোম্পানীর পরিচালক হইয়া এই ধারার বিধানাবলী	~~ক্ষতির হিসাব~~ লাভ-ক্ষতি এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের বিবরণী অথবা, কোম্পানীটি মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত না হইলে, উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করিবে। (২) উক্ত লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নবর্ণিত সময়ের জন্য প্রণীত হইবে, যথা :- (ক) প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে, কোম্পানী নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে এমন একটি তারিখ পর্যন্ত যাহা উক্ত সাধারণ সভার তারিখের পূর্ববর্তী নয় মাসের মধ্যে পড়ে; এবং (খ) পরবর্তী যে কোন বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে, সর্বশেষ যে তারিখ পর্যন্ত হিসাব উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরবর্তী তারিখ হইতে এমন একটি তারিখ পর্যন্ত যাহা- (অ) উক্ত সভার তারিখের পূর্ববর্তী নয় মাসের মধ্যে পড়ে, অথবা (আ) বাংলাদেশের বাহিরে উক্ত কোম্পানীর ব্যবসা বা স্বার্থ থাকিলে, উক্ত সভার তারিখের পূর্ববর্তী বার মাসের মধ্যে পড়ে, অথবা (ই) ধারা ৮১ এর অধীনে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের সময়সীমা বর্ধিত করা হইলে, তদনুসারে সভা অনুষ্ঠানের তারিখের পূর্ববর্তী নয় মাস বা ক্ষেত্রমত বার মাসের মধ্যে পড়ে : তবে শর্ত থাকে যে, ৮১ ধারার বিধান সাপেক্ষে, উপরোক্ত নয় বা বার মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন পেশ করা হইলে, তিনি কোন বিশেষ কারণে উক্ত মেয়াদ অনধিক তিন মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৩) কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণী; ~~এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব~~ লাভ-ক্ষতি এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের বিবরণী অথবা আয়-ব্যয়ের হিসাব এই আইনের বিধান মোতাবেক কোম্পানীর নিরীত্মগক কর্তৃক নিরীক্ষা করাইতে হইবে; এবং উহার সহিত নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযোজন করিতে হইবে অথবা উহাদের পাদদেশে উক্ত প্রতিবেদনের উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোম্পানীর সাধারণ সভায় উক্ত প্রতিবেদন পাঠ করা হইবে ও কোম্পানীর যে কোন সদস্যের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। (৪) উপরোক্ত হিসাব যে সময় সম্পর্কিত সেই সময়কে এই আইনে 'অর্থ বত্সর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহা এক পঞ্জিকা বৎসর অপেক্ষা কম বা বেশী হইতে পারে তবে পনের মাসের বেশী হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, রেজিষ্ট্রার যদি তজ্জন্য বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	পালনের ক্ষেত্রে সকল যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন তাহা হইলে, তিনি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৬) কোম্পানীর লাভ-ক্ষতি বা, ক্ষেত্রমমত, আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ উহার ব্যালেন্স শীট এর অনুলিপি এবং পরিচালক পর্যদের প্রতিবেদন, কোম্পানীর সদস্যগণ এবং ঐগুলি পরিদর্শনের অধিকারী অন্যান্য ব্যক্তিগণের পরিদর্শনের জন্য সাধারণ সভার পূর্বে অন্ততঃ চৌদ্দ দিন সময়ব্যাপী, কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।	তাহা হইলে উহা আঠার মাস পর্যন্ত বর্ধিত হইতে পারে। (৫) যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানীর পরিচালক হইয়া এই ধারার বিধানাবলী পালনের ক্ষেত্রে সকল যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন তাহা হইলে, তিনি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে। (৬) কোম্পানীর **লাভ-ক্ষতি এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের বিবরণী** বা, ক্ষেত্রমমত, আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ উহার আর্থিক বিবরণী এর অনুলিপি এবং পরিচালক পর্যদের প্রতিবেদন, কোম্পানীর সদস্যগণ এবং ঐগুলি পরিদর্শনের অধিকারী অন্যান্য ব্যক্তিগণের পরিদর্শনের জন্য সাধারণ সভার পূর্বে অন্ততঃ চৌদ্দ দিন সময়ব্যাপী, কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।	
৮৪.		**ধারা ১৮৩ক। আর্থিক বিবরণীর মান ও বিন্যাস:** (১) প্রত্যেক কোম্পানির পরিষদ প্রতি অর্থবৎসরের জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে, যাহা কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, আর্থিক কর্মসম্পাদন ও নগদ প্রবাহের যথার্থ ও নিরপেক্ষ চিত্র (true and fair view) উপস্থাপন করিবে। (২) আর্থিক বিবরণী আর্থিক প্রতিবেদন মান অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে; তবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নহে এমন কোম্পানি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য আইএফআরএস অনুসরণ করিতে পারিবে। (৩) "আর্থিক বিবরণী" বলিতে নিম্নবর্ণিত বিবরণী বুঝাইবে, যথা:- (ক) আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position); (খ) মুনাফা বা ক্ষতি ও অন্যান্য ব্যাপক আয়ের বিবরণী; (গ) ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণী; (ঘ) নগদ প্রবাহ বিবরণী; এবং (ঙ) গুরুত্বপূর্ণ হিসাবনীতি ও অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক তথ্যসহ টীকা: তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৮৩খ এর অধীন ক্ষুদ্র কোম্পানির ক্ষেত্রে উক্ত ধারায় নির্ধারিত বিবরণী প্রযোজ্য হইবে।	• **খসড়ার নতুন সমস্যা:** খসড়া ধারা ২২৬(১) ও (২) বিলুপ্ত করিতেছে, অথচ ধারা ৩৬ এ তফসিল ১০ এর ছক অপরিবর্তিত রাখিতেছে। ফলে তফসিল ৬–১২ এর ছকগুলোর বাধ্যতামূলক ভিত্তি থাকিতেছে না, আবার সরকারের তফসিল পরিবর্তনের ক্ষমতাও যাইতেছে। প্রস্তাবিত ২২৬(২) অন্য ছকগুলো রক্ষা করে, কেবল তফসিল ১১ বাদ যায়। সরকারের ক্ষমতা বাদ পড়ায় তফসিল ১১ বিলুপ্তি এখন আইন সংশোধন ছাড়া সম্ভব নহে; তাই একই বিলে করার প্রস্তাব। • **দ্বৈত বাধ্যবাধকতা:** আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ (সংসদে পাস ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫) এর অধীন কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(৪) আর্থিক প্রতিবেদন মান সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এই আইন ও আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ এর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ওই বিষয়ে আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ প্রাধান্য পাইবে। (৫) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের রেজিস্টার এর নির্ধারিত ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে (taxonomy) আর্থিক বিবরণী দাখিল করিবে; উক্ত ফরম্যাট আর্থিক বিবরণীর বিষয়বস্তু বা বিন্যাস নির্ধারণ করিবে না, কেবল দাখিলের কারিগরি কাঠামো নির্ধারণ করিবে।	মান অনুযায়ী মান নির্ধারণ করে (ধারা ৪০(১)(ক))। আবার কোম্পানি আইনের তফসিল ভিন্ন ছক ও শিরোনাম বাধ্য করে। এতে কোম্পানি ও নিরীক্ষককে দুইবার কাজ করিতে হয়। • **বাস্তব অবস্থা:** আইএফআরএস ফাউন্ডেশনের প্রোফাইল অনুযায়ী আইএফআরএস মান গ্রহণের কাজ এফআরসির হাতে চলমান; তাই "আর্থিক প্রতিবেদন মান" সংজ্ঞায় "কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত" লেখা হইয়াছে। এসএমইদের জন্য আইএফআরএস ফর এসএমই এর গ্রহণ-অবস্থা যাচাই প্রয়োজন। • **তুলনা:** যুক্তরাজ্য আইএএস অনুসারে বিবরণী প্রস্তুতের বিকল্প দেয় (ধারা ৩৯৫) এবং "true and fair view" বাধ্যতামূলক (ধারা ৩৯৩)। অস্ট্রেলিয়া হিসাবমান মানিতে বাধ্য করে (ধারা ২৯৬) ও "true and fair view" চায় (ধারা ২৯৭), কোনো আইনি ছক ছাড়া। ভারত এখনো তফসিল III (আইএনডি-এএস বিভাগসহ) রাখিয়াছে (যাচাইকৃত); অর্থাৎ ছক বিলুপ্তি ভারতের চেয়ে সাহসী পদক্ষেপ। • **ঝুঁকি ও প্রশমন:** ছক না থাকিলে তুলনীয়তা কমিতে পারে। তাই (ক)

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			দাখিলের জন্য আরজেএসসির ইলেকট্রনিক ট্যাক্সোনমি (ধারা ১৮৩ক(৫)) এবং (খ) আইএফআরএস-এ নাই এমন আইনগত প্রকাশের তালিকা রাখা হইয়াছে। **ধারা ৮১ এর সঙ্গে সংগতি:** খসড়ায় ধারা ৮১ সংশোধনের যৌক্তিকতায় ধারা ১৮৩ এর সময় বৃদ্ধির আবেদনের কথা আছে। এজন্য বিদ্যমান ধারা ১৮৩ প্রতিস্থাপন না করিয়া নতুন ধারা ১৮৩ক সংযোজন করা হইয়াছে, যাহাতে ধারা ১৮৩ এর সময়-সংক্রান্ত অংশ অক্ষুণ্ন থাকে।
৮৫.		ধারা ১৮৩খ। ক্ষুদ্র কোম্পানির আর্থিক বিবরণী: (১) এই আইনে "ক্ষুদ্র কোম্পানি" বলিতে এমন কোনো কোম্পানিকে বুঝাইবে, যাহা- (ক) তালিকাভুক্ত কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নহে [এবং আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ এর অধীন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নহে, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকিতে পারিবে না; (খ) এমন কোনো গ্রুপের সদস্য নহে, যাহার সম্মিলিত পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বা বার্ষিক টার্নওভার দফা (গ) এর সীমা অতিক্রম করে; (গ) সংশ্লিষ্ট অর্থবৎসরের শেষ তারিখে নিম্নবর্ণিত দুইটি শর্তের যে কোনো একটি পূরণ করে, যথা:- (২) কোনো ক্ষুদ্র কোম্পানি পরপর [দুই] অর্থবৎসরে উপ-ধারা (১) এর শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে সে ক্ষুদ্র কোম্পানির মর্যাদা হারাইবে; আবার পরপর [দুই] অর্থবৎসর শর্ত পূরণ করিলে সে পুনরায় ক্ষুদ্র কোম্পানি গণ্য হইবে।	• **ব্যয় ও সক্ষমতা:** টীকা, নগদ প্রবাহ ও ইক্যুইটি-পরিবর্তন বিবরণী প্রস্তুতে দক্ষ হিসাববিদ ও নিরীক্ষক প্রয়োজন; ক্ষুদ্র ও এক ব্যক্তি কোম্পানির জন্য এই ব্যয় অনুপাতে অনেক বেশি। দুই-বিবরণীর নিয়ম অনুপালনের বাধা কমাইবে। • **খসড়ার ধারা ৩৯২গ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য:** খসড়া এক ব্যক্তি কোম্পানির টার্নওভার-রূপান্তরের সীমা ১০০ কোটি টাকা রাখিয়াছে। এই প্রস্তাবে ক্ষুদ্র কোম্পানির জন্য দুইটি পৃথক পথ রাখা হইয়াছে: পরিশোধিত মূলধন [পাঁচ কোটি] টাকা পর্যন্ত হইলে টার্নওভার [একশত] কোটি টাকা পর্যন্ত (খসড়ার ১০০ কোটি টাকার সীমার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ); মূলধন [পাঁচ

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(৩) ধারা ১৮৩ক এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষুদ্র কোম্পানি কেবল নিম্নবর্ণিত দুইটি বিবরণী প্রস্তুত, অনুমোদন এবং (যে ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রযোজ্য) নিরীক্ষকের নিকট ও রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে, যথা:- (ক) আর্থিক অবস্থার বিবরণী (ব্যালেন্স শীট); এবং (খ) আয় বিবরণী (মুনাফা বা ক্ষতির হিসাব)। এক্ষেত্রে সংযুক্তি-১ এ প্রদত্ত ফরমেট অনুসরণ করা যেতে পারে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রস্তুত বিবরণীর সহিত নগদ প্রবাহ বিবরণী, ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণী, টীকা বা অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক প্রকাশ সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক হইবে না। (৫) উপ-ধারা (৩) এর বিবরণী দুইটি আর্থিক প্রতিবেদন মানের স্বীকৃতি ও পরিমাপ-নীতি অনুসারে উপচয়-ভিত্তিতে (accrual basis) এবং পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনামূলক অঙ্কসহ প্রস্তুত হইবে। (৬) বিবরণী দুইটিতে উপ-ধারা (১)(ঘ) অনুযায়ী অন্যূন দুইজন পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষর করিবেন এবং আর্থিক বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত হইয়াছে ও কোনো বস্তুগত তথ্য গোপন করা হয় নাই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিবেন; স্বাক্ষর ও ঘোষণার দায় প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী পরিচালকের ব্যক্তিগত দায় হইবে এবং উহা অন্য কোনো পরিচালক, কর্মকর্তা বা পেশাগত পরামর্শদাতার উপর অর্পণ করা যাইবে না। (৭) ক্ষুদ্র কোম্পানি ইচ্ছা করিলে ধারা ১৮৩ক অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করিতে পারিবে। (৮) এই ধারার কোনো বিধান- (ক) ধারা ১৮১ অনুযায়ী হিসাবের বই সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা; (খ) নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধান (নিরীক্ষা-ছাড়ের সিদ্ধান্ত পৃথক প্রস্তাবের বিষয়); (গ) আয়কর আইন, ২০২৩ বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন আর্থিক বিবরণী বা সংশ্লিষ্ট তথ্য দাখিলের বাধ্যবাধকতা; এবং (ঘ) ব্যাংক বা ঋণদাতা কর্তৃক	কোটি] টাকার অধিক হইলে টার্নওভার [পঞ্চাশ] কোটি টাকা পর্যন্ত। ফলে পূর্বের “৫০ বনাম ১০০ কোটি” অসংগতি দূর হইয়াছে। এক ব্যক্তি কোম্পানির মূলধনসীমা এখন ৫০ কোটি টাকা (পূর্বে ৫ কোটি); [পাঁচ কোটি] মূলধন-সীমা এবং [একশত] ও [পঞ্চাশ] কোটি টার্নওভার-সীমা আলোচনাসাপেক্ষ। আগের সংস্করণের যুক্তি “২০২০ সালের এক ব্যক্তি কোম্পানির সীমার সঙ্গে মিল” এখন আর খাটে না। • **“অথবা” শর্তের ঝুঁকি:** সরল “অথবা” শর্তে কম মূলধনের হইলেও বিপুল লেনদেনকারী ট্রেডিং কোম্পানি সহজ নিয়মের সুবিধা পাইতে পারিত। দুই-পথ কাঠামোয় এই ঝুঁকি কমে, কারণ [পাঁচ কোটি] টাকার অধিক মূলধনের কোম্পানির জন্য টার্নওভার-সীমা কঠোরতর [পঞ্চাশ] কোটি টাকা এবং কোনো ক্ষেত্রেই [একশত] কোটি টাকা অতিক্রম করা যাইবে না। বিকল্প: দুই পথের পরিবর্তে একক “এবং” শর্ত। • **ন্যূনতম পরিচালক ও ব্যক্তিগত দায়:** সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে প্রকাশ কম থাকায় জবাবদিহি জোরদার করা হইয়াছে: অন্যূন দুইজন পরিচালক (একজন আবাসিক)

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		ঋণের জন্য অতিরিক্ত তথ্য চাওয়ার অধিকার, ক্ষুণ্ন করিবে না।	এবং স্বাক্ষর ও ঘোষণার ব্যক্তিগত দায়। বাংলাদেশে বসবাসকারী পরিচালক রেজিস্ট্রার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও ঋণদাতার সঙ্গে যোগাযোগ এবং আইনি প্রক্রিয়া জারি নিশ্চিত করে। এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষেত্রে ধারা ৩৯২গ প্রযোজ্য থাকায় তাহাদের উপর এই দফার প্রভাব নীতিগতভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। • **জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘাত (নতুন যাচাইকৃত তথ্য):** ডিসিসিআই-এর মতে আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ অনুযায়ী ৫ কোটি টাকা বার্ষিক বিক্রয় এবং ৫০ জন কর্মী, ৩ কোটি টাকার সম্পদ বা ১ কোটি টাকার দায়ের মধ্যে যেকোনো দুইটি শর্ত পূরণ করিলে প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গণ্য হয়। এই সংজ্ঞা বহাল থাকিলে ৫–৫০ কোটি টাকা টার্নওভারের অনেক কোম্পানি দফা (ক) এ "ক্ষুদ্র" হইতে বাদ পড়িবে। সমাধান: আর্থিক প্রতিবেদন আইন, ২০১৫ এর সীমা সংশোধন (সুপারিশ), অথবা দফা (ক) এ কেবল তালিকাভুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান বাদ রাখা। FRA ও বিধির মূল পাঠ দেখিয়া নিশ্চিত করিতে হইবে। • **তুলনা:** ভারত: ধারা ২(৪০) এর শর্তাংশ (যাচাইকৃত) — এক ব্যক্তি, ক্ষুদ্র ও

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			নিষ্ক্রিয় কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে কেবল নগদ প্রবাহ বিবরণী বাদ দেওয়া যায়; ব্যালেন্স শীট, লাভ-ক্ষতি, ইক্যুইটি-পরিবর্তন ও টীকা থাকে। অর্থাৎ প্রস্তাব ভারতের চেয়ে বেশি শিথিলতা দিতেছে। অস্ট্রেলিয়া: ধারা ৪৫এ (রাজস্ব, সম্পদ ও কর্মচারীর তিন মানদণ্ডের মধ্যে যেকোনো দুইটি) এবং ধারা ২৯২(২) (স্মৃতিনির্ভর)। যুক্তরাজ্য: ধারা ৩৮১–৩৮৪, ৪৪৪ (স্মৃতিনির্ভর)। **"টীকা নহে" এর সীমা:** টীকা বাদ দিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন, ঋণ ও চলমান উদ্বেগ (going concern) সংক্রান্ত তথ্য হারাইয়া যায়, যাহা কর, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও ঋণদাতার জন্য প্রয়োজনীয়। তাই উপ-ধারা (৫) এ মূল বিবরণীতে লাইন-আইটেম এবং উপ-ধারা (৯) এ কর, ভ্যাট ও ঋণদাতার অধিকার সংরক্ষণ রাখা হইয়াছে।
৮৬.		**১৮৩গ। গ্রুপ প্রকাশ ও একত্রীকৃত আর্থিক বিবরণী:** (১) মূল কোম্পানি উহার অধস্তন কোম্পানিসমূহসহ একত্রীকৃত আর্থিক বিবরণী আর্থিক প্রতিবেদন মান (IAS/IFRS) অনুযায়ী প্রস্তুত করিবে: তবে শর্ত থাকে যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্তে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে। (২) পরিচালকগণের প্রতিবেদনে গ্রুপ-কাঠামো (মূল, অধস্তন, সহযোগী, যৌথ উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট মালিকানার শতাংশ), পারস্পরিক শেয়ারধারণ, গ্রুপের অভ্যন্তরে ঋণ, গ্যারান্টি ও জামানত (ধারা ১২১ক) প্রকাশ করিতে	• **যুক্তি:** বড় ব্যবসা গ্রুপ-কাঠামোয় পরিচালিত হইলেও আইনি কাঠামো খন্ডিত। একত্রীকৃত হিসাব, সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন ও হিতগ্রাহী প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা উচিত। • **তুলনা:** ভারতের কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১২৯(৩) (একত্রীকৃত হিসাব) ও ধারা ১৯ (অধস্তন কোম্পানি মূল

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		হইবে। (৩) কোনো অধস্তন কোম্পানি উহার মূল কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিবে না এবং পারস্পরিক শেয়ারধারণের (cross-holding) মাধ্যমে ভোটাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি হিসাবে ধারণকৃত বা এই ধারা কার্যকর হইবার পূর্ব হইতে ধারণকৃত শেয়ার ভোটাধিকার ব্যতীত ধারণ অব্যাহত থাকিতে পারিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। (৪) গ্রুপ-কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য ধারা ৩৪ক এর অধীন হিতগ্রাহী স্বত্ব ঘোষণার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। (৫) এই ধারা লঙ্ঘন করিলে কোম্পানি ও লঙ্ঘনের জন্য দায়ী প্রত্যেক পরিচালক বা কর্মকর্তা অনধিক [০] টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	কোম্পানির শেয়ার ধারণ করিতে পারে না)—স্মৃতিনির্ভর, অযাচাইকৃত। **ক্ষুদ্র কোম্পানির সঙ্গে সংগতি:** ক্ষুদ্র কোম্পানির সংজ্ঞায় এমন গ্রুপের সদস্য বাদ (ধারা ১৮৩খ(১)(খ)); গ্রুপ-প্রকাশ বৃহৎ গ্রুপের জন্য।
৮৭.		**১৮৪ক। কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব (Corporate Social Responsibility)।**— (১) প্রত্যেক তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানি এবং পঞ্চাশ কোটির অধিক পরিশোধিত মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানিতে তিন বা ততোধিক পরিচালকের সমন্বয়ে, যাহাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন স্বাধীন পরিচালক থাকিবে, কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিবে। (২) ধারা ১৮৪ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন পর্ষদের প্রতিবেদনে কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব কমিটির গঠন সম্পর্কে প্রকাশ করিতে হইবে। (৩) কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব কমিটি— (ক) সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্বের নীতিমালা প্রণয়ন ও সুপারিশ করিবে; (খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত কার্যাবলীর জন্য ব্যপিত খরচের অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করিবে; এবং	কোম্পানী আইনে CSR সংক্রান্ত ধারা ১৮৪ক অন্তর্ভুক্তকরণ করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক জটিলতা, অসামঞ্জস্যতা ও একাধিক আইনের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের জন্ম দেবে, তাই এই ধারাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিচালিত কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক কৌশল ও করপোরেট সুশাসনের অংশ হিসেবে স্বেচ্ছায় সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করে আসছে; তাছাড়া আয়কর আইন, ২০২৩-এর সংবিধিবদ্ধ বিধির অধীনে নির্দিষ্ট খাতে CSR-এ ব্যয়িত অর্থের ওপর ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট কর অব্যাহতি (Tax Exemption) ও রেগুলেটরি গাইডলাইন বিদ্যমান রয়েছে। একই বিষয়ে কোম্পানি

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(গ) সময়ে সময়ে কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব নীতি তত্ত্বাবধান করিবে। (৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক কোম্পানির পর্ষদ,— (ক) কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব কমিটি কর্তৃক কৃত সুপারিশ বিবেচনা ক্রমে কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব নীতিমালা অনুমোদন করিবে এবং উহার প্রতিবেদনে উক্ত নীতিমালার বিষয়বস্তু প্রকাশ করিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোম্পানির ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, প্রদান করিবে; এবং (খ) ইহা নিশ্চিত করিবে যে, কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। (৫) কোম্পানি উহার প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে উহার সামাজিক দায়-দায়িত্ব নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যয় করিবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত নির্ধারিত অর্থ হতে কোম্পানির পরিচালক বা কর্মকর্তা কর্মচারি ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করা যাবে না। তবে আরও শর্ত থাকে যে, কোম্পানি যদি নির্ধারিত অর্থ ব্যয় করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে পর্ষদ উক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় না হইবার কারণ উহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করিবে। (৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	আইনে পুনরায় স্বতন্ত্র CSR কমিটি গঠন, ওয়েবসাইট প্রকাশনা এবং বাধ্যতামূলক প্রতিবেদন দাখিলের বিধান যুক্ত করা হলে তা আইনি দ্বৈততা (Overlapping Legislation) তৈরি করিবে। তদুপরি, ধারাটির প্রয়োগিক কাঠামোতে বেশ কিছু বাস্তবসম্মত জটিলতা রয়েছে; যেমন—ধারা ১৮৪ক(১)-এ কমপক্ষে ৩ জন পরিচালকের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা মাত্র ২ জন, যা ২ জন পরিচালকের কোম্পানির ক্ষেত্রে কমিটি গঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব করে তুলবে। এছাড়াও, স্বাধীন পরিচালক (Independent Director) নিয়োগের বিষয়টি কেবল পাবলিক লিস্টেড কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হওয়ায় প্রাইভেট বা নন-লিস্টেড কোম্পানিতে স্বাধীন পরিচালকের উপস্থিতিতে কমিটি গঠনের শর্ত আরোপ করা অযৌক্তিক। অন্যদিকে, কোনো কোম্পানি আর্থিক লোকসানে (Loss) থাকলে বা মূলধন ঘাটতিতে পড়লে তার পক্ষে CSR খাতে অর্থ ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা বজায় রাখা ওই কোম্পানির ব্যবসায়িক পুনরুদ্ধারে চরম বাধা সৃষ্টি করিবে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কোম্পানির নিট মুনাফার ৫% সমন্বয়ে গঠিত 'কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ তহবিল' (WPPF)-এর ১০% অর্থ কল্যাণ তহবিলে প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা সামাজিক ও শ্রমিক সুরক্ষার বিষয়টি ইতোমধ্যে নিশ্চিত করে। সুতরাং, প্রচলিত রাজস্ব আইন ও শ্রম আইনে CSR এবং সামাজিক

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			সুরক্ষাসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধান বিদ্যমান থাকায় এবং প্রাইভেট ও লোকসানী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অসম্ভব হওয়ায়, ব্যবসায় সহজীকরণ ও আইনি জটিলতা এড়াতে ধারা ১৮৪ক সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে এটি কোম্পানির স্বীয় নীতি ও রাজস্ব আইনের ওপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন।
৮৮.	**১৮৫। ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবের ছক ও বিষয়বস্তু:** (১) কোম্পানীর ব্যালেন্স শীটে উহার সম্পত্তি, পরিসম্পদ, মূলধন এবং দায়দেনার একটি সংক্ষিপ্তসারসহ সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরের শেষে ঐ সবের যে অবস্থা থাকে উহার একটি সঠিক, প্রকৃত এবং নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে হইবে; এবং উক্ত ব্যালান্স শীট ও লাভ-ক্ষতির হিসাব তফসিল-১১ এর প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত ছকে অথবা, অবস্থার প্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব উহার সদৃশ কোন ছকে কিংবা সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্য কোন ছকে প্রণীত হইবে; এবং উক্ত ব্যালান্স শীট প্রস্তুত করিবার সময় যতদুর সম্ভব উক্ত খণ্ডের শেষে 'টীকা' শিরোনামে সাধারণ নির্দেশাবলী আছে তাহা যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন বীমা বা ব্যাংক কোম্পানীর ক্ষেত্রে অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সরবরাহকার্যে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে অথবা যে সকল কোম্পানীর জন্য ব্যালান্স শীটের ছক উক্ত কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণকারী আইনে বা আইনের অধীনে বিনির্দিষ্ট করা আছে সেই সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। (২) প্রত্যেক লাভ-ক্ষতির হিসাবে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লাভ বা ক্ষতির একটি সঠিক ও নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তফসিল-১১ এর দ্বিতীয় খণ্ডের বিধানাবলীর যতটুকু প্রযোজ্য হয় ততটুকু অনুসারে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন বীমা বা ব্যাংক-কোম্পানীর ক্ষেত্রে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে বা সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর অথবা যে সকল কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির হিসাবের ফরম উক্ত কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাকারী আইন বা আইনের অধীনে বিনির্দিষ্ট করা আছে সেই সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। 17[(২ক) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ এর ধারা ২(৮) এ সংজ্ঞায়িত ''জনস্বার্থ সংস্থা''	**১৮৫। আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবের ছক ও বিষয়বস্তু:** (১) কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উহার সম্পত্তি, পরিসম্পদ, মূলধন এবং দায়দেনার একটি সংক্ষিপ্তসারসহ সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরের শেষে ঐ সবের যে অবস্থা থাকে উহার একটি সঠিক, প্রকৃত এবং নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে হইবে; এবং উক্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণী ও লাভ-ক্ষতির হিসাব তফসিল-১১ এর প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত ছকে অথবা, অবস্থার প্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব উহার সদৃশ কোন ছকে কিংবা সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে অনুমোদিত অন্য কোন ছকে প্রণীত হইবে; এবং উক্ত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করিবার সময় যতদুর সম্ভব উক্ত খণ্ডের শেষে 'টীকা' শিরোনামে সাধারণ নির্দেশাবলী আছে তাহা যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন বীমা বা ব্যাংক কোম্পানীর ক্ষেত্রে অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সরবরাহকার্যে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে অথবা যে সকল কোম্পানীর জন্য আর্থিক বিবরণীর ছক উক্ত কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণকারী আইনে বা আইনের অধীনে বিনির্দিষ্ট করা আছে সেই সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। (২) প্রত্যেক লাভ-ক্ষতির হিসাবে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লাভ বা ক্ষতির একটি সঠিক ও নিরপেক্ষ বর্ণনা দিতে হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তফসিল-১১ এর দ্বিতীয় খণ্ডের বিধানাবলীর যতটুকু প্রযোজ্য হয় ততটুকু অনুসারে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন বীমা বা ব্যাংক-কোম্পানীর ক্ষেত্রে বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে বা সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর অথবা যে সকল কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির হিসাবের ফরম উক্ত কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাকারী আইন বা আইনের অধীনে বিনির্দিষ্ট করা আছে সেই সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। (৩) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে কোন শ্রেণীর	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানীর দায়িত্ব হইবে উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ও অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপন করা। (২খ) জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এরূপ কোন কোম্পানী কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন না, যদি না উহা তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ উপস্থাপিত হয়।] (৩) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে কোন শ্রেণীর কোম্পানীকে জনস্বার্থে তফসিল-১১ এর কোন বিধান পালন হইতে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা উক্ত অব্যাহতি প্রদান করিতে পারে, এবং এইরূপ অব্যাহতি শর্তহীনভাবে অথবা প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করা যাইবে। (৪) কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের আবেদনে বা উহার সম্মতিক্রমে এবং কোম্পানীর অবস্থার সহিত উপযোগী করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে, সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার ব্যালান্স শীট বা লাভ-ক্ষতির হিসাবে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে হয় সেই সমস্ত ব্যাপারে, এই আইনের অধীন আবশ্যকীয় বিষয়াবলী পরিবর্তন করিতে পারে। (৫) কোন কোম্পানীর ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব উহার বিষয়াদির অবস্থা সম্পর্কে সঠিক নিরপেক্ষ বর্ণনা প্রকাশ করে না বলিয়া গণ্য হইবে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে, উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রকাশিত হয় নাই; যথা :- (ক) কোন বীমা কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা Insurance Act, 1938 (IV of 1938) অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; (খ) কোন ব্যাংক কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ১৪ নং আইন) অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; (গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা Electricity Act, 1910 (IX of 1910) অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; (ঘ) আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা উক্ত আইন অনুযায়ী প্রকাশ করার	কোম্পানীকে জনস্বার্থে তফসিল-১১ এর কোন বিধান পালন হইতে অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা উক্ত অব্যাহতি প্রদান করিতে পারে, এবং এইরূপ অব্যাহতি শর্তহীনভাবে অথবা প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করা যাইবে। (৪) কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের আবেদনে বা উহার সম্মতিক্রমে এবং কোম্পানীর অবস্থার সহিত উপযোগী করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে, সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে, আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা লাভ-ক্ষতির হিসাবে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে হয় সেই সমস্ত ব্যাপারে, এই আইনের অধীন আবশ্যকীয় বিষয়াবলী পরিবর্তন করিতে পারে। (৫) কোন কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব উহার বিষয়াদির অবস্থা সম্পর্কে সঠিক নিরপেক্ষ বর্ণনা প্রকাশ করে না বলিয়া গণ্য হইবে না, কেবলমাত্র এই কারণে যে, উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রকাশিত হয় নাই; যথা :- (ক) কোন বীমা কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা Insurance Act, 1938 (IV of 1938) অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; (খ) কোন ব্যাংক কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ১৪ নং আইন) অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; (গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন বা সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা Electricity Act, 1910 (IX of 1910) অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; (ঘ) আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এইরূপ কোন বিষয় যাহা উক্ত আইন অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই; (ঙ) সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এমন কোন বিষয় যাহা তফসিল-১১ এর বিধানাবলী অনুযায়ী বা (৩) উপ-ধারার অধীনে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কিংবা (৪) উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। (৬) প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই ধারায় যেখানে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা লাভ-ক্ষতির হিসাবের উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	প্রয়োজন নাই; (ঙ) সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এমন কোন বিষয় যাহা তফসিল-১১ এর বিধানাবলী অনুযায়ী বা (৩) উপ-ধারার অধীনে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কিংবা (৪) উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। (৬) প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই ধারায় যেখানে ব্যালান্স শীট বা লাভ-ক্ষতির হিসাবের উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানে উক্ত ব্যালান্স শীটে বা হিসাবে প্রদত্ত এমন সব টীকাও এবং উহার সহিত সংযুক্ত এমন সব দলিলও উল্লেখিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যে টীকা বা দলিলে এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত তথ্য টীকা বা দলিলের আকারে প্রদর্শন করিতে হইবে। (৭) ধারা ১৮১ এর উপ-ধারা (৭) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি যদি কোম্পানীর সাধারণ সভায় উপস্থাপিত কোন হিসাবের ব্যাপারে এই ধারা এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী পালন করাইবার জন্য যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কোন অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না, যদি না তিনি উক্ত অপরাধ ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়া থাকেন।	উক্ত আর্থিক বিবরণীতে বা হিসাবে প্রদত্ত এমন সব টীকাও এবং উহার সহিত সংযুক্ত এমন সব দলিলও উল্লেখিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যে টীকা বা দলিলে এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত তথ্য টীকা বা দলিলের আকারে প্রদর্শন করিতে হইবে। (৭) ধারা ১৮১ এর উপ-ধারা (৭) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি যদি কোম্পানীর সাধারণ সভায় উপস্থাপিত কোন হিসাবের ব্যাপারে এই ধারা এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী পালন করাইবার জন্য যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কোন অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না, যদি না তিনি উক্ত অপরাধ ইচ্ছাকৃতভাবে করিয়া থাকেন।	
৮৯.	**১৮৬। নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটে উহার অধীনস্থ কোম্পানীর কতিপয় তথ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ:** (১) অর্থ বৎসরের শেষে কোন নিয়ন্ত্রণকারী এক বা একাধিক অধীনস্থ কোম্পানী থাকিলে, এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের সহিত উক্ত প্রতিটি অধীনস্থ কোম্পানী সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে :- (ক) অধীনস্থ কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের অনুলিপি; (খ) উহার লাভক্ষতির হিসাবের অনুলিপি; (গ) উহার পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদনের অনুলিপি; (ঘ) উহার নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদনের অনুলিপি; (ঙ) অধীনস্থ কোম্পানীতে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর স্বার্থের বিবরণ, যাহা উপ-ধারা (৩) অনুসারে হইবে; (চ) উপ-ধারা (৮) এ উলেস্্নখিত বিবরণ, যদি থাকে; এবং (ছ) উপ-ধরা (৯) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন, যদি থাকে।	**১৮৬। নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটে উহার অধীনস্থ কোম্পানীর কতিপয় তথ্য অন্তর্ভুক্তিকরণ:** (১) অর্থ বৎসরের শেষে কোন নিয়ন্ত্রণকারী এক বা একাধিক অধীনস্থ কোম্পানী থাকিলে, এইরূপ নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের সহিত উক্ত প্রতিটি অধীনস্থ কোম্পানী সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে :- (ক) অধীনস্থ কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের অনুলিপি; (খ) উহার লাভক্ষতির হিসাবের অনুলিপি; (গ) উহার পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদনের অনুলিপি; (ঘ) উহার নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদনের অনুলিপি; (ঙ) অধীনস্থ কোম্পানীতে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর স্বার্থের বিবরণ, যাহা উপ-ধারা (৩) অনুসারে হইবে; (চ) উপ-ধারা (৮) এ উল্লেখিত বিবরণ, যদি থাকে; এবং (ছ) উপ-ধরা (৯) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন, যদি থাকে।	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(২) উপ-ধারা (১) এর (ক) দফায় বর্ণিত ব্যালান্স শীট এই আইনের নির্দেশাবলী অনুসারে প্রণীত হইবে এবং উহাতে অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসরের এমন শেষ তারিখ পর্যন্ত বর্ণনা থাকিবে যে তারিখ নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের তারিখের অব্যবহিত পূর্বের তারিখ হয়। (৩) উপ-ধারা (২)- েত বর্ণিত অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসরের মেয়াদ এর জন্য উপ-ধারা (১) এর (খ), (গ) এবং (ঘ) দফায় উল্লিখিত লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং পরিচালকমন্ডলী ও নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই আইনের ঐ সকল বিধান অনুসরণ করিতে হইবে যাহা যে কোন কোম্পানীর লাভক্ষতির হিসাব এবং উক্ত প্রতিবেদনগুলির ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হয়। (৪) অধীনস্থ কোম্পানীর পূর্বোক্ত অর্থ-বৎসর এমন কোন তারিখে শেষ হইবে না যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার তারিখের একশত আশি দিন পূর্বে হয়। (৫) যে ক্ষেত্রে কোন অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ-বৎসরের মেয়াদ উহার নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ-বৎসরের মেয়াদ অপেক্ষা স্বল্পতর হয়, সেক্ষেত্রে (২), (৩) এবং (৪) উপ-ধারায় বর্ণিত উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসর বলিতে উহার এমন দুই বা ততোধিক অর্থ বৎসর বুঝাইবে যাহাদের মেয়াদ সর্ব সাকুল্যে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বৎসরের মেয়াদ অপেক্ষা কম হইবে না। (৬) উপ-ধারা (১) এর (ঙ) দফায় উল্লিখিত বিবরণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ করিতে হইবে :- (ক) অধীনস্থ কোম্পানীতে উহার অর্থ-বৎসরের শেষে অথবা একাধিক অর্থ-বৎসরের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বৎসরের শেষে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর বিবদ্যমান স্বার্থের পরিধি; (খ) অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি, যাহা প্রযোজ্য, বাদ দেওয়ার পর উহার সর্বমোট নীট ক্ষতিতে বা মুনাফায় নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর সদস্যগণের যে অংশ আছে অথচ যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর হিসাবে বর্ণিত হয় নাই তাহার বর্ণনা,- (অ) অধীনস্থ কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থ-বৎসরের বা অর্থ বৎসরসমূহের জন্য; (আ) যখন হইতে উহা অধীনস্থ কোম্পানী হইয়াছে সেই সময়ের পরবর্তী অর্থ বৎসরগুলির জন্য; (গ) অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ, যাহা প্রযোজ্য বাদ	(২) উপ-ধারা (১) এর (ক) দফায় বর্ণিত আর্থিক অবস্থার বিবরণী এই আইনের নির্দেশাবলী অনুসারে প্রণীত হইবে এবং উহাতে অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসরের এমন শেষ তারিখ পর্যন্ত বর্ণনা থাকিবে যে তারিখ নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের তারিখের অব্যবহিত পূর্বের তারিখ হয়। (৩) উপ-ধারা (২)- েত বর্ণিত অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসরের মেয়াদ এর জন্য উপ-ধারা (১) এর (খ), (গ) এবং (ঘ) দফায় উল্লিখিত লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং পরিচালকমন্ডলী ও নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই আইনের ঐ সকল বিধান অনুসরণ করিতে হইবে যাহা যে কোন কোম্পানীর লাভক্ষতির হিসাব এবং উক্ত প্রতিবেদনগুলির ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হয়। (৪) অধীনস্থ কোম্পানীর পূর্বোক্ত অর্থ-বৎসর এমন কোন তারিখে শেষ হইবে না যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার তারিখের একশত আশি দিন পূর্বে হয়। (৫) যে ক্ষেত্রে কোন অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ-বৎসরের মেয়াদ উহার নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ-বৎসরের মেয়াদ অপেক্ষা স্বল্পতর হয়, সেক্ষেত্রে (২), (৩) এবং (৪) উপ-ধারায় বর্ণিত উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসর বলিতে উহার এমন দুই বা ততোধিক অর্থ বৎসর বুঝাইবে যাহাদের মেয়াদ সর্ব সাকুল্যে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বৎসরের মেয়াদ অপেক্ষা কম হইবে না। (৬) উপ-ধারা (১) এর (ঙ) দফায় উল্লিখিত বিবরণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ করিতে হইবে :- (ক) অধীনস্থ কোম্পানীতে উহার অর্থ-বৎসরের শেষে অথবা একাধিক অর্থ-বৎসরের ক্ষেত্রে সর্বশেষ বৎসরের শেষে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর বিবদ্যমান স্বার্থের পরিধি; (খ) অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতি, যাহা প্রযোজ্য, বাদ দেওয়ার পর উহার সর্বমোট নীট ক্ষতিতে বা মুনাফায় নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর সদস্যগণের যে অংশ আছে অথচ যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর হিসাবে বর্ণিত হয় নাই তাহার বর্ণনা,- (অ) অধীনস্থ কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থ-বৎসরের বা অর্থ বৎসরসমূহের জন্য; (আ) যখন হইতে উহা অধীনস্থ কোম্পানী হইয়াছে সেই সময়ের পরবর্তী অর্থ বৎসরগুলির জন্য;	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	দেওয়ার পর উহার সর্বমোট নীট ক্ষতি বা মুনাফার যতটুকু বর্ণিত হইয়াছে ততটুকুর বর্ণনা- (অ) অধীনস্থ কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থ-বৎসর বা বৎসরগুলির জন্য; এবং (আ) যখন হইতে অধীনস্থ কোম্পানী হইয়াছে সেই সময়ের পরবর্তী অর্থ-বৎসরগুলির জন্য। (৭) উপ-ধারা (৬) এর (খ) ও (গ) দফাসমূহ কেবলমাত্র অধীনস্থ কোম্পানীর সেই লাভক্ষতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর হিসাবে যথাযথভাবে রাজস্ব লাভ-ক্ষতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে; এবং উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীতে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর বা উহার অন্য কোন অধীনস্থ কোম্পানীর যে শেয়ার থাকে সেই শেয়ার বাবদ উহা অর্জনের পূর্ববর্তী সময়ের যে লাভ-অগতি ছিল তাহা উক্ত দফাদ্বয় বা নিয়ন্ত্রণকারীর কোম্পানীর অন্য কোন উদ্দেশ্য হিসাব করা হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উহা হিসাব করা যাইবে- (ক) যেক্ষেত্রে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী নিজেই, অন্য কোন সংস্থার অধীনস্থ, এবং (খ) যেক্ষেত্রে ঐ শেয়ারগুলি উক্ত অন্য সংস্থা বা উহার অন্য কোন অধীনস্থ কোম্পানী হইতে অর্জিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা : কোন লাভ বা ক্ষতি উল্লিখিত "পূর্ববর্তী সময়ের" লাভ বা ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে কিনা তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, অধীনস্থ কোম্পানীর কোন অর্থ বৎসরের লাভ ক্ষতিকে যদি প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত সময়কালের জন্য যুক্তিসংগত নির্ভুলতার সহিত বিভাজন করিয়া দেখান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত লাভ-ক্ষতি ঐ বৎসরব্যাপী প্রতিদিন উপচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উক্ত সময়কালের লাভ-ক্ষতি দেখানো হইবে। (৮) যেক্ষেত্রে (৫) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসরের বা বৎসর সমূহের সহিত নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বৎসরের সহিত মিল না হয়, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের একটি বিবরণ সংযোজিত করিতে হইবে, যথা :- (ক) অধীনস্থ কোম্পানীর উক্ত অর্থ বৎসর বা অর্থ বত্সরসমূহের সর্বশেষ বৎসরের শেষাবধি এবং নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বত্সরের শেষাবধি সময়ের মধ্যে উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীতে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর স্বার্থের	(গ) অধীনস্থ কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ, যাহা প্রযোজ্য বাদ দেওয়ার পর উহার সর্বমোট নীট ক্ষতি বা মুনাফার যতটুকু বর্ণিত হইয়াছে ততটুকুর বর্ণনা- (অ) অধীনস্থ কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থ-বৎসর বা বৎসরগুলির জন্য; এবং (আ) যখন হইতে অধীনস্থ কোম্পানী হইয়াছে সেই সময়ের পরবর্তী অর্থ-বৎসরগুলির জন্য। (৭) উপ-ধারা (৬) এর (খ) ও (গ) দফাসমূহ কেবলমাত্র অধীনস্থ কোম্পানীর সেই লাভক্ষতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর হিসাবে যথাযথভাবে রাজস্ব লাভ-ক্ষতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে; এবং উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীতে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর বা উহার অন্য কোন অধীনস্থ কোম্পানীর যে শেয়ার থাকে সেই শেয়ার বাবদ উহা অর্জনের পূর্ববর্তী সময়ের যে লাভ-অগতি ছিল তাহা উক্ত দফাদ্বয় বা নিয়ন্ত্রণকারীর কোম্পানীর অন্য কোন উদ্দেশ্য হিসাব করা হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উহা হিসাব করা যাইবে- (ক) যেক্ষেত্রে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী নিজেই, অন্য কোন সংস্থার অধীনস্থ, এবং (খ) যেক্ষেত্রে ঐ শেয়ারগুলি উক্ত অন্য সংস্থা বা উহার অন্য কোন অধীনস্থ কোম্পানী হইতে অর্জিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা : কোন লাভ বা ক্ষতি উল্লিখিত "পূর্ববর্তী সময়ের" লাভ বা ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে কিনা তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, অধীনস্থ কোম্পানীর কোন অর্থ বৎসরের লাভ ক্ষতিকে যদি প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত সময়কালের জন্য যুক্তিসংগত নির্ভুলতার সহিত বিভাজন করিয়া দেখান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত লাভ-ক্ষতি ঐ বৎসরব্যাপী প্রতিদিন উপচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উক্ত সময়কালের লাভ-ক্ষতি দেখানো হইবে। (৮) যেক্ষেত্রে (৫) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন অধীনস্থ কোম্পানীর অর্থ বৎসরের বা বৎসর সমূহের সহিত নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বৎসরের সহিত মিল না হয়, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের একটি বিবরণ সংযোজিত করিতে হইবে, যথা :- (ক) অধীনস্থ কোম্পানীর উক্ত অর্থ বৎসর বা অর্থ বত্সরসমূহের সর্বশেষ বৎসরের শেষাবধি এবং নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বত্সরের শেষাবধি	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়া থাকে তবে কি পরিবর্তন হইয়াছে; (খ) অধীনস্থ কোম্পানী উক্ত অর্থ বৎসর বা বৎসরসমূহের সর্বশেষ বত্সরের শেষাবধি এবং নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বত্সরের শেষাবধি সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ :- (অ) অধীনস্থ কোম্পানীর স্থায়ী পরিসম্পদ; (আ) ইহার বিনিয়োগসমূহ; (ই) তৎকর্তৃক প্রদত্ত ঋণের অর্থ; (ঈ) চলতি দায়-দেনা পরিশোধ করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তত্কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ। (৯) উপ-ধারা (৭) এ বিনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে যদি নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ কোন কারণবশতঃ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তৎসম্পর্কে উক্ত কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের সহিত একটি লিখিত প্রতিবেদন সংযোজিত করিতে হইবে। (১০) উপ-ধারা (১) এর (ঙ), (চ) এবং (ছ) দফায় বর্ণিত দলিলপত্র সেই সকল ব্যক্তি কর্তৃক স্বাত্মগরিত হইবে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর ব্যালান্স শীট স্বাক্ষর করিতে হয়। (১১) কোন নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের আবেদনে অথবা উহার সম্মতিক্রমে সরকার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই ধারার বিধানবালী উহার অধীনস্থ কোম্পানীর কোন ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে না অথবা এই ধারার ততটুকু প্রযোজ্য হইবে যতটুকু উক্ত নির্দেশে বিনির্দিষ্ট থাকে। (১২) যদি ১৮১ ধারার (৭) উপ-ধারায় উলেস্্নখিত কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধানাবলী পালনের ত্মেগত্রে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত কার্যধারায় ইহা একটি প্রমাণযোগ্য কৈফিয়ৎ হইবে যে, এই ধারার বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য একজন যোগ্য এবং আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি উক্ত দায়িত্ব সম্পাদন করার মত অবস্থায় ছিলেন : আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকেই এইরূপ কোন অপরাধের জন্য	সময়ের মধ্যে উক্ত অধীনস্থ কোম্পানীতে নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর স্বার্থের কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়া থাকে তবে কি পরিবর্তন হইয়াছে; (খ) অধীনস্থ কোম্পানী উক্ত অর্থ বৎসর বা বৎসরসমূহের সর্বশেষ বত্সরের শেষাবধি এবং নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর অর্থ বত্সরের শেষাবধি সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ :- (অ) অধীনস্থ কোম্পানীর স্থায়ী পরিসম্পদ; (আ) ইহার বিনিয়োগসমূহ; (ই) তৎকর্তৃক প্রদত্ত ঋণের অর্থ; (ঈ) চলতি দায়-দেনা পরিশোধ করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তত্কর্তৃক গৃহীত ঋণের অর্থ। (৯) উপ-ধারা (৭) এ বিনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে যদি নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর পরিচালক পরিষদ কোন কারণবশতঃ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তৎসম্পর্কে উক্ত কোম্পানীর ব্যালান্স শীটের সহিত একটি লিখিত প্রতিবেদন সংযোজিত করিতে হইবে। (১০) উপ-ধারা (১) এর (ঙ), (চ) এবং (ছ) দফায় বর্ণিত দলিলপত্র সেই সকল ব্যক্তি কর্তৃক স্বাত্মগরিত হইবে যে সকল ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণী স্বাক্ষর করিতে হয়। (১১) কোন নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের আবেদনে অথবা উহার সম্মতিক্রমে সরকার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই ধারার বিধানবালী উহার অধীনস্থ কোম্পানীর কোন ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে না অথবা এই ধারার ততটুকু প্রযোজ্য হইবে যতটুকু উক্ত নির্দেশে বিনির্দিষ্ট থাকে। (১২) যদি ১৮১ ধারার (৭) উপ-ধারায় উল্লেখিত কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধানাবলী পালনের ত্মেগত্রে যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত কার্যধারায় ইহা একটি প্রমাণযোগ্য কৈফিয়ৎ হইবে যে, এই ধারার বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য একজন যোগ্য এবং আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি উক্ত দায়িত্ব সম্পাদন করার মত অবস্থায় ছিলেন :	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না, যদি না তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত অপরাধ করিয়া থাকেন।	আরও শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকেই এইরূপ কোন অপরাধের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে না, যদি না তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত অপরাধ করিয়া থাকেন।	
৯০.	**১৮৯। ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রমাণীকরণ (authentication):** (১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, প্রত্যেক কোম্পানীর ব্যালান্স শীট, এবং লাভ-ক্ষতির অথবা আয়-ব্যয়ের হিসাব, পরিচালক পরিষদের পক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে, যথা :- (ক) ব্যাংক-কোম্পানীর ক্ষেত্রে, ম্যানেজিং এজেন্ট, যদি থাকেন এবং যদি কোম্পানীর তিন জনের অধিক পরিচালক থাকেন তবে তাহাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ তিন জন অথবা যদি তিন জনের অধিক পরিচালক না থাকেন, তাহা হইলে সকল পরিচালক; (খ) অন্য যে কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা সচিব, যদি থাকেন, এবং ইহা ছাড়াও কোম্পানীর অন্যূন দুইজন পরিচালক, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যদি থাকেন। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী যতজন পরিচালকের স্বাত্মগর প্রয়োজন হয় ততজন পরিচালক কোন সময় বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে, ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব বাংলাদেশে অবস্থানকারী সকল পরিচালক কর্তৃক, এমনকি একজন হইলেও তৎকর্তৃক, স্বাক্ষরিত হইবে; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাবের সহিত উপ-ধারা (১) এর বিধান পালন না করার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত সকল পরিচালক বা একজন পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি সংযুক্ত করিতে হইবে। (৩) পরিচালক পরিষদের পক্ষ হইতে ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষগতির বা আয়-ব্যয়ের হিসাব এই ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী স্বাত্মগরিত হওয়ার পূর্বে এবং ঐগুলির উপর নিরীক্ষগণের প্রতিবেদন প্রদানের উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট পেশ করার পূর্বে ঐগুলি পরিচালক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। (৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) অনুযায়ী যে ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির বা আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বাত্মগরিত হওয়া প্রয়োজন তাহা তদনুযায়ী স্বাক্ষরিত হওয়া ব্যতিরেকেই যদি ইস্যু, প্রচার বা প্রকাশ করা হয়, অথবা ১৮৬ ধারা অনুসারে ব্যালান্স শীটের সহিত ক্ষেত্র বিশেষে যে লাভ-ক্ষতির হিসাব বা	**১৮৯। আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রমাণীকরণ (authentication):** (১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, প্রত্যেক কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণী , এবং লাভ-ক্ষতির অথবা আয়-ব্যয়ের হিসাব, পরিচালক পরিষদের পক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে, যথা :- (ক) ব্যাংক-কোম্পানীর ক্ষেত্রে, ম্যানেজিং এজেন্ট, যদি থাকেন এবং যদি কোম্পানীর তিন জনের অধিক পরিচালক থাকেন তবে তাহাদের মধ্য হইতে অন্ততঃ তিন জন অথবা যদি তিন জনের অধিক পরিচালক না থাকেন, তাহা হইলে সকল পরিচালক; (খ) অন্য যে কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা সচিব, যদি থাকেন, এবং ইহা ছাড়াও কোম্পানীর অন্যূন দুইজন পরিচালক, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যদি থাকেন। (২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী যতজন পরিচালকের স্বাত্মগর প্রয়োজন হয় ততজন পরিচালক কোন সময় বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে, আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব বাংলাদেশে অবস্থানকারী সকল পরিচালক কর্তৃক, এমনকি একজন হইলেও তৎকর্তৃক, স্বাক্ষরিত হইবে; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাবের সহিত উপ-ধারা (১) এর বিধান পালন না করার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত সকল পরিচালক বা একজন পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি সংযুক্ত করিতে হইবে। (৩) পরিচালক পরিষদের পক্ষ হইতে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষগতির বা আয়-ব্যয়ের হিসাব এই ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী স্বাত্মগরিত হওয়ার পূর্বে এবং ঐগুলির উপর নিরীক্ষগণের প্রতিবেদন প্রদানের উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট পেশ করার পূর্বে ঐগুলি পরিচালক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। (৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) অনুযায়ী যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষতির বা আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বাত্মগরিত হওয়া প্রয়োজন তাহা তদনুযায়ী স্বাক্ষরিত হওয়া ব্যতিরেকেই যদি ইস্যু, প্রচার বা প্রকাশ করা হয়, অথবা ১৮৬ ধারা অনুসারে ব্যালান্স শীটের সহিত ক্ষেত্র বিশেষে যে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	হিসাবপত্র বা প্রতিবেদন বা বিবৃতি, অথবা ১৮৫ ধারায় উল্লিখিত যে নিরীক্ষা-প্রতিবেদন এবং পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন সংযোজিত করিতে হয়, তাহা সংযোজিত না করিয়া যদি কোন ব্যালান্স শীটের অনুলিপি ইস্যু, প্রচার বা প্রকাশ করা হয়, অথবা এই ধারার অন্যান্য বিধান পালনে ব্যর্থতা ঘটে, তাহা হইলে কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ত্রুটির বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি, অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	লাভ-ক্ষতির হিসাব বা হিসাবপত্র বা প্রতিবেদন বা বিবৃতি, অথবা ১৮৫ ধারায় উল্লিখিত যে নিরীক্ষা-প্রতিবেদন এবং পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন সংযোজিত করিতে হয়, তাহা সংযোজিত না করিয়া যদি কোন ব্যালান্স শীটের অনুলিপি ইস্যু, প্রচার বা প্রকাশ করা হয়, অথবা এই ধারার অন্যান্য বিধান পালনে ব্যর্থতা ঘটে, তাহা হইলে কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ত্রুটির বা ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি, অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৯১.	**১৯০। ব্যালান্স শীটের অনুলিপি ইত্যাদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল:** (১) কোন কোম্পানীর ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষগতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব উহার বার্ষিক সাধারণ সভায় যে তারিখে উপস্থাপিত হয় সেই তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে, অথবা যেক্ষেত্রে কোন বৎসরে কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেক্ষেত্রে এই আইনের বিধান অনুসারে যে সর্বশেষ তারিখে বা তৎপূর্বে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হওয়া বিধেয় ছিল সেই তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশদিনের মধ্যে, কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা সচিব অথবা, যদি কোম্পানীতে এইরূপ পদধারী কেহ না থাকেন, তদবস্থায়, কোম্পানীর একজন পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং তৎসহ এই আইনের বিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যালান্স শীট এবং হিসাবের সহিত যে সমস্ত দলিল সংযোজিত বা অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ঐগুলির তিনটি করিয়া অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষগতির হিসাবের অনুলিপি পৃথক পৃথকভাবে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে : আরও শর্ত থাকে যে, কোন পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ নয় এইরূপ প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার কোন সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর লাভ-ক্ষগতির হিসাবের অনুলিপি পরিদর্শন বা উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করার অধিকারী হইবে না। (২) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত ব্যালান্স শীট উক্ত সভায় অনুমোদিত না হইলে কিংবা কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হইলে, ব্যালান্স শীট অনুমোদিত না হওয়া বা ক্ষেত্রমত উক্ত সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া সম্পর্কে একটি বিবৃতি এবং অনুমোদিত বা অনুষ্ঠিত না হওয়ার	**১৯০। আর্থিক অবস্থার বিবরণীর অনুলিপি ইত্যাদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল:** (১) কোন কোম্পানীর **আর্থিক অবস্থার বিবরণী** এবং লাভ-ক্ষগতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব উহার বার্ষিক সাধারণ সভায় যে তারিখে উপস্থাপিত হয় সেই তারিখ হইতে ত্রিশদিনের মধ্যে, অথবা যেক্ষেত্রে কোন বৎসরে কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই, সেক্ষেত্রে এই আইনের বিধান অনুসারে যে সর্বশেষ তারিখে বা তৎপূর্বে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হওয়া বিধেয় ছিল সেই তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশদিনের মধ্যে, কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজার বা সচিব অথবা, যদি কোম্পানীতে এইরূপ পদধারী কেহ না থাকেন, তদবস্থায়, কোম্পানীর একজন পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত **আর্থিক অবস্থার বিবরণী** এবং লাভ-ক্ষতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং তৎসহ এই আইনের বিধান অনুযায়ী উক্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং হিসাবের সহিত যে সমস্ত দলিল সংযোজিত বা অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ঐগুলির তিনটি করিয়া অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং লাভ-ক্ষগতির হিসাবের অনুলিপি পৃথক পৃথকভাবে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে : আরও শর্ত থাকে যে, কোন পাবলিক কোম্পানীর অধীনস্থ নয় এইরূপ প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার কোন সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর লাভ-ক্ষগতির হিসাবের অনুলিপি পরিদর্শন বা উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করার অধিকারী হইবে না। (২) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত আর্থিক অবস্থার বিবরণী উক্ত সভায় অনুমোদিত না হইলে কিংবা কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হইলে, আর্থিক অবস্থার বিবরণী অনুমোদিত না হওয়া বা ক্ষেত্রমত উক্ত সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া সম্পর্কে একটি বিবৃতি এবং অনুমোদিত বা	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	কারণসমূহ উক্ত ব্যালান্স শীটের সহিত এবং উহার যে সমস্ম অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় সেই সমস্ত অনুলিপির সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। (৩) যদি কোন কোম্পানী এই ধারার নির্দেশাবলী পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী, উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য ক্ষমতা বা অনুমতি প্রদান করেন তিনিও, একই অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণসমূহ উক্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সহিত এবং উহার যে সমস্ম অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হয় সেই সমস্ত অনুলিপির সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। (৩) যদি কোন কোম্পানী এই ধারার নির্দেশাবলী পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী, উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য ক্ষমতা বা অনুমতি প্রদান করেন তিনিও, একই অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৯২.	**১৯১। হিসাব এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে সদস্য ইত্যাদির অধিকার:** (১) কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী হউন বা না হউন, কোম্পানির প্রত্যেক সদস্য এবং, যে সব ডিবেঞ্চার প্রদর্শন মাত্র উহার বাহককে উহাতে বিনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে হয় সে সব ডিবেঞ্চার ব্যতীত অন্যান্য ডিবেঞ্চারের প্রত্যেক ধারক, এবং ডিবেঞ্চার ধারকগণের প্রত্যেক ট্রাষ্টী এর নিকট উক্ত সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী অন্যান্য সকল ব্যক্তির নিকট, কোম্পানির লাভ-ক্ষতির হিসাব বা ক্ষেত্রমত উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য দলিল, যাহা আইনানুসারে ব্যালান্স শীটের সহিত সংযুক্ত বা উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ঐগুলিসহ যে ব্যালান্স শীট কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে, সেই ব্যালান্স শীটের একটি অনুলিপি বিনামূল্যে সভার তারিখের অন্যূন চৌদ্দদিন পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে,- (ক) শেয়ার-মূলধনবিহীন কোম্পানির ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারা অনুযায়ী এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারীর নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (খ) এই উপ-ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যথা :- (অ) কোম্পানির এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারী, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এবং যাহার ঠিকানা কোম্পানির জানা নাই; (আ) উক্ত নোটিশ পাওয়ার অধিকারী নহেন এইরূপ যৌথ শেয়ার-হোল্ডারগণ বা যৌথ ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন	**১৯১। হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তি সম্পর্কিত অধিকার:** (১) কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী হউন বা না হউন, কোম্পানির প্রত্যেক সদস্য এবং, যে সব ডিবেঞ্চার প্রদর্শন মাত্র উহার বাহককে উহাতে বিনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে হয় সে সব ডিবেঞ্চার ব্যতীত অন্যান্য ডিবেঞ্চারের প্রত্যেক ধারক, এবং ডিবেঞ্চার ধারকগণের প্রত্যেক ট্রাষ্টী এর নিকট উক্ত সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী অন্যান্য সকল ব্যক্তির নিকট, কোম্পানির লাভ-ক্ষতির হিসাব বা ক্ষেত্রমত উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য দলিল, যাহা আইনানুসারে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সহিত সংযুক্ত বা উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ঐগুলিসহ যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে, সেই ব্যালান্স শীটের একটি অনুলিপি বা **ইলেকট্রনিক কপি** বিনামূল্যে সভার তারিখের অন্যূন ২১ (একুশ) দিন পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে,- (ক) শেয়ার-মূলধনবিহীন কোম্পানির ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারা অনুযায়ী এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারীর নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (খ) এই উপ-ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যথা :- (অ) কোম্পানির এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারী, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এবং যাহার ঠিকানা কোম্পানির জানা নাই; (আ) উক্ত নোটিশ পাওয়ার অধিকারী নহেন এইরূপ যৌথ শেয়ার-হোল্ডারগণ বা যৌথ ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন	কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত কাগজের অনুলিপির পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ এবং সময়সীমা ১৪ দিনের পরিবর্তে ২১ দিন নির্ধারণ করার প্রস্তাবটি অত্যন্ত যুগোপযোগী। তবে মূল আইনে কেবল 'ইলেকট্রনিক কপি' উল্লেখ থাকলে বাস্তবে এটি কীভাবে প্রেরিত হইবে—যেমন ইমেইল, নির্দিষ্ট ওয়েব পোর্টাল লিঙ্ক, সাইবার নিরাপত্তার মানদণ্ড, কিংবা ইমেইল বা মেসেজ ডেলিভারির আইনগত প্রমাণাদি (Delivery/Receipt Confirmation) সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগত জটিলতা তৈরি হতে পারে। এই বিভ্রান্তি দূর করতে আইন সংশোধনীর সাথে একটি স্বতন্ত্র প্রবিধানমালা (Rules/Regulations) প্রণয়নের বিধান রাখা আবশ্যক। প্রবিধানমালার মাধ্যমে সরকার ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট প্রেরণের সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড (যেমন: এনক্রিপ্টেড ইমেইল, রেজিস্টার্ড ডিজিটাল পোর্টাল ব্যবহার, এবং ডেটা প্রাইভেসি) নির্ধারণ করে দিলে পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সহজ, নিরাপদ ও দ্রুততর হইবে। এতে একদিকে যেমন কোম্পানিগুলোর কোটি কোটি টাকার ডাক ও কাগজ মুদ্রণ খরচ বাঁচাবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM)

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	একজন ব্যতীত অন্য সকল ধারকগণ; (ই) শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের যৌথ ধারকগণের মধ্যে কতিপয় ধারক উক্ত নোটিশ পাইবার অধিকারী এবং কতিপয় নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এইরূপ ক্ষেত্রে, যাহারা নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (গ) উপরোক্ত দলিলপত্রের অনুলিপি সভার তারিখ হইতে চৌদ্দদিনের কম সময়ের পূর্বে প্রেরণ করা সত্ত্বেও যদি তৎসম্পর্কে উক্ত সভায় ভোটদানের অধিকারী সদস্যগণ আপত্তি উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে উক্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	একজন ব্যতীত অন্য সকল ধারকগণ; (ই) শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের যৌথ ধারকগণের মধ্যে কতিপয় ধারক উক্ত নোটিশ পাইবার অধিকারী এবং কতিপয় নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এইরূপ ক্ষেত্রে, যাহারা নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (গ) উপরোক্ত দলিলপত্রের অনুলিপি সভার তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিনের কম সময়ের পূর্বে প্রেরণ করা সত্ত্বেও যদি তৎসম্পর্কে উক্ত সভায় ভোটদানের অধিকারী সদস্যগণ আপত্তি উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে উক্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	প্রস্তুতির প্রক্রিয়ায় অটোমেশন আসবে, অন্যদিকে শেয়ারহোল্ডারদের তথ্য পাওয়ার আইনগত অধিকার ও সুরক্ষাও শতভাগ নিশ্চিত হইবে।
৯৩.	**১৯২। কতিপয় কোম্পানী ও সমিতি কর্তৃক তফসিল ১২-তে বর্ণিত ছকে বিবৃতি প্রকাশ:** (১) কোন কোম্পানী সীমিতদায় সম্পন্ন ব্যাংক বা বীমা কোম্পানী অথবা আমানত (deposit) সমিতি, ভবিষ্য-তহবিল (provident) সমিতি বা কল্যাণ সমিতি (benefit socieity) হইলে, উক্ত কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ করার পূর্বে এবং তৎপর যে যে বৎসর উহার কার্যাবলী চালু থাকে সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সোমবার এবং আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবার, তফসিল ১২-তে বিধৃত ছকে অথবা অবস্থার প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব উহার সদৃশ কোন ছকে একটি বিবৃতি, অতঃপর এই ধারায় উক্ত বিবৃতি বলিয়া উল্লেখিত, প্রণয়ন করিবে। (২) কোম্পানীর সদস্যগণের সভায় উপস্থাপিত সর্বশেষ নিরীক্ষিগত ব্যালান্স শীটের একটি অনুলিপি এবং উক্ত বিবৃতির একটি অনুলিপি এইরূপে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন পরবর্তী সময়ের বিবৃতি প্রদর্শন না করা পর্যন্ত উহা কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে এবং উহার প্রত্যেক শাখা কার্যালয়ের বা যে স্থানে কোম্পানীর কার্যাবলী পরিচালিত হয় সে স্থানের সম্মুখস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত অবস্থায় থাকে। (৩) কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্য এবং প্রত্যেক পাওনাদার অনধিক পাঁচ টাকা ফিস প্রদান করিয়া উক্ত বিবৃতির অনুলিপি পাইবার অধিকারী হইবেন। (৪) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধানাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন সময়ে প্রতিদিনের জন্য, উক্ত কোম্পানী অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী বা উহা অব্যাহত রাখেন তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	**১৯২। কতিপয় কোম্পানী ও সমিতি কর্তৃক তফসিল ১২-তে বর্ণিত ছকে বিবৃতি প্রকাশ:** (১) কোন কোম্পানী সীমিতদায় সম্পন্ন ব্যাংক বা বীমা কোম্পানী অথবা আমানত (deposit) সমিতি, ভবিষ্য-তহবিল (provident) সমিতি বা কল্যাণ সমিতি (benefit socieity) হইলে, উক্ত কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ করার পূর্বে এবং তৎপর যে যে বৎসর উহার কার্যাবলী চালু থাকে সেই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সোমবার এবং আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবার, তফসিল ১২-তে বিধৃত ছকে অথবা অবস্থার প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব উহার সদৃশ কোন ছকে একটি বিবৃতি, অতঃপর এই ধারায় উক্ত বিবৃতি বলিয়া উল্লেখিত, প্রণয়ন করিবে। (২) কোম্পানীর সদস্যগণের সভায় উপস্থাপিত সর্বশেষ নিরীক্ষিগত আর্থিক অবস্থার বিবরণীর একটি অনুলিপি এবং উক্ত বিবৃতির একটি অনুলিপি এইরূপে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন পরবর্তী সময়ের বিবৃতি প্রদর্শন না করা পর্যন্ত উহা কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে এবং উহার প্রত্যেক শাখা কার্যালয়ের বা যে স্থানে কোম্পানীর কার্যাবলী পরিচালিত হয় সে স্থানের সম্মুখস্থ কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত অবস্থায় থাকে। (৩) কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্য এবং প্রত্যেক পাওনাদার অনধিক একশত টাকা ফিস প্রদান করিয়া উক্ত বিবৃতির অনুলিপি পাইবার অধিকারী হইবেন। (৪) কোন কোম্পানী এই ধারার বিধানাবলী পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন সময়ে প্রতিদিনের জন্য, উক্ত কোম্পানী'র উপর অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী বা উহা অব্যাহত রাখেন তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয়	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	(৫) এই ধারা কোন জীবন-বীমা কোম্পানী বা ভবিষ্য-বীমা তহবিল সমিতির (Provident Insurance society) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি উহা Insurance Act, 1938 (IV of 1938) অথবা আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন বীমা সংক্রান্ত আইনের বিধানাবলী, পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ব্যতিরেকে, অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবৃতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত Act বা অন্য আইনের বিধানাবলী পালন করে।	হইবেন। (৫) এই ধারা কোন জীবন-বীমা কোম্পানী বা ভবিষ্য-বীমা তহবিল সমিতির (Provident Insurance society) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি উহা Insurance Act, 1938 (IV of 1938) অথবা আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন বীমা সংক্রান্ত আইনের বিধানাবলী, পরিবর্তনসহ বা পরিবর্তন ব্যতিরেকে, অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবৃতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত Act বা অন্য আইনের বিধানাবলী পালন করে।	
৯৪.	**১৯৩। রেজিষ্ট্রার কর্তৃক তথ্য বা ব্যাখ্যা তলব করার ক্ষমতা:** (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট কোন কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন দলিল পাঠ করার পর অথবা কোম্পানির কোন সদস্যের নিকট হইতে অনুরূপ কোন দলিলের ব্যাপারে লিখিত আপত্তি পাইবার পর, রেজিষ্ট্রার যদি মনে করেন যে, অনুরূপ দলিলে যে বিষয়ে কোন তথ্য সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সে বিষয়ের পূর্ণ বিবরণাদি যাহাতে উক্ত দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে সেই উদ্দেশ্যে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত কোম্পানিকে উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য কিংবা তাহার মতে প্রয়োজনীয় নথি, বহি বা কাগজপত্র উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ প্রাপ্তির পর, কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন বা আছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হইবে উক্ত আদেশে উল্লিখিত তথ্য বা ব্যাখ্যা তাহার সাধ্যমত প্রদান করা। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি যদি উক্ত উপ-ধারা অনুসারে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং, রেজিষ্ট্রারের আবেদনক্রমে, আদালত কোম্পানির প্রতি নোটিশ জারী করিয়া রেজিষ্ট্রারের তদন্তের জন্য যে সব দলিল যুক্তিসংগতভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে সেই সব দলিল রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থাপনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং আদালত উহার বিবেচনায় উপযুক্ত শর্তাধীনে রেজিষ্ট্রারকে উক্ত দলিল পরিদর্শনের অনুমতি দিতে পারিবে। (৪) রেজিষ্ট্রার পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা দলিল পাইবার পর উহা তাহার নিকট দাখিলকৃত দলিলের সহিত সংযোজিত করিতে পারেন এবং এইরূপ	**১৯৩। রেজিষ্ট্রার কর্তৃক তথ্য বা ব্যাখ্যা তলব করার ক্ষমতা:** (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট কোন কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন দলিল পাঠ করার পর অথবা কোম্পানির কোন সদস্যের নিকট হইতে অনুরূপ কোন দলিলের ব্যাপারে লিখিত আপত্তি পাইবার পর, রেজিষ্ট্রার যদি মনে করেন যে, অনুরূপ দলিলে যে বিষয়ে কোন তথ্য সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সে বিষয়ের পূর্ণ বিবরণাদি যাহাতে উক্ত দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে সেই উদ্দেশ্যে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত কোম্পানিকে উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য কিংবা তাহার মতে প্রয়োজনীয় নথি, বহি বা কাগজপত্র উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ প্রাপ্তির পর, কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন বা আছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হইবে উক্ত আদেশে উল্লিখিত তথ্য বা ব্যাখ্যা তাহার সাধ্যমত প্রদান করা। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি যদি উক্ত উপ-ধারা অনুসারে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে রেজিস্ট্রার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন। (৪) রেজিষ্ট্রার পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা দলিল পাইবার পর উহা তাহার নিকট দাখিলকৃত দলিলের সহিত সংযোজিত করিতে পারেন এবং এইরূপ সংযোজিত যে কোন দলিল পরিদর্শন করার এবং উহার অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই একই বিধান প্রযোজ্য হইবে, যাহা মূল দলিল পরিদর্শন করা ও উহার অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। (৫) যদি পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল রেজিষ্ট্রার কর্তৃক	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	সংযোজিত যে কোন দলিল পরিদর্শন করার এবং উহার অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই একই বিধান প্রযোজ্য হইবে, যাহা মূল দলিল পরিদর্শন করা ও উহার অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। (৫) যদি পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল রেজিষ্ট্রার বা আদালত কর্তৃক বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলিল করা না হয়, অথবা যদি উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল দাখিল করা হয় এবং উহা পাঠ করার পর রেজিষ্ট্রার মনে করেন যে, মূল দলিলে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি প্রকাশ পাইয়াছে অথবা উহাতে যে বিষয়াদি সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সেই সম্পর্কে পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সঠিক বিবরণ প্রকাশ পায় নাই, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রার তৎকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে উক্ত দলিলসমূহ সংশোধন করিবার জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে পারেন অথবা বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিতে পারেন।	বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করা না হয়, অথবা যদি উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল দাখিল করা হয় এবং উহা পাঠ করার পর রেজিষ্ট্রার মনে করেন যে, মূল দলিলে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি প্রকাশ পাইয়াছে অথবা উহাতে যে বিষয়াদি সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সেই সম্পর্কে পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সঠিক বিবরণ প্রকাশ পায় নাই, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রার তৎকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে উক্ত দলিলসমূহ সংশোধন করিবার জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে পারেন অথবা রেজিষ্ট্রার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ অথবা বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিতে পারেন।	
৯৫.	**২১০। নিরীক্ষকগণের নিয়োগ ও তাহাদের পারিশ্রমিক:** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় এক বা একাধিক নিরীক্ষককে উক্ত সভার সমাপ্তি হইতে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করিবে এবং নিয়োগের সাত দিনের মধ্যে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে উক্ত নিয়োগ সম্পর্কে অবহিত করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ বা পুনঃ নিয়োগ করার পূর্বে তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীত্মগক কোম্পানির নিকট হইতে তাহার নিয়োগের সংবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন যে তিনি উক্ত নিয়োগ গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (৩) যে কর্তৃপক্ষ দ্বারাই নিযুক্ত হইয়া থাকুক না কেন, অবসর গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এইরূপ নিরীত্মগককে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় নিয়োগ করিতে হইবে, যদি না - (ক) তিনি পুনঃনিয়োগ লাভের জন্য তাহার যোগ্যতা হারাইয়া থাকেন; অথবা (খ) পুনঃনিযুক্ত হইতে তাহার অনিচ্ছার কথা জানাইয়া তিনি কোম্পানিকে	**২১০। নিরীক্ষকগণের নিয়োগ ও তাহাদের পারিশ্রমিক:** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় এক বা একাধিক নিরীক্ষককে উক্ত সভার সমাপ্তি হইতে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করিবে এবং নিয়োগের সাত দিনের মধ্যে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে উক্ত নিয়োগ সম্পর্কে অবহিত করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ বা পুনঃ নিয়োগ করার পূর্বে তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষক কোম্পানির নিকট হইতে তাহার নিয়োগের সংবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন যে তিনি উক্ত নিয়োগ গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (৩) যে কর্তৃপক্ষ দ্বারাই নিযুক্ত হইয়া থাকুক না কেন, অবসর গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এইরূপ নিরীক্ষককে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় নিয়োগ করিতে হইবে, যদি না - (ক) তিনি পুনঃনিয়োগ লাভের জন্য তাহার যোগ্যতা হারাইয়া থাকেন; অথবা (খ) পুনঃনিযুক্ত হইতে তাহার অনিচ্ছার কথা জানাইয়া তিনি কোম্পানিকে	**নিরীক্ষক নিয়োগ সহজিকরণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১০(৩) এর বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।**

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	লিখিত নোটিশ দিয়া থাকেন; অথবা (গ) তাহার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জন্য অথবা তাহাকে পুনর্নিয়োগ করা হইবে না বলিয়া স্পষ্টভাবে উক্ত সভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে : তবে শর্ত থাকে যে, দফা (গ) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভার পূর্বেই তৎসম্পর্কে ২১১ ধারা অনুযায়ী নোটিশ দিতে হইবে, এবং তাহার মৃত্যু, অসমর্থতা, অযোগ্যতা বা অসততা ব্যতীত অন্য কোন কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন নিরীক্ষক নিয়োগ না করা হয়, তাহা হইলে সরকার উক্ত শূন্য পদে উহার বিবেচনায় উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে।	লিখিত নোটিশ দিয়া থাকেন; অথবা (গ) তাহার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জন্য অথবা তাহাকে পুনর্নিয়োগ করা হইবে না বলিয়া স্পষ্টভাবে উক্ত সভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে : তবে শর্ত থাকে যে, দফা (গ) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভার পূর্বেই তৎসম্পর্কে ২১১ ধারা অনুযায়ী নোটিশ দিতে হইবে, এবং তাহার মৃত্যু, অসমর্থতা, অযোগ্যতা বা অসততা ব্যতীত অন্য কোন কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন নিরীক্ষক নিয়োগ না করা হয়, তাহা হইলে সরকার উক্ত শূন্য পদে উহার বিবেচনায় উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হওয়ার সাত দিনের মধ্যে কোম্পানী উক্ত ঘটনা সম্পর্কে সরকারকে নোটিশ প্রদান করিবে; এবং যদি কোন কোম্পানী এইরূপ নোটিশ প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৯৬.	**২১৩। নিরীতগকগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য:** (১) কোম্পানীর যে কোন বহি, হিসাব ও ভাউচার কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে থাকুক বা অন্য যে স্থানেই রাখা হউক ঐগুলি যে কোন সময়ে দেখিবার জন্য কোম্পানীর প্রত্যেক নিরীক্ষকের অধিকার থাকিবে এবং নিরীক্ষক হিসাবে তাহার কর্তব্য পালনের জন্য তিনি কোম্পানীর কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে যে তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেই তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিয়া লওয়ার অধিকারী হইবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া নিরীক্ষক নির্দিষ্টভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তদন্ত করিবেন যথা :- (ক) জামানতের ভিত্তিতে কোম্পানী কর্তৃক ঋণ বা অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের সঠিকভাবে নিরাপত্তা বিধান করা হইয়াছে কিনা এবং উক্ত অর্থ যে শর্তে প্রদান করা হইয়াছে তাহা কোম্পানী বা উহার সদস্যগণের স্বার্থ-হানিকর কি না; (খ) কোম্পানীর যে সমস্ত লেনদেন কেবলমাত্র খাতা-কলমে প্রদর্শিত হয়	**২১৩। নিরীতগকগণের ক্ষমতা ও কর্তব্য:** (১) কোম্পানীর যে কোন বহি, হিসাব ও ভাউচার কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে থাকুক বা অন্য যে স্থানেই রাখা হউক ঐগুলি যে কোন সময়ে দেখিবার জন্য কোম্পানীর প্রত্যেক নিরীক্ষকের অধিকার থাকিবে এবং নিরীক্ষক হিসাবে তাহার কর্তব্য পালনের জন্য তিনি কোম্পানীর কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে যে তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেই তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিয়া লওয়ার অধিকারী হইবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া নিরীক্ষক নির্দিষ্টভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তদন্ত করিবেন যথা :- (ক) জামানতের ভিত্তিতে কোম্পানী কর্তৃক ঋণ বা অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের সঠিকভাবে নিরাপত্তা বিধান করা হইয়াছে কিনা এবং উক্ত অর্থ যে শর্তে প্রদান করা হইয়াছে তাহা কোম্পানী বা উহার সদস্যগণের স্বার্থ-হানিকর কি না; (খ) কোম্পানীর যে সমস্ত লেনদেন কেবলমাত্র খাতা-কলমে প্রদর্শিত হয়	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	সেই সমস্ত লেনদেন কোম্পানীর স্বার্থ-হানিকর কি না; (গ) বিনিয়োগ বা ব্যাংক কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানীর কোন পরিসম্পদ, শেয়ার ডিবেঞ্চার এবং অন্যান্য সিকিউরিটির মাধ্যমে যে মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল তদপেক্ষাগা কমমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে কি না; (ঘ) কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম জমাকৃত অর্থ হিসাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে কি না; (ঙ) ব্যক্তিগত ব্যয় রাজস্ব ব্যয় খাতে (revenue account) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা না; (চ) যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন বহি বা কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, কোন শেয়ার নগদ অর্থের বিনিময় বরাদ্দ করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতক্ষে উক্ত বরাদ্দ বাবদ নগদ অর্থ পাওয়া গিয়াছে কি না এবং যদি কোন নগদ অর্থ প্রকৃতপক্ষে পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে হিসাব-বহিতে ও ব্যালান্স শীটে যে অবস্থা দেখানো হইয়াছে তাহা সঠিক, নিয়মিত এবং অবিভ্রান্তিকর (not misleading) কি না। (৩) নিরীক্ষক, তাহার পদে বহাল থাকাকালীন সময়ে, কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য তৎকর্তৃক নিরীক্ষিত বিষয়সমূহের উপর, এবং এই আইনের বিধান অনুসারে কোম্পানীর সাধারণ সভায় পেশ করিতে হয় এইরূপ প্রত্যেক ব্যালান্স শীট ও লাভ-ক্ষগতি হিসাবের উপর, এবং উক্ত ব্যালান্স শীট বা উক্ত হিসাবের অংশ হিসাবে বা উহাদের সহিত সংযোজিতব্য হিসাবে ঘোষিত হয় এমন দলিলের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করিবেন; এবং তিনি উক্ত প্রতিবেদনে বিবৃত করিবেন যে, তিনি যতদূর অবহিত আছেন এবং তাহার নিকট যে ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে উহার ভিত্তিতে তাহার মতে উক্ত প্রতিবেদনে এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি রহিয়াছে এবং তাহা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি সঠিক ও সুষ্ঠু ধারণা প্রদান করে, যথা :- (ক) ব্যালান্স শীটের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরের শেষে কোম্পানীর বিষয়াদির অবস্থা; (খ) লাভ-ক্ষতির হিসাবের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ৷ (৪) নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও বিবৃত থাকিতে হইবে, যথা : - (ক) তাহার সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যে সমস্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা তাহার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল ঐ সমস্ত তথ্য এবং ব্যাখ্যা তিনি	সেই সমস্ত লেনদেন কোম্পানীর স্বার্থ-হানিকর কি না; (গ) বিনিয়োগ বা ব্যাংক কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য কোম্পানীর কোন পরিসম্পদ, শেয়ার ডিবেঞ্চার এবং অন্যান্য সিকিউরিটির মাধ্যমে যে মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল তদপেক্ষাগা কমমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে কি না; (ঘ) কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম জমাকৃত অর্থ হিসাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে কি না; (ঙ) ব্যক্তিগত ব্যয় রাজস্ব ব্যয় খাতে (revenue account) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কিনা না; (চ) যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোন বহি বা কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, কোন শেয়ার নগদ অর্থের বিনিময় বরাদ্দ করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে প্রকৃতক্ষে উক্ত বরাদ্দ বাবদ নগদ অর্থ পাওয়া গিয়াছে কি না এবং যদি কোন নগদ অর্থ প্রকৃতপক্ষে পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে হিসাব-বহিতে ও **আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে** যে অবস্থা দেখানো হইয়াছে তাহা সঠিক, নিয়মিত এবং অবিভ্রান্তিকর (not misleading) কি না। (৩) নিরীক্ষক, তাহার পদে বহাল থাকাকালীন সময়ে, কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য তৎকর্তৃক নিরীক্ষিত বিষয়সমূহের উপর, এবং এই আইনের বিধান অনুসারে কোম্পানীর সাধারণ সভায় পেশ করিতে হয় এইরূপ প্রত্যেক **আর্থিক অবস্থার বিবরণী** ও লাভ-ক্ষগতি হিসাবের উপর, এবং উক্ত আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উক্ত হিসাবের অংশ হিসাবে বা উহাদের সহিত সংযোজিতব্য হিসাবে ঘোষিত হয় এমন দলিলের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করিবেন; এবং তিনি উক্ত প্রতিবেদনে বিবৃত করিবেন যে, তিনি যতদূর অবহিত আছেন এবং তাহার নিকট যে ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে উহার ভিত্তিতে তাহার মতে উক্ত প্রতিবেদনে এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি রহিয়াছে এবং তাহা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি সঠিক ও সুষ্ঠু ধারণা প্রদান করে, যথা :- (ক) **আর্থিক অবস্থার বিবরণীর** ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরের শেষে কোম্পানীর বিষয়াদির অবস্থা; (খ) লাভ-ক্ষতির হিসাবের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে কোম্পানীর লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ৷ (৪) নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও বিবৃত থাকিতে হইবে, যথা : - (ক) তাহার সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে যে সমস্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা তাহার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল ঐ সমস্ত তথ্য এবং ব্যাখ্যা তিনি	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	পাইয়াছেন কি না; (খ) তাহার মতে এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় হিসাব-বহি সঠিকভাবে রাখা হইয়াছে কি না এবং তিনি কোম্পানীর যে সকল শাখা বা অংশ নিরীক্ষা করেন নাই সেখান হইতে নিরীক্ষার জন্য পর্যন্ত তথ্য পাইয়াছেন কি না; (গ) প্রতিবেদনে বিবেচিত কোম্পানীর ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবের সহিত উক্ত কোম্পানীর হিসাব-বহি এবং বিবরণীর বাস্তব মিল আছে কি না। (৫) যে ক্ষেত্রে (৩) উপ-ধারার (ক) ও (খ) দফায় বা (৪) উপ-ধারার (ক), (খ), এবং (গ) দফায় বর্ণিত বিষয়াদির কোনটির উত্তর না সূচক অথবা বিশেষণযুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে উক্ত উত্তরের কারণ বিবৃত থাকিবে। (৬) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত আদেশে উল্লিখিত শ্রেণীর বা বর্ণনার কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপরও বিবৃতি থাকিতে হইবে যে, বিষয়গুলি উক্ত আদেশে বিনির্দিষ্ট করা হয়। (৭) শুধুমাত্র কোম্পানীর কতিপয় বিষয় প্রকাশিত না হওয়ার কারণেই উহার হিসাবসমূহ যথাযথভাবে প্রণীত হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে না, বা নিরীক্ষকের প্রতিবেদনেও ঐ রকম মন্তব্য করা হইবে না, যদি - (ক) বিষয়গুলি এমন হয় যে, এই আইন অথবা আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনের কোন নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী উহাদেরকে প্রকাশ করা আবশ্যক নয় বলিয়া উক্ত কোম্পানী মনে করে; এবং (খ) কোম্পানীর ব্যালান্স শীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবে ঐ সমস্ত বিধানের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকে।	পাইয়াছেন কি না; (খ) তাহার মতে এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় হিসাব-বহি সঠিকভাবে রাখা হইয়াছে কি না এবং তিনি কোম্পানীর যে সকল শাখা বা অংশ নিরীক্ষা করেন নাই সেখান হইতে নিরীক্ষার জন্য পর্যন্ত তথ্য পাইয়াছেন কি না; (গ) প্রতিবেদনে বিবেচিত কোম্পানীর **আর্থিক অবস্থার বিবরণী** এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবের সহিত উক্ত কোম্পানীর হিসাব-বহি এবং বিবরণীর বাস্তব মিল আছে কি না। (৫) যে ক্ষেত্রে (৩) উপ-ধারার (ক) ও (খ) দফায় বা (৪) উপ-ধারার (ক), (খ), এবং (গ) দফায় বর্ণিত বিষয়াদির কোনটির উত্তর না সূচক অথবা বিশেষণযুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে উক্ত উত্তরের কারণ বিবৃত থাকিবে। (৬) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত আদেশে উল্লিখিত শ্রেণীর বা বর্ণনার কোম্পানীসমূহের ক্ষেত্রে নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপরও বিবৃতি থাকিতে হইবে যে, বিষয়গুলি উক্ত আদেশে বিনির্দিষ্ট করা হয়। (৭) শুধুমাত্র কোম্পানীর কতিপয় বিষয় প্রকাশিত না হওয়ার কারণেই উহার হিসাবসমূহ যথাযথভাবে প্রণীত হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে না, বা নিরীক্ষকের প্রতিবেদনেও ঐ রকম মন্তব্য করা হইবে না, যদি - (ক) বিষয়গুলি এমন হয় যে, এই আইন অথবা আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনের কোন নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী উহাদেরকে প্রকাশ করা আবশ্যক নয় বলিয়া উক্ত কোম্পানী মনে করে; এবং (খ) কোম্পানীর **আর্থিক অবস্থার বিবরণী** এবং লাভ-ক্ষতির হিসাবে ঐ সমস্ত বিধানের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকে।	
৯৭.	**২১৮। ধারা ২১১ হইতে ২১৭ এর বিধান পালন না করার দন্ড:** যদি কোন কোম্পানী ২১১ হইতে ২১৭ ধারার বিধানাবলীর কোন একটি পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**২১৮। ধারা ২১১ হইতে ২১৭ এর বিধান পালন না করার জরিমানা:** যদি কোন কোম্পানী ২১১ হইতে ২১৭ ধারার বিধানাবলীর কোন একটি পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক বিশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে হইবে এবং উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তাহার উপরও একই হারে জরিমানা আরোপিত হইবে ।	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
৯৮.	**২১৯। নিরীক্ষক ইত্যাদি কর্তৃক ২১৩ এবং ২১৫ ধারা পালন না করার দণ্ড:** ধারা ২১৩ এবং ২১৫ এর বিধান অনুযায়ী ব্যতিরেকে ভিন্ন প্রকারে নিরীক্ষকের কোন প্রতিবেদন প্রণীত বা কোম্পানীর কোন দলিল স্বাক্ষরিত বা প্রমাণীকৃত হইলে, উক্ত নিরীক্ষক এবং অন্য কোন ব্যক্তি, যদি থাকেন, যিনি উক্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন অথবা উক্ত দলিল স্বাক্ষর বা প্রমাণীকৃত করেন তিনিও, অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি বা তাহারা উক্ত ত্রুটি করিয়া থাকেন।	**২১৯। নিরীক্ষক ইত্যাদি কর্তৃক ২১৩ এবং ২১৫ ধারা পালন না করার জরিমানা:** ধারা ২১৩ এবং ২১৫ এর বিধান অনুযায়ী ব্যতিরেকে ভিন্ন প্রকারে নিরীক্ষকের কোন প্রতিবেদন প্রণীত বা কোম্পানীর কোন দলিল স্বাক্ষরিত বা প্রমাণীকৃত হইলে, উক্ত নিরীক্ষক এবং অন্য কোন ব্যক্তি, যদি থাকেন, যিনি উক্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন অথবা উক্ত দলিল স্বাক্ষর বা প্রমাণীকৃত করেন তিনিও, অনধিক বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি বা তাহারা উক্ত ত্রুটি করিয়া থাকেন।	
৯৯.	**২২১। অগ্রাধিকার (preference) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের প্রতিবেদন ইত্যাদি পাওয়ার এবং পরিদর্শনের অধিকার:** (১) কোম্পানীর ব্যালান্স শীট, লাভ-ক্ষতির হিসাব, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রতিবেদন প্রাপ্তি ও পরিদর্শনের জন্য সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণের যে অধিকার রহিয়াছে কোম্পানীর অগ্রাধিকার শেয়ার-হোল্ডারগণ এবং ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণেরও সেই একই প্রকার অধিকার থাকিবে। (২) এই ধারার বিধান কোন প্রাইভেট কোম্পানী অথবা এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিকৃত কোন কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কোন পাবলিক কোম্পানী এই আইনের প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে যখনই নিবন্ধিকৃত হউক না কেন উহার ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের ট্রাষ্ট্রীগণ (১) উপ-ধারাবলে প্রদত্ত অধিকার লাভ করিবেন।	**২২১। অগ্রাধিকার (preference) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের প্রতিবেদন ইত্যাদি পাওয়ার এবং পরিদর্শনের অধিকার:** (১) কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণী, লাভ-ক্ষতির হিসাব, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রতিবেদন প্রাপ্তি ও পরিদর্শনের জন্য সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণের যে অধিকার রহিয়াছে কোম্পানীর অগ্রাধিকার শেয়ার-হোল্ডারগণ এবং ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণেরও সেই একই প্রকার অধিকার থাকিবে। (২) এই ধারার বিধান কোন প্রাইভেট কোম্পানী অথবা এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিকৃত কোন কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কোন পাবলিক কোম্পানী এই আইনের প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে যখনই নিবন্ধিকৃত হউক না কেন উহার ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের ট্রাষ্ট্রীগণ (১) উপ-ধারাবলে প্রদত্ত অধিকার লাভ করিবেন।	
১০০.	**"নির্ধারিত বিষয়াদি সম্পর্কিত তফসিল ও বিধি"** **২২৬। তফসিলের প্রয়োগ ও পরিবর্তন এবং নির্ধারিত বিষয়াদীর ক্ষেত্রে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:—** **(১) তফসিল ৬ হইতে ১২ পর্যন্ত তফসিলসমূহে বিনির্দিষ্ট ছকে উল্লেখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে, উক্ত ছকসমূহ অথবা, অবস্থার প্রয়োজনে যতদুর সম্ভব, উহাদের সদৃশ ছক ব্যবহার করিতে হইবে।** **(২) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সরকার এই আইনের যে কোন তফসিল পরিবর্তন করিতে পারিবে।**	**বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** **২২৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।**	বিদ্যমান বিধানে নির্ধারিত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সরকারকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হইলেও, পরিবর্তিত প্রস্তাবের মাধ্যমে “বিধি ও প্রবিধানমালা” প্রণয়নের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে মূল আইনের মৌলিক নীতি ও কাঠামো অপরিবর্তিত রাখিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী বিস্তারিত প্রক্রিয়া, কারিগরি বিষয়, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং কার্যসম্পাদনের নিয়মাবলি বিধি বা প্রবিধানমালার মাধ্যমে নির্ধারণ ও হালনাগাদ করা সম্ভব হইবে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	[(২ক) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল-২ এর ক্ষেত্রে কেবল মাত্র প্রযোগ ফি-এর হার হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি এবং প্রযোজনীয় ক্ষেত্রে, নূতন ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।] **(৪) এই ধারার অন্যান্য বিধানের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রযোগ ছাড়াও, এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইতে হয় এইরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করার জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।** **(৫) উক্তরূপে প্রণীত বিধিমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রকাশিত হওয়ার পর তাহা এইরূপ কার্যকর হইবে যেন তাহা এই আইনে সংবিধিবদ্ধ হইয়াছে।**		
১০১.	**২২৯। বন্দোবস্ত ও আপোষ-নিষ্পত্তি সহজ করার বিধানাবলী:** (১) যেক্ষেত্রে ধারা ২২৮ এর অধীনের কোন কোম্পানী এবং উক্ত ধারায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রস্তাবিত কোন আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত অনুমোদনের জন্য আদালতের নিকট আবেদন করা হয়, এবং আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে কোন কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ পুনর্গঠনের জন্য বা পুনর্গঠনসূত্রে অথবা দুই বা ততোধিক কোম্পানী একত্রীকরণ স্কীম বাস্তবায়নের জন্য বা স্কীম সম্পর্কিত ব্যাপারে, এবং উক্ত স্কীমের অধীনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, যাহা এই ধারায় হস্তান্তরকারী-কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত, এর গৃহীত উদ্যোগসমূহ অন্যান্য সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য একটি কোম্পানী, যাহা এই ধারায় হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট হস্তান্তরিত হইবে, সে ক্ষেত্রে আদালত যে আদেশ দ্বারা উক্ত আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত অনুমোদন করে সেই একই আদেশ বা পরবর্তী কোন আদেশ দ্বারা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোনটির ব্যাপারে বিধান করিতে পারিবে, যথা : - (ক) হস্তান্তরকারী-কোম্পানীর গৃহীত উদ্যোগসহ অন্যান্য বা সম্পত্তির বা দায়-দায়িত্বের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর; (খ) হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানী কর্তৃক হস্তান্তরকারী-কোম্পানীর ঐ সকল শেয়ার, ডিবেঞ্চার, পলিসি বা অন্যবিধ অনুরূপ স্বার্থাদির বরাদ্দকরণ বা আদায়করণ যাহা উক্ত আপোষ-নিষ্পত্তির বা বন্দোবস্তের অধীনে হস্তান্তরকারী-কোম্পানী কর্তৃক কোন ব্যক্তির অনুকূলে বা ব্যক্তির জন্য	**২২৯। পুনর্গঠন, একত্রীকরণ ও আপস-নিষ্পত্তি করার বিধানাবলী:** (১) যেক্ষেত্রে ধারা ২২৮ এর অধীনের কোন কোম্পানী এবং উক্ত ধারায় উল্লিখিত কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রস্তাবিত কোন আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত অনুমোদনের জন্য আদালতের নিকট আবেদন করা হয়, এবং আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে কোন কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ পুনর্গঠনের জন্য বা পুনর্গঠনসূত্রে অথবা দুই বা ততোধিক কোম্পানী একত্রীকরণ স্কীম বাস্তবায়নের জন্য বা স্কীম সম্পর্কিত ব্যাপারে, এবং উক্ত স্কীমের অধীনে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, যাহা এই ধারায় হস্তান্তরকারী-কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত, এর গৃহীত উদ্যোগসমূহ অন্যান্য সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অন্য একটি কোম্পানী, যাহা এই ধারায় হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানী বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট হস্তান্তরিত হইবে, সে ক্ষেত্রে আদালত যে আদেশ দ্বারা উক্ত আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত অনুমোদন করে সেই একই আদেশ বা পরবর্তী কোন আদেশ দ্বারা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোনটির ব্যাপারে বিধান করিতে পারিবে, যথা : - (ক) হস্তান্তরকারী-কোম্পানীর গৃহীত উদ্যোগসহ অন্যান্য বা সম্পত্তির বা দায়-দায়িত্বের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর; (খ) হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানী কর্তৃক হস্তান্তরকারী-কোম্পানীর ঐ সকল শেয়ার, ডিবেঞ্চার, পলিসি বা অন্যবিধ অনুরূপ স্বার্থাদির বরাদ্দকরণ বা আদায়করণ যাহা উক্ত আপোষ-নিষ্পত্তির বা বন্দোবস্তের অধীনে হস্তান্তরকারী-কোম্পানী কর্তৃক কোন ব্যক্তির অনুকূলে বা ব্যক্তির জন্য	ধারার শিরোনাম পরিমার্জন (Merger, Amalgamation) ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে একীভূতকরণের প্রমাণক হিসেবে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	বরাদ্দ কিংবা আদায় করিতে হইবে; (গ) হস্তান্তরকারী-কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন কোন আইনগত কার্যধারা হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে অব্যাহত রাখা; (ঘ) কোন হস্তান্তরকারী-কোম্পানীকে অবলুপ্ত না করিয়া উহা ভাংগিয়া দেওয়া (dissolution); (ঙ) যে সকল ব্যক্তি আদালতের নির্দেশিত সময়ের মধ্যে এবং পদ্ধতিতে আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্তের ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা; (চ) পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ যাহাতে পরিপূর্ণ এবং কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য যে কোন অনুবর্তী, আনুষংগিক বা সম্পূরক বিষয়াদির ব্যবস্থা করা। (২) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশে সম্পত্তি বা দায়-দায়িত্ব হস্তান্তরের বিধান করা হইলে, উক্ত আদেশবলে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত ও অর্পিত হইবে, এবং ঐ সকল দায়-দায়িত্ব উক্ত আদেশবলে হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত এবং উক্ত কোম্পানীর দায়-দায়িত্বে পরিণত হইবে, এবং কোন সম্পত্তির ব্যাপারে যদি উক্ত আদেশে এইরূপ নির্দেশ থাকে, তবে উহাকে এমন চার্জ হইতে মুক্ত করিতে হইবে যাহার কার্যকরতা আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত বলে লুপ্ত হইবে বলিয়া গণ্য করা যায়। (৩) যে কোম্পানীর ব্যাপারে এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হয় সেই কোম্পানী উক্ত আদেশ নিবন্ধন করানোর জন্য উহার একটি সত্যায়িত অনুলিপি, আদেশদান সমাপ্ত হওয়ার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে, এবং যদি এই উপ-ধারার বিধান পালনে কোন ত্রুটি হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক দুইশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৪) এই ধারায় 'সম্পত্তি' বলিতে স্বত্ব ও সর্বপ্রকারে ক্ষমতা এবং 'দায়-দায়িত্ব' বলিতে কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৫) ধারা ২২৮ (৬) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারায় "কোম্পানী" বলিতে এমন কোম্পানী অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহা এই আইনের অন্যান্য বিধানের তাৎপর্যাধীনে কোম্পানী নহে।	বরাদ্দ কিংবা আদায় করিতে হইবে; (গ) হস্তান্তরকারী-কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন কোন আইনগত কার্যধারা হস্তান্তরগ্রহীতা-কোম্পানী কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে অব্যাহত রাখা; (ঘ) কোন হস্তান্তরকারী-কোম্পানীকে অবলুপ্ত না করিয়া উহা ভাংগিয়া দেওয়া (dissolution); (ঙ) যে সকল ব্যক্তি আদালতের নির্দেশিত সময়ের মধ্যে এবং পদ্ধতিতে আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্তের ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা; (চ) পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ যাহাতে পরিপূর্ণ এবং কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য যে কোন অনুবর্তী, আনুষংগিক বা সম্পূরক বিষয়াদির ব্যবস্থা করা। **১ক. পরিপূরক বিধানাবলী:** **ক। সংজ্ঞা:** এই ধারাসমূহে- (ক) "একীভূতকরণ" (merger/amalgamation) বলিতে এক বা একাধিক কোম্পানির (হস্তান্তরকারী) সম্পদ ও দায় অন্য একটি বিদ্যমান বা নূতন কোম্পানিতে (গ্রহীতা) হস্তান্তর বুঝাইবে, যাহার ফলে হস্তান্তরকারী কোম্পানি অবলুপ্তি ব্যতীত বিলুপ্ত হয়; (খ) "বিভক্তিকরণ" (demerger) বলিতে কোনো কোম্পানির এক বা একাধিক ব্যবসা-ইউনিট এক বা একাধিক গ্রহীতা কোম্পানিতে হস্তান্তর বুঝাইবে; (গ) "অধিগ্রহণ" বলিতে নিয়ন্ত্রণ অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো কোম্পানির শেয়ার বা সম্পদ ক্রয় বুঝাইবে; (ঘ) "বিপরীত একীভূতকরণ" বলিতে এমন একীভূতকরণ বুঝাইবে, যাহাতে অতালিকাভুক্ত কোম্পানির সদস্যগণ তালিকাভুক্ত গ্রহীতা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন; (ঙ) "শেয়ার বিনিময়" বলিতে হস্তান্তরকারী কোম্পানির সদস্যগণকে তাহাদের শেয়ারের বিনিময়ে গ্রহীতা কোম্পানির শেয়ার প্রদান বুঝাইবে; এবং (চ) "পুনর্গঠন স্কিম" বলিতে কোম্পানি ও উহার সদস্য বা ঋণদাতাগণের মধ্যে আপোষ বা ব্যবস্থা-সংক্রান্ত স্কিম বুঝাইবে। **খ। স্কিম ও মূল্যায়ন:** (১) স্কিমে পক্ষগণ, শেয়ার বিনিময় অনুপাত, সম্পদ ও দায়ের বিবরণ, কর্মচারীগণের অবস্থান ও কার্যকর হইবার তারিখ উল্লিখিত থাকিবে। (২) শেয়ার বিনিময় অনুপাত ন্যায্য মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত এবং	• **যুক্তি:** বিদ্যমান কাঠামো এম অ্যান্ড এ-র আধুনিক অনুশীলনের তুলনায় খন্ডিত। তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে বিএসইসির পর্যালোচনা এবং প্রযোজ্য খাত/প্রতিযোগিতা অনুমোদন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় আসা উচিত (২২৯চ(২))। • **ভারত (সূত্রে যাচাইকৃত):** ধারা ২৩০–২৩২ (ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে স্কিম; ঋণদাতাগণের মূল্যে ৩/৪ সম্মতি), ধারা ২৩৩ (সংক্ষিপ্ত/ফাস্ট-ট্র্যাক: মূল ও শতভাগ অধস্তন কোম্পানি, ক্ষুদ্র কোম্পানি ও স্টার্টআপ; সদস্যদের ৯০% শেয়ার ও ঋণদাতাদের ৯০% মূল্যে সম্মতি; ২১ দিনের নোটিশ; সরকারের ৬০ দিনে আপত্তির সুযোগ), ধারা ২৩৪ (সীমান্ত-পারের একীভূতকরণ; বৈদেশিক মুদ্রা-সংক্রান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে)। প্রস্তাবের ২২৯ছ ও ২২৯জ ইহা হইতে নেওয়া; তবে ক্ষুদ্র কোম্পানি ও স্টার্টআপের ফাস্ট-ট্র্যাক

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		স্বাধীন মূল্যায়নকারীর ন্যায্যতা-মতামত (fairness opinion) দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। (৩) পরিষদ স্কিম অনুমোদন করিবে; স্বার্থান্বিত পরিচালক ওই সভায় অংশগ্রহণ করিবেন না। **গ। সদস্য ও ঋণদাতাগণের অনুমোদন:** (১) আদালতের নির্দেশে আহূত সভায় সদস্যগণের প্রত্যেক শ্রেণি এবং ঋণদাতাগণের প্রত্যেক শ্রেণি সংখ্যায় অধিকাংশ এবং মূল্যে অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় স্কিম অনুমোদন করিলে এবং আদালত স্কিমটি মঞ্জুর করিলে উহা সকল সদস্য ও ঋণদাতার উপর বাধ্যকর হইবে। (২) তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে স্কিমের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট সদস্য ও সংশ্লিষ্ট পক্ষ ভোট দিতে পারিবেন না, এবং স্কিম অনুমোদনের জন্য অ-সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের ভোটের অধিকাংশ প্রয়োজন হইবে। **ঘ। ঋণদাতা সুরক্ষা:** (১) স্কিমের নোটিশ সকল জামানতপ্রাপ্ত ও জামানতবিহীন ঋণদাতা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং কর্মচারী প্রতিনিধিকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে এবং আপত্তি জানাইবার সময় নোটিশ প্রাপ্তির [ত্রিশ] দিন হইবে। (২) পরিচালকগণ এই মর্মে সলভেন্সি ঘোষণা প্রদান করিবেন যে, একীভূতকরণের পর গ্রহীতা কোম্পানি পরবর্তী [বারো] মাসে উহার দায় পরিশোধে সক্ষম থাকিবে। (৩) হস্তান্তরকারী কোম্পানির জামানত ও চার্জ ধারা ১৫৯ হইতে ১৭২ অনুযায়ী গ্রহীতা কোম্পানির নামে অব্যাহত থাকিবে। **ঙ। সংখ্যালঘু সদস্যের প্রস্থান:** (১) স্কিমের বিরুদ্ধে ভোটদানকারী বা সভায় লিখিত আপত্তি জানাইয়াছেন এমন সদস্য স্কিম অনুমোদনের [ত্রিশ] দিনের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে তাহার শেয়ার ক্রয়ের জন্য কোম্পানিকে বাধ্য করিতে পারিবেন।	প্রস্তাবে নাই। যুক্তরাজ্যের Part 26 ও 26A (পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও cram-down) ও অস্ট্রেলিয়ার স্কিম-কাঠামো স্মৃতিনির্ভর। • **শতভাগ মালিকানা ও সংজ্ঞা:** "অধস্তন কোম্পানি" অর্থ [পঞ্চাশ] শতাংশের অধিক নিয়ন্ত্রণ, শতভাগ নহে; তাই ধারা ২ এ "শতভাগ মালিকানাধীন অধস্তন কোম্পানি" আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে এবং ধারা ১২১ক(২) ও ২২৯ছ একই সংজ্ঞা ব্যবহার করিবে। ঐচ্ছিক উপ-ধারা (৪) ৯০ শতাংশ মালিকানার ক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি দেয়, তবে সংখ্যালঘুর ন্যায্য মূল্যে প্রস্থানের অধিকার ও স্বাধীন মূল্যায়ন রক্ষাকবচ হিসাবে থাকে; ইহা ভারতের ধারা ২৩৩ এর ৯০%-ভিত্তিক সম্মতি-মানের ধারণার কাছাকাছি। • **খসড়ার সঙ্গে সংযোগ:** খসড়ার প্রত্যয়নপত্র-বিধান ২২৯ঝ(১) এ বিস্তারিত করা হইয়াছে, • **স্বার্থের সংঘাত:** ২২৯খ(৩), ২২৯গ(২) প্রস্তাব ৭ এর স্বার্থান্বিত ভোট-নিষেধের নীতি এখানে আনে; সংশ্লিষ্ট পক্ষ ছাড়া সদস্যদের ভোটের অধিকাংশ সংখ্যালঘুর সুরক্ষা। *সতর্কতা: করব্যবস্থা (মূলধনী লাভ, ক্ষতির*

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(২) মূল্য লইয়া বিরোধ আদালত নিষ্পত্তি করিবে; তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে কমিশনের নির্ধারিত মূল্য-নির্ধারণ বিধি প্রযোজ্য হইবে। **চ। নিয়ন্ত্রক ও প্রতিযোগিতা অনুমোদন:** (১) তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পর্যালোচনা ও অনুমোদন; ব্যাংক, বীমা বা অন্য নিয়ন্ত্রিত খাতের কোম্পানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাত-নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন; এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ অনুযায়ী প্রতিযোগিতা কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। (২) আবেদনকারী একটি সমন্বিত ইলেকট্রনিক আবেদনে সকল প্রয়োজনীয় অনুমোদনের আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ আবেদন প্রাপ্তির [নব্বই] দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত বা মতামত জানাইবে। **ছ। সংক্ষিপ্ত একীভূতকরণ:** (১) মূল কোম্পানি ও উহার শতভাগ মালিকানাধীন অধস্তন কোম্পানির (ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত) মধ্যে, অথবা একই মূল কোম্পানির শতভাগ মালিকানাধীন দুই বা ততোধিক অধস্তন কোম্পানির মধ্যে একীভূতকরণ, আদালতের নির্দেশিত সভা ব্যতীত, পরিষদের সিদ্ধান্ত ও সলভেন্সি ঘোষণা দাখিলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রারের অনুমোদনে সম্পন্ন করা যাইবে। (২) মূল্যে ঋণদাতাগণের অন্যূন [নব্বই] শতাংশের লিখিত সম্মতি থাকিলে ঋণদাতাগণের সভা অব্যাহতি পাইবে। (৩) রেজিস্ট্রার স্কিম দাখিলের [ষাট] দিনের মধ্যে আপত্তি না পাইলে অনুমোদন প্রদান করিবেন; আপত্তি পাইলে বিষয়টি আদালতে প্রেরণ করিবেন। (৪) [ঐচ্ছিক] মূল কোম্পানি অধস্তন কোম্পানির অন্যূন [নব্বই] শতাংশ	*স্থানান্তর), স্ট্যাম্প শুল্ক ও নিবন্ধন-ফি একীভূতকরণে নিরপেক্ষ হওয়া (tax neutrality) আয়কর আইন, ২০২৩, স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ ও রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ এর সংশোধন-সুপারিশের বিষয়; কোম্পানি আইনে আনা যায় না। ধারা ২২৮ এর পাঠ না দেখিয়া নতুন ধারা ২২৯ক–২২৯ট এর সঙ্গে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিশ্চিত করা যায় না।*

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		ইস্যুকৃত শেয়ার ধারণ করিলে, অবশিষ্ট সংখ্যালঘু সদস্যগণকে ধারা ২২৯৬(১) অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যে শেয়ার বিক্রয়ের অধিকার প্রদান এবং স্বাধীন মূল্যায়নকারীর ন্যায্য মূল্য প্রতিবেদন সংযুক্ত করা সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন সংক্ষিপ্ত একীভূতকরণ প্রযোজ্য হইবে। **জ। বিদেশী কোম্পানির সাথে একীভূতকরণ (Cross Boder Merger):** সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত দেশের কোম্পানির সহিত বাংলাদেশের কোম্পানির একীভূতকরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন করা যাইবে। **ঝ। কার্যকরতা ও প্রত্যয়নপত্র:** (১) রেজিস্ট্রার স্কিম রেকর্ডভুক্ত করিয়া প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন, যাহাতে স্কিমের বিবরণ, কার্যকর তারিখ, গ্রহীতা কোম্পানির নাম ও নিবন্ধন-তথ্য এবং পুনর্গঠন সম্পন্ন ও নিবন্ধিত হইবার বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে। (২) প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত তারিখ হইতে হস্তান্তরকারী কোম্পানির সম্পদ, দায়, চুক্তি ও চলমান মামলা গ্রহীতা কোম্পানিতে বর্তাইবে এবং হস্তান্তরকারী কোম্পানি অবলুপ্তি ব্যতীত বিলুপ্ত হইবে। (৩) আদালতের আদেশ ও স্কিম আদেশের তারিখ হইতে [ত্রিশ] দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। **ঞ। বিপরীত একীভূতকরণ ও অধিগ্রহণ (Reverse Merger and Acquisition) সংজ্ঞায়িত বা লিস্টেট কোম্পানির সাথে আনলিস্টেট কোম্পানির একীভূতকর :** (১) বিপরীত একীভূতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন (BSEC) পূর্বানুমোদন এবং তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত শর্ত পূরণ করিতে হইবে। (২) শেয়ার বা সম্পদ অধিগ্রহণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ অর্জনের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সম্পর্কে BSEC অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিধি	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		প্রযোজ্য হইবে। **ট। শাস্তি:** এই ধারাসমূহের বিধান লঙ্ঘন করিলে কোম্পানি অন্যূন [পাঁচ লক্ষ] টাকা এবং অনধিক [পঁচিশ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে এবং লঙ্ঘনের জন্য দায়ী প্রত্যেক পরিচালক বা কর্মকর্তা অনধিক [ছয় মাস] কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক [পাঁচ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (২) এই ধারার অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশে সম্পত্তি বা দায়-দায়িত্ব হস্তান্তরের বিধান করা হইলে, উক্ত আদেশবলে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত ও অর্পিত হইবে, এবং ঐ সকল দায়-দায়িত্ব উক্ত আদেশবলে হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত এবং উক্ত কোম্পানীর দায়-দায়িত্বে পরিণত হইবে, এবং কোন সম্পত্তির ব্যাপারে যদি উক্ত আদেশে এইরূপ নির্দেশ থাকে, তবে উহাকে এমন চার্জ হইতে মুক্ত করিতে হইবে যাহার কার্যকরতা আপোষ-নিষ্পত্তি বা বন্দোবস্ত বলে লুপ্ত হইবে বলিয়া গণ্য করা যায়। (৩) যে কোম্পানির ব্যাপারে এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হয় সেই কোম্পানি উক্ত আদেশ নিবন্ধন করানোর জন্য উহার একটি সত্যায়িত অনুলিপি **ইলেকট্রনিক মাধ্যমে,** আদেশদান সমাপ্ত হওয়ার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট **ইলেকট্রনিক মাধ্যমে** দাখিল করিবে, এবং রেজিষ্ট্রার রেকর্ডভুক্তপূর্বক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে; যদি এই উপ-ধারার বিধান পালনে কোন ত্রুটি হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (৪) এই ধারায় 'সম্পত্তি' বলিতে স্বত্ব ও সর্বপ্রকারে ক্ষমতা এবং 'দায়-দায়িত্ব' বলিতে কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত হইবে। (৫) ধারা ২২৮ (৬) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারায় "কোম্পানী" বলিতে এমন কোম্পানী অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহা এই আইনের অন্যান্য বিধানের তাৎপর্যাধীনে কোম্পানী নহে।	
১০২.	২৩০। সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা অনুমোদিত স্কীম বা চুক্তির বিরোধিতাকারী শেয়ারহোল্ডারগণের শেয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক অধিগ্রহণের ক্ষমতা: (১) যদি –	**২৩০। সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা অনুমোদিত স্কীম বা চুক্তির বিরোধিতাকারী শেয়ারহোল্ডারগণের শেয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক অধিগ্রহণের ক্ষমতা:** (১) যদি –	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	..... (৫) যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে (১) হইতে (৩) উপ-ধারার সকল বিধানাবলী পালন করিবার জন্য যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন কিংবা যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসাবে (৪) উপ-ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতীত ভিন্নরূপে পরিষদের প্রতিবেদনে স্বাত্মগর করেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	..... (৫) যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে (১) হইতে (৩) উপ-ধারার সকল বিধানাবলী পালন করিবার জন্য যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন কিংবা যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসাবে (৪) উপ-ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতীত ভিন্নরূপে পরিষদের প্রতিবেদনে স্বাত্মগর করেন, তাহা হইলে তিনি এইরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।	
১০৩.	**২৩৩। সংখ্যালঘু সদস্য বা শেয়ার হোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষার্থে আদালত কর্তৃক নির্দেশ দান:** (১) ধারা ১৯৫ এর দফা (ক) এবং (খ) এর অধীনে তদন্তের জন্য আবেদনের ত্মেগত্রে প্রযোজ্য সর্বনিম্ন সংখ্যার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, কোম্পানীর সদস্যগণ বা ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণ এককভাবে বা যৌথভাবে আবেদন করিয়া আদালতের গোচরে আনয়ন করিতে পারিবেন যে - (ক) উক্ত কোম্পানীর বিষয়াবলী যেভাবে পরিচালিত হইতেছে বা উক্ত কোম্পানীর পরিচালকের ক্ষমতা যেভাবে প্রযুক্ত হইতেছে তাহা উহার এক বা একাধিক সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারের স্বার্থ হানিকর; (খ) উক্ত কোম্পানী এইরূপে কার্য করিতেছে বা উহার এইরূপ কার্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহাতে উহার সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের স্বার্থের তারতম্য ঘটানো হইয়াছে বা ঘটানোর সম্ভাবনা রহিয়াছে; (গ) সদস্যগণের বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের বা তাহাদের কোন শ্রেণীর এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বা গৃহীত হইতে পারে যাহা কোন সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারের স্বার্থের তারতম্য ঘটাইতেছে বা ঘটাইতে পারে; এবং তাহারা এইরূপ আদেশের জন্যও প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন যাহা তাহার বা তাহাদের স্বার্থ ছাড়াও অন্য যে কোন সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় । (২) আদালত (১) উপ-ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর উহার একটি অনুলিপি কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উচ্চ আদালতের উপর শুনানীর তারিখ ধার্য্য করিবে । (৩) অনুরূপ ধার্য্যকৃত তারিখে উপস্থিত পক্ষগণের শুনানীর পর যদি আদালত অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত আবেদনে উলেস্্নখিত কারণে আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের স্বার্থ পক্ষপাতদুষ্টভাবে ক্ষুণ্ন হইয়াছে	**২৩৩। সংখ্যালঘু সদস্য বা শেয়ার হোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষার্থে আদালত কর্তৃক নির্দেশ দান:** (১) ধারা ১৯৫ এর দফা (ক) এবং (খ) এর অধীনে তদন্তের জন্য আবেদনের ত্মেগত্রে প্রযোজ্য সর্বনিম্ন সংখ্যার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, কোম্পানীর সদস্যগণ বা ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণ এককভাবে বা যৌথভাবে আবেদন করিয়া আদালতের গোচরে আনয়ন করিতে পারিবেন যে - (ক) উক্ত কোম্পানীর বিষয়াবলী যেভাবে পরিচালিত হইতেছে বা উক্ত কোম্পানীর পরিচালকের ক্ষমতা যেভাবে প্রযুক্ত হইতেছে তাহা উহার এক বা একাধিক সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারের স্বার্থ হানিকর; (খ) উক্ত কোম্পানী এইরূপে কার্য করিতেছে বা উহার এইরূপ কার্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহাতে উহার সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের স্বার্থের তারতম্য ঘটানো হইয়াছে বা ঘটানোর সম্ভাবনা রহিয়াছে; (গ) সদস্যগণের বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারগণের বা তাহাদের কোন শ্রেণীর এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বা গৃহীত হইতে পারে যাহা কোন সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারের স্বার্থের তারতম্য ঘটাইতেছে বা ঘটাইতে পারে; এবং তাহারা এইরূপ আদেশের জন্যও প্রার্থনা জানাইতে পারিবেন যাহা তাহার বা তাহাদের স্বার্থ ছাড়াও অন্য যে কোন সদস্য বা ডিবেঞ্চারহোল্ডারের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় । (২) আদালত (১) উপ-ধারার অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর উহার একটি অনুলিপি কোম্পানীর পরিচালক পরিষদের নিকট প্রেরণ করিবে এবং উচ্চ আদালতের উপর শুনানীর তারিখ ধার্য্য করিবে । (৩) অনুরূপ ধার্য্যকৃত তারিখে উপস্থিত পক্ষগণের শুনানীর পর যদি আদালত অভিমত পোষণ করে যে, উক্ত আবেদনে উলেস্্নখিত কারণে আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের স্বার্থ পক্ষপাতদুষ্টভাবে ক্ষুণ্ন হইয়াছে	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	বা হইতেছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত প্রার্থীত আদেশ বা উহার বিবেচনামত অন্য কোন যথাযথ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং তৎসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারিবে, যথা :- (ক) কোন সিদ্ধান্ত বা লেনদেন বাতিল বা সংশোধন; (খ) আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিষয়াদির পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ; (গ) কোম্পানীর সংঘস্মারক, সংঘবিধির যে কোন বিধান সংশোধন। (৪) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসারে কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে কোন সংশোধন করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী আদালতের অনুমতি ব্যতীত এমন কোন সংশোধন করিতে অথবা এইরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না যাহা উক্ত আদেশে বিবৃত নির্দেশের সহিত সংগতিপূর্ণ নয়। (৫) এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে আদেশ প্রাপ্ত কোম্পানী উক্ত আদেশ সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং তাহাকে উক্ত আদেশের একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবে; এবং যদি উক্ত কোম্পানী এই উপ-ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	বা হইতেছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত প্রার্থীত আদেশ বা উহার বিবেচনামত অন্য কোন যথাযথ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং তৎসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারিবে, যথা :- (ক) কোন সিদ্ধান্ত বা লেনদেন বাতিল বা সংশোধন; (খ) আদেশে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে কোম্পানীর বিষয়াদির পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ; (গ) কোম্পানীর সংঘস্মারক, সংঘবিধির যে কোন বিধান সংশোধন। (৪) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ অনুসারে কোম্পানীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধিতে কোন সংশোধন করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী আদালতের অনুমতি ব্যতীত এমন কোন সংশোধন করিতে অথবা এইরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না যাহা উক্ত আদেশে বিবৃত নির্দেশের সহিত সংগতিপূর্ণ নয়। (৫) এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে আদেশ প্রাপ্ত কোম্পানী উক্ত আদেশ সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং তাহাকে উক্ত আদেশের একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবে; এবং যদি উক্ত কোম্পানী এই উপ-ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
১০৪.		**২৪০ক। কোম্পানি পুনরুদ্ধার (Company Rescue): ১। উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা:** (ক) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য আর্থিক সংকটে পতিত কিন্তু কার্যক্ষম কোম্পানির অর্থনৈতিক মূল্য সংরক্ষণ করা। (খ) এই অধ্যায়ে- (অ) "স্থগিতাদেশ" (moratorium) বলিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে সকল মামলা ও বলবৎকরণ কার্যক্রমের সাময়িক স্থগিতি বুঝাইবে; (আ) "প্রশাসক" (administrator) বলিতে ধারা ২৪০ঘ এর অধীন নিযুক্ত ব্যক্তি বুঝাইবে; (ই) "পুনরুদ্ধার অর্থায়ন" বলিতে পুনরুদ্ধার-কালে কোম্পানিকে প্রদত্ত নূতন ঋণ বা অর্থায়ন বুঝাইবে; এবং (ঈ) "প্রি-প্যাক পুনর্গঠন" বলিতে আদালতে দাখিলের পূর্বে ঋণদাতাগণের সহিত আলোচিত পুনর্গঠন বা বিক্রয়-পরিকল্পনা	• **যুক্তি:** কার্যক্ষম কোম্পানিকে অবলুপ্তির বদলে পুনরুদ্ধার করিলে অর্থনৈতিক মূল্য সংরক্ষণ সম্ভব। কোম্পানি আইন ও দেউলিয়া আইনের এখতিয়ার-সংঘাত পরিষ্কার করা দরকার (২৪০ঝ)। • **ঝুঁকি ও রক্ষাকবচ:** পুনরুদ্ধার ঋণ-আদায় বিলম্বের হাতিয়ার হইতে পারে। তাই স্থগিতাদেশের সীমা ([নব্বই] ও একবার বর্ধন), পর্যাপ্ত সুরক্ষা, প্রশাসক, ক্রেতা সংশ্লিষ্ট পক্ষ হইলে বাজার-পরীক্ষা এবং

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		বুঝাইবে। **(২) পুনরুদ্ধারের আবেদন:** (ক) কোম্পানি পরিষদের সিদ্ধান্ত এবং আর্থিক সংকট ও সলভেন্সির বিবরণসহ, অথবা জামানতপ্রাপ্ত ঋণদাতা বা মূল্যে অন্যূন [দশ] শতাংশ ঋণদাতা, আদালতের নিকট পুনরুদ্ধার আদেশের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। (খ) কোম্পানির অবলুপ্তির আবেদন বিচারাধীন থাকিলে আদালত, উপযুক্ত মনে করিলে, বিষয়টি এই অধ্যায়ের অধীন পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে। **(৩) স্থগিতাদেশ:** (ক) আদালত আদেশ দিলে কোম্পানির জন্য [নব্বই] দিনের স্থগিতাদেশ কার্যকর হইবে এবং আদালত উহা একবার [নব্বই] দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে। (খ) স্থগিতাদেশকালে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো মামলা, বলবৎকরণ কার্যক্রম, অবলুপ্তির আবেদন, জামানত বলবৎকরণ এবং ইউটিলিটি সেবা বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। (গ) কর্মচারীগণের মজুরি, অপরিহার্য সরবরাহ এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্র স্থগিতাদেশের আওতার বাহিরে থাকিবে। (ঘ) স্থগিতাদেশে জামানতপ্রাপ্ত ঋণদাতার জামানতের মূল্য হ্রাস পাইলে আদালত পর্যাপ্ত সুরক্ষা (adequate protection) প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে। **(৪) প্রশাসক:** (ক) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করিবে। (খ) প্রশাসক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিবেন, সকল ঋণদাতার সমষ্টিগত স্বার্থে কাজ করিবেন এবং নিয়োগের [ত্রিশ] দিনের মধ্যে আদালত ও ঋণদাতাগণকে প্রতিবেদন দিবেন; কোম্পানির	অস্বাভাবিক লেনদেন বাতিলের সুযোগ রাখা হইয়াছে। • **খসড়ার ধারা ২৯৬ এর সঙ্গে:** খসড়া অবলুপ্তির পর রিটার্ন দাখিল ও প্রত্যয়নপত্রের ব্যবস্থা করিয়াছে; পুনরুদ্ধার অধ্যায় তাহার আগের ধাপ। আনুপাতিক অর্থদণ্ড ও যৌক্তিক ব্যবস্থার প্রস্তাব এই অধ্যায়ের শাস্তি-কাঠামো ঠিক করার সময় বিবেচ্য।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		পরিচালকগণের ক্ষমতা স্থগিত থাকিবে। **(৫) পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ও ঋণদাতা-ব্যবস্থা:** (ক) প্রশাসক বা কোম্পানি পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রস্তাব করিবে এবং ঋণদাতাগণের প্রত্যেক শ্রেণি সংখ্যায় অধিকাংশ ও মূল্যে অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাহা অনুমোদন করিলে আদালত উহা মঞ্জুর করিতে পারিবে। (খ) কোনো শ্রেণি বিরোধিতা করিলেও আদালত পরিকল্পনা মঞ্জুর করিতে পারিবে, যদি- (ক) পরিকল্পনায় বিরোধী শ্রেণি অবলুপ্তির তুলনায় খারাপ অবস্থায় না পড়ে; এবং (খ) অন্তত একটি অ-স্বার্থান্বিত ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণি পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছে। **(খ) পুনরুদ্ধার অর্থায়ন:** (ক) আদালতের অনুমোদনক্রমে প্রদত্ত পুনরুদ্ধার অর্থায়ন বিধি দ্বারা নির্ধারিত অগ্রাধিকার পাইবে; তবে পূর্ববর্তী জামানতপ্রাপ্ত ঋণদাতার জামানতের উপর অগ্রাধিকার কেবল তাহার সম্মতিতে বা পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান সাপেক্ষে হইবে। (খ) সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পুনরুদ্ধার অর্থায়নে স্বতন্ত্র অনুমোদন প্রয়োজন হইবে। **(৬) প্রি-প্যাক পুনর্গঠন:** (ক) পূর্বে আলোচিত পুনর্গঠন বা বিক্রয়-পরিকল্পনা আদালতের নিকট দাখিল করা যাইবে, যদি- (অ) স্বাধীন মূল্যায়নকারীর প্রতিবেদন থাকে; (আ) জামানতপ্রাপ্ত ঋণদাতাগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূল্যে সম্মতি থাকে; এবং (ই) ক্রেতা সংশ্লিষ্ট পক্ষ হইলে অতিরিক্ত আদালত-অনুমোদন ও উন্মুক্ত বাজার-পরীক্ষা (market test) সম্পন্ন হয়। (খ) আদালত পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করিয়া মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করিবে। **(৭) অবলুপ্তিতে রূপান্তর ও অস্বাভাবিক লেনদেন:** (ক) পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে আদালত কোম্পানির অবলুপ্তির আদেশ দিতে পারিবে।	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(খ) পুনরুদ্ধারের আবেদনের তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী [দুই] বৎসরে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সহিত অস্বাভাবিক মূল্যের বা পক্ষপাতমূলক লেনদেন আদালত বাতিল করিতে পারিবে। **(৮) এখতিয়ার ও অন্যান্য আইনের সহিত সম্পর্ক:** (ক) এই অধ্যায়ের অধীন আবেদন আদালত (হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানি বেঞ্চ) বিচার করিবে। (খ) কোম্পানির পুনরুদ্ধার ও অবলুপ্তি সংক্রান্ত বিষয়ে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে; একই কোম্পানির বিরুদ্ধে সমান্তরাল পুনরুদ্ধার বা দেউলিয়া কার্যক্রম চলিবে না, এবং বিরোধ দেখা দিলে আদালত তাহা নিষ্পত্তি করিবে।	
১০৫.	**২৪১। আদালত কর্তৃক কোম্পানীর অবলুপ্তিযোগ্য পরিস্থিতি:** আদালত কর্তৃক কোম্পানীর অবলুপ্তি ঘটানো যাইতে পারে, যদি - (ক) কোম্পানীটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উহার অবলুপ্তি আদালত কর্তৃক ঘটানো হইবে; অথবা (খ) উহা সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন দাখিল করিতে কিংবা সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হয়; অথবা (গ) নিগমিত হওয়ার পর এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ না করে কিংবা এক বৎসর যাবত্ উহার কার্যাবলী বন্ধ থাকে; অথবা (ঘ) সদস্য-সংখ্যা হ্রাস পাইয়া প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুইজনের কম অথবা অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে সাতজনের নাম হয়; অথবা (ঙ) কোম্পানী উহার ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হয়; অথবা (চ) আদালত এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কোম্পানীর অবলুপ্তি ঘটানো সঠিক ও ন্যায়সংগত।	**২৪১। আদালত কর্তৃক কোম্পানীর অবলুপ্তিযোগ্য পরিস্থিতি:** আদালত কর্তৃক কোম্পানীর অবলুপ্তি ঘটানো যাইতে পারে, যদি - (ক) কোম্পানীটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উহার অবলুপ্তি আদালত কর্তৃক ঘটানো হইবে; অথবা (খ) উহা সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন দাখিল করিতে কিংবা সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠান করিতে ব্যর্থ হয়; অথবা (গ) নিগমিত হওয়ার পর এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানী উহার কার্যাবলী আরম্ভ না করে কিংবা এক বৎসর যাবত্ উহার কার্যাবলী বন্ধ থাকে; অথবা (ঘ) সদস্য-সংখ্যা হ্রাস পাইয়া প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুইজনের কম অথবা অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে সাতজনের নাম হয়; অথবা (ঙ) কোম্পানী উহার ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হয়; অথবা (চ) আদালত এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কোম্পানীর অবলুপ্তি ঘটানো সঠিক ও ন্যায়সংগত। তবে শর্ত থাকে যে, অবলুপ্তির আবেদন শুনানিকালে আদালত কোম্পানির পুনরুদ্ধারযোগ্যতা বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনে ধারা-২৪১ক এর অধীন পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
১০৬.	**২৪৫। অবলুপ্তির জন্য আবেদনের বিধানসমূহ:** কোম্পানী অবলুপ্তির আবেদন, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত কোম্পানী কিংবা উহার যে কোন ঋণদাতা, ঘটনাপেক্ষ (contingent) বা সম্ভাব্য ঋণদাতা, প্রদায়ক, অথবা উল্লিখিত যে কোন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ এককভাবে বা একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে বা তাহারা সকলে উক্ত শ্রেণীসমূহের এক বা একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে বা রেজিষ্ট্রার পেশ করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে - (ক) কোম্পানী অবলুপ্তির জন্য উহার কোন প্রদায়ক, আবেদন পেশ করিবার অধিকারী হইবেন না, যদি না - (অ) উহার সদস্য-সংখ্যা হ্রাস পাইয়া প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুই এর নীচে এবং অন্য যে কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে সাত এর নীচে নামিয়া আসে; অথবা (আ) যে সমস্ত শেয়ারের ব্যাপারে তিনি একজন প্রদায়ক, সেইগুলির সকল বা কিছু সংখ্যক শেয়ার শুরুতেই তাহার নামে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে অথবা কোম্পানীর অবলুপ্তি শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী আঠারো মাসের মধ্যে কমপক্ষে ছয় মাস ধরিয়া উহাদের ধারক হিসাবে তাহার নাম নিবন্ধিকৃত থাকে কিংবা কোন সাবেক শেয়ার হোল্ডারের মৃত্যুর ফলে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ঐগুলি লাভ করিয়া থাকেন; (খ) রেজিষ্ট্রার কোন কোম্পানীর অবলুপ্তির জন্য আবেদন পেশ করিবার অধিকারী হইবেন না, যদি না - (অ) কোম্পানীর বার্ষিক ব্যালান্স শীটে উদ্‌ঘাটিত কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে অথবা ১৯৫ ধারার বিধানবলে নিযুক্ত কোম্পানীর পরিদর্শকের প্রতিবেদন হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোম্পানী উহার ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ অথবা যদি না বিষয়াটি ২০৪ ধারার আওতায় পড়ে; এবং (আ) আবেদনপত্র পেশ করার জন্য তিনি সরকারের পূর্ব অনুমতি প্রাপ্ত হন: তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যাপারে কোম্পানীকে উহার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না দিয়া এইরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে না; (গ) সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন পেশ কিংবা সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠানে বরখেলাপের কারণে শেয়ার হোল্ডার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কোম্পানীর অবলুপ্তির জন্য আবেদন পেশ করিতে পারিবেন না, এবং কোন শেয়ার হোল্ডারও উক্ত সভা সর্বশেষ যে তারিখে অনুষ্ঠানের কথা ছিল সেই তারিখের পর চৌদ্দ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আবেদন করিতে	**২৪৫। অবলুপ্তির জন্য আবেদনের বিধানসমূহ:** কোম্পানী অবলুপ্তির আবেদন, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত কোম্পানী কিংবা উহার যে কোন ঋণদাতা, ঘটনাপেক্ষ (contingent) বা সম্ভাব্য ঋণদাতা, প্রদায়ক, অথবা উল্লিখিত যে কোন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ এককভাবে বা একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে বা তাহারা সকলে উক্ত শ্রেণীসমূহের এক বা একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে বা রেজিষ্ট্রার পেশ করিতে পারিবেন : তবে শর্ত থাকে যে - (ক) কোম্পানী অবলুপ্তির জন্য উহার কোন প্রদায়ক, আবেদন পেশ করিবার অধিকারী হইবেন না, যদি না - (অ) উহার সদস্য-সংখ্যা হ্রাস পাইয়া প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে দুই এর নীচে এবং অন্য যে কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে সাত এর নীচে নামিয়া আসে; অথবা (আ) যে সমস্ত শেয়ারের ব্যাপারে তিনি একজন প্রদায়ক, সেইগুলির সকল বা কিছু সংখ্যক শেয়ার শুরুতেই তাহার নামে বরাদ্দ করা হইয়া থাকে অথবা কোম্পানীর অবলুপ্তি শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী আঠারো মাসের মধ্যে কমপক্ষে ছয় মাস ধরিয়া উহাদের ধারক হিসাবে তাহার নাম নিবন্ধিকৃত থাকে কিংবা কোন সাবেক শেয়ার হোল্ডারের মৃত্যুর ফলে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ঐগুলি লাভ করিয়া থাকেন; (খ) রেজিষ্ট্রার কোন কোম্পানীর অবলুপ্তির জন্য আবেদন পেশ করিবার অধিকারী হইবেন না, যদি না - (অ) কোম্পানীর বার্ষিক আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে উদ্‌ঘাটিত কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে অথবা ১৯৫ ধারার বিধানবলে নিযুক্ত কোম্পানীর পরিদর্শকের প্রতিবেদন হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোম্পানী উহার ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ অথবা যদি না বিষয়াটি ২০৪ ধারার আওতায় পড়ে; এবং (আ) আবেদনপত্র পেশ করার জন্য তিনি সরকারের পূর্ব অনুমতি প্রাপ্ত হন: তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যাপারে কোম্পানীকে উহার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না দিয়া এইরূপ অনুমতি দেওয়া যাইবে না; (গ) সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন পেশ কিংবা সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠানে বরখেলাপের কারণে শেয়ার হোল্ডার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কোম্পানীর অবলুপ্তির জন্য আবেদন পেশ করিতে পারিবেন না, এবং কোন শেয়ার হোল্ডারও উক্ত সভা সর্বশেষ যে তারিখে অনুষ্ঠানের কথা ছিল সেই তারিখের পর চৌদ্দ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আবেদন করিতে	•

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	পারিবেন না; এবং (ঘ) আদালত কোন ঘটনাপেক্ষ কিংবা সম্ভাব্য ঋণদাতা কর্তৃক পেশকৃত অবলুপ্তির আবেদনপত্র সম্পর্কে শুনানী করিবে না, যদি এই কার্যধারায় উক্ত ঋণদাতার পরাজয়ের ক্ষেত্রে আদালতের মতে কোম্পানীর প্রাপ্য যুক্তিসংগত খরচের জামানত প্রদান না করা হয় এবং যদি আদালতের সন্তুষ্টি মোতাবেক অবলুপ্তির বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সঠিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।	পারিবেন না; এবং (ঘ) আদালত কোন ঘটনাপেক্ষ কিংবা সম্ভাব্য ঋণদাতা কর্তৃক পেশকৃত অবলুপ্তির আবেদনপত্র সম্পর্কে শুনানী করিবে না, যদি এই কার্যধারায় উক্ত ঋণদাতার পরাজয়ের ক্ষেত্রে আদালতের মতে কোম্পানীর প্রাপ্য যুক্তিসংগত খরচের জামানত প্রদান না করা হয় এবং যদি আদালতের সন্তুষ্টি মোতাবেক অবলুপ্তির বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সঠিক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।	
১০৭.	**২৭৭। কোম্পানীর বিলুপ্তি (dissolution):** (১) কোম্পানীর অবলুপ্তির প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর আদালত আদেশ দিবে যে, আদেশের তারিখ হইতে কোম্পানীর বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত (dissolved) হইয়াছে এবং তদনুযায়ী কোম্পানীটি বিলুপ্ত হইবে। (২) আদেশদানের তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে সরকারী লিকুইডেটর উক্ত আদেশটির বিষয় রেজিষ্ট্রারকে অবহিত করিবেন এবং রেজিষ্ট্রার তাহার বহিতে কোম্পানী বিলুপ্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ (minute) লিপিবদ্ধ করিবেন। (৩) সরকারী লিকুইডেটর এই ধারার বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**২৭৭। কোম্পানীর বিলুপ্তি (dissolution):** (১) কোম্পানীর অবলুপ্তির প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর আদালত আদেশ দিবে যে, আদেশের তারিখ হইতে কোম্পানীর বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত (dissolved) হইয়াছে এবং তদনুযায়ী কোম্পানীটি বিলুপ্ত হইবে। (২) আদেশদানের তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে সরকারী লিকুইডেটর উক্ত আদেশটির বিষয় রেজিষ্ট্রারকে অবহিত করিবেন এবং রেজিষ্ট্রার তাহার বহিতে কোম্পানী বিলুপ্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ (minute) লিপিবদ্ধ করিবেন। (৩) সরকারী লিকুইডেটর এই ধারার বিধানসমূহ পালনে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, তাহার উপর অনধিক পাঁচ শত টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।	
১০৮.	**২৯৬। চূড়ান্ত সভা ও কোম্পানির অবলুপ্তিঃ** (১) কোম্পানির বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিকুইডেটর অবলুপ্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে অবলুপ্তির কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হইয়াছে এবং কোম্পানির সম্পত্তি কিভাবে বিলি বণ্টন করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা থাকিবে; এবং তৎপর তিনি কোম্পানির হিসাব-নিকাশ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যগণের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। (২) সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ একমাস পূর্বে, সভার সময়, স্থান ও উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক, একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে এবং ২৮৯ ধারার (১) উপধারায় নোটিশ প্রকাশের যে পদ্ধতি নির্ধারিত রহিয়াছে সেই পদ্ধতিতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে। (৩) সভা অনুষ্ঠানের পর এক সপ্তাহের মধ্যে লিকুইডেটর তাহার হিসাব-নিকাশের একটি অনুলিপি ও সভা অনুষ্ঠান ও উহার তারিখ সম্পর্কিত একটি রিটার্ণ রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন; এবং তিনি এই উপ-	**২৯৬। চূড়ান্ত সভা ও কোম্পানির অবলুপ্তিঃ** (১) কোম্পানির বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিকুইডেটর অবলুপ্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে অবলুপ্তির কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হইয়াছে এবং কোম্পানির সম্পত্তি কিভাবে বিলি বণ্টন করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা থাকিবে; এবং তৎপর তিনি কোম্পানির হিসাব-নিকাশ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যগণের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। (২) সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ একমাস পূর্বে, সভার সময়, স্থান ও উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক, একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে এবং ২৮৯ ধারার (১) উপধারায় নোটিশ প্রকাশের যে পদ্ধতি নির্ধারিত রহিয়াছে সেই পদ্ধতিতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে। (৩) সভা অনুষ্ঠানের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে লিকুইডেটর তাহার হিসাব-নিকাশের একটি অনুলিপি ও সভা অনুষ্ঠান ও উহার তারিখ সম্পর্কিত	রিটার্ন দাখিল সহজিকরণ ও অবলুপ্তির প্রমাণক হিসেবে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	ধারা অনুসারে উক্ত অনুলিপি বা রিটার্ণ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক একশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, সভার কোরাম না হইলে, লিকুইডেটর উল্লিখিত রিটার্ণের পরিবর্তে এই মর্মে একটি রিটার্ণ দাখিল করিবেন যে, যথাযথ পদ্ধতিতে উক্ত সভা ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু সভার কোরাম হয় নাই; এবং এইভাবে রিটার্ণ দাখিল করা হইলে রিটার্ণ তৈরী ও দাখিল সংক্রান্ত এই উপ-ধারার বিধান পালন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	একটি রিটার্ণ রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন এবং রেজিষ্ট্রার অবলুপ্তির প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন; এবং তিনি এই উপ-ধারা অনুসারে উক্ত অনুলিপি বা রিটার্ণ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, সভার কোরাম না হইলে, লিকুইডেটর উল্লিখিত রিটার্ণের পরিবর্তে এই মর্মে একটি রিটার্ণ দাখিল করিবেন যে, যথাযথ পদ্ধতিতে উক্ত সভা ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু সভার কোরাম হয় নাই; এবং এইভাবে রিটার্ণ দাখিল করা হইলে রিটার্ণ তৈরী ও দাখিল সংক্রান্ত এই উপ-ধারার বিধান পালন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	
১০৯.	**৩৩৯। কোম্পানির দলিলপত্র নিষ্পত্তিকরণঃ** (১) অবলুপ্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কোম্পানির বিলুপ্তির প্রাক্কালে, কোম্পানি এবং উহার লিকুইডেটরগণের দলিলপত্র নিম্নলিখিতভাবে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, যথা - (ক) আদালত কর্তৃক বা আদালতের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশ অনুসারে; (খ) স্বেচ্ছাকৃত অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, অসাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রদত্ত কোম্পানির নির্দেশ অনুসারে । (২) কোম্পানি বিলুপ্তির (dissolution) তিন বৎসর পর কোম্পানির বা উহার লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির দলিলপত্রের হেফাজতে বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন দাবী উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে কোম্পানি বা লিকুইডেটর বা উক্ত নিয়োজিত ব্যক্তির আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না ।	**৩৩৯। কোম্পানির দলিলপত্র নিষ্পত্তিকরণঃ** (১) অবলুপ্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কোম্পানির বিলুপ্তির প্রাক্কালে, কোম্পানি এবং উহার লিকুইডেটরগণের দলিলপত্র নিম্নলিখিতভাবে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, যথা - (ক) আদালত কর্তৃক বা আদালতের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশ অনুসারে; (খ) স্বেচ্ছাকৃত অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, অসাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রদত্ত কোম্পানির নির্দেশ অনুসারে । (২) কোম্পানি বিলুপ্তির (dissolution) পাঁচ বছরের মধ্যে কোম্পানির বা উহার লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির দলিলপত্রের হেফাজতে বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন দাবী উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে কোম্পানি বা লিকুইডেটর বা উক্ত নিয়োজিত ব্যক্তির আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না ।	রিটার্ন দাখিল সহজিকরণ ও অবলুপ্তির প্রমাণক হিসেবে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১১০.	**৩৪৬। নিষ্ক্রিয় (defunct) কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কাটিয়া দেওয়াঃ** (১) যেক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন একটি কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে না কিংবা উহার কার্যাবলী চালু অবস্থায় নাই, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে কি না অথবা উহা চালু অবস্থায় আছে কি না তাহা জানিবার জন্য ডাকযোগে কোম্পানির নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিবেন । (২) উক্ত পত্র প্রেরণের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন জবাব পাওয়া না গেলে, রেজিষ্ট্রার উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে, প্রথম	**৩৪৬। নিষ্ক্রিয় (defunct) কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কাটিয়া দেওয়াঃ** (১) যেক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে না কিংবা উহার কার্যাবলী চালু অবস্থায় নাই, কিংবা কোম্পানি একাধিক্রমে পূর্ববর্তী দুই অর্থবছরে তাদের কার্যক্রম পরচিালনা করিতেছে না, সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার উক্ত কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে কি না অথবা উহা চালু অবস্থায় আছে কি না তাহা জানিবার জন্য ডাকযোগে কোম্পানির নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে একটি	যে কোম্পানি বাস্তবে কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে না, তাহার সদস্যদের নির্ধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্মতিক্রমে স্বেচ্ছায় নাম কর্তনের আবেদন করার সুযোগ রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় কোম্পানির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব বহন, বার্ষিক রিটার্নসহ নিয়মিত পরিপালনের ব্যয় এবং রেজিস্ট্রারের নিকট

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	পত্রের কথা এবং উহার জবাব না পাওয়ার কথা উল্লেখপূর্বক উক্ত কোম্পানির নিকট ডাকযোগে একটি রেজিষ্টার্ড পত্র পাঠাইবেন, যাহাতে এই মর্মে একট সতর্কবানী থাকিবে যে, দ্বিতীয় পত্রটির স্বাক্ষর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি উহারও কোন জবাব পাওনা না যায়, তাহা হইলে কোম্পানির নিবন্ধন বহি হইতে উক্ত কোম্পানির নাম কাটিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে । (৩) রেজিষ্ট্রার যদি কোম্পানির নিকট হইতে এইমর্মে জবাব প্রাপ্ত হন যে, কোম্পানিটি ব্যবসা চালাইতেছে না বা উহার কার্যাবলী চালু নাই কিংবা, দ্বিতীয় পত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে, যদি তিনি উক্ত পত্র স্বাক্ষর-তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন জবাব না পান, তবে তিনি এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নব্বই দিনের মধ্যে উহার বিপরীতে কোন কারণ দর্শান না হইলে, উক্ত কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; তবে বিজ্ঞপ্তিটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের সময় উহার একটি অনুলিপি কোম্পানির নিকটেও তিনি ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারেন । (৪) কোন কোম্পানির অবলুপ্তি হইতেছে এইরূপ ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার যদি যুক্তিসংগত কারণে বিশ্বাস করেন যে, হয় কোন লিকুইডেটর কাজ করিতেছে না কিংবা কোম্পানির বিষয়াদি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হইয়াছে, এবং সে অনুসারে রেজিষ্ট্রার কোম্পানিকে বা উহার লিকুইডেটরকে উহার বা তাহার সর্বশেষ কর্মস্থলে রিটার্ণ তলব করিয়া ডাকযোগে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোম্পানি সম্পর্কে প্রণীতব্য রিটার্ণ তিনি একাদিক্রমে ছয় মাস যাবত প্রণয়ন করিতেছেন না, সেইক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে এবং কোম্পানির নিকট উহার অনুলিপি পাঠাইতে পারিবেন । (৫) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই কোম্পানি উহার বিপরীতে কারণ দর্শাইতে না পারিলে, রেজিষ্ট্রার উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উহার নাম কোম্পানির নিবন্ধন-বহি হইতে কাটিয়া দিতে পারিবেন এবং তৎসম্পর্কে সরকারী গেজেটে অপর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে কোম্পানিটি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে : বে শর্ত থাকে যে, কোম্পানির কোন পরিচালক এবং সদস্যের যদি কোন	পত্র প্রেরণ অথবা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন। (২) কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে কিনা বা কোম্পানি চালু আবস্থায় আছে কিনা তাহা পত্র প্রেরণ অথবা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিবে । (৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আবেদন না পাওয়া গেলে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার সরকারি গেজেটসহ বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কর্তন করিবে। (৪) যদি ব্যবসা চালু না থাকে তাহা হইলে কোম্পানি বিশেষ সভায় মোট সদস্যের তিন-চর্তুথাংশের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রারের নিকট নাম কর্তনের আবেদন দাখিল করিলে রেজিস্ট্রার উক্ত আবেদন পরীক্ষান্তে সরকারি গেজেটসহ বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কর্তন করিবে। (৫) এ ধারার উপধারা (৩) এবং (৪) অনুযায়ী কোন নাম কর্তন করা হইলেও কোম্পানির কোন পরিচালক এবং সদস্যের যদি কোন দায় থাকে, তবে তাহা অব্যাহত থাকিবে এবং তাহা আইনতঃ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয় নাই ।	অকার্যকর রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজন কমিবে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	দায় থাকে, তবে তাহা অব্যাহত থাকিবে এবং তাহা আইনতঃ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয় নাই ।		
১১১.	**৩৪৮। ফিসঃ** (১) তফসিল-২ তে উল্লিখিত বিষয়াদির জন্য উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফিস কিংবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলে তদপেক্ষা কম পরিমাণ ফিস রেজিষ্ট্রারের নিকট জমা দিতে হইবে । (২) এই আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রদত্ত সকল প্রকার ফিস এতদুদ্দেশ্যে বিনির্দিষ্ট সরকারী হিসাব-খাতে জমা দিতে হইবে ।	**৩৪৮। ফিসঃ** (১) তফসিল-২ তে উল্লিখিত বিষয়াদির জন্য উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফিস কিংবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলে তদপেক্ষা কম পরিমাণ ফিস রেজিষ্ট্রারের নিকট জমা দিতে হইবে । (২) এই আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রদত্ত সকল প্রকার ফিস এবং জরিমানা এতদুদ্দেশ্যে বিনির্দিষ্ট সরকারী হিসাব-খাতে জমা দিতে হইবে ।	যেহেতু রেজিস্ট্রার ফিস আদায়ের পাশাপাশি জরিমানা আদায়ের বিধান নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে, সুতরাং "জরিমানা" শব্দটি আলোচ্য ধারায় সংযোজন আবশ্যক।
১১২.	**৩৫৬। জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** কোন জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি এই খন্ডের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের পূর্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:- (ক) ঐ সকল ব্যক্তির নাম, ঠিকানা এবং পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা যাহারা তালিকার তারিখের অনধিক ছয়দিন পূর্বে উক্ত কোম্পানির সদস্য ছিলেন এবং তৎসহ তাহাদের ধারণকৃত শেয়ার বা ষ্টকের পরিমাণ এবং এইরূপ শেয়ারের চিহ্নিতকারী কোন নম্বর থাকিলে সেই নম্বর; (খ) কোম্পানির গঠন বা নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল (deed of settlement) শরিকানা চুক্তি (contract of co-partnery) অথবা অন্যবিধ দলিলের অনুলিপি; এবং (গ) কোম্পানিটি যদি একটি সীমিতদায় কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেপূর্বক একটি বিবরণী :- (অ) কোম্পানির নামিক শেয়ার-মূলধন, এবং যত সংখ্যক শেয়ারে ইহা বিভক্ত তাহার সংখ্যা কিংবা যে পরিমাণ ষ্টক লইয়া উক্ত মূলধন গঠিত সেই পরিমাণ; (আ) গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা এবং শেয়ার-প্রতি কত টাকা পরিশোধিত উহার পরিমাণ; (ই) নামের শেষ শব্দ হিসাবে 'লিমিটেড' বা 'সীমিতদায়' শব্দটিসহ কোম্পানির নাম; (ঈ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে, গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত ।	**৩৫৬। জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** কোন জয়েন্ট- স্টক কোম্পানি এই খন্ডের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের পূর্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:- (ক) ঐ সকল ব্যক্তির নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর, টিআইএন নম্বর, ই-মেইল এবং পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা যাহারা তালিকার তারিখের অনধিক ছয়দিন পূর্বে উক্ত কোম্পানির সদস্য ছিলেন এবং তৎসহ তাহাদের ধারণকৃত শেয়ার বা ষ্টকের পরিমাণ এবং এইরূপ শেয়ারের চিহ্নিতকারী কোন নম্বর থাকিলে সেই নম্বর; (খ) কোম্পানির গঠন বা নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল (deed of settlement) শরিকানা চুক্তি (contract of co-partnery) অথবা অন্যবিধ দলিলের অনুলিপি; এবং (গ) কোম্পানিটি যদি একটি সীমিতদায় কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেপূর্বক একটি বিবরণী :- (অ) কোম্পানির নামিক শেয়ার-মূলধন, এবং যত সংখ্যক শেয়ারে ইহা বিভক্ত তাহার সংখ্যা কিংবা যে পরিমাণ স্টক লইয়া উক্ত মূলধন গঠিত সেই পরিমাণ; (আ) গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা এবং শেয়ার-প্রতি কত টাকা পরিশোধিত উহার পরিমাণ; (ই) নামের শেষ শব্দ হিসাবে এ আইনের ১১ক ধারা অনুযায়ী কোম্পানির নাম; (ঈ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে, গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত ।	প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে কোম্পানি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের পাশাপাশি পরিচালকগণের পরিচয়, যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য রেজিস্ট্রারের নিকট সংরক্ষিত থাকিলে কোম্পানির স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে। ফলে প্রস্তাবিত পরিবর্তনটি প্রয়োজনীয় regulatory information বজায় রাখিয়া নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে অধিকতর সহজ, কার্যকর ও অনুপাতসম্মত (proportionate) করিবে।

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
১১৩.	**৩৫৭। জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি ভিন্ন অন্যবিধ কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** এই খন্ডের বিধান অনুযায়ী জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি নহে এমন কোন কোম্পানি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা :- (ক) কোম্পানির পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা; (খ) কোম্পানির গঠন ও নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল, শরিকানা চুক্তি অথবা অন্যবিদ কোন দলিলের অনুলিপি; এবং (গ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত ।	**৩৫৭। জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি ভিন্ন অন্যবিধ কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** এই খন্ডের বিধান অনুযায়ী জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি নহে এমন কোন কোম্পানি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা :- (ক) কোম্পানির পরিচালকগণের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর, টিআইএন নম্বর, ই-মেইল, ও পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা; (খ) কোম্পানির গঠন ও নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল, শরিকানা চুক্তি অথবা অন্যবিদ কোন দলিলের অনুলিপি; এবং (গ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত ।	প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে কোম্পানি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের পাশাপাশি পরিচালকগণের পরিচয়, যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য রেজিস্ট্রারের নিকট সংরক্ষিত থাকিলে কোম্পানির স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে। ফলে প্রস্তাবিত পরিবর্তনটি প্রয়োজনীয় regulatory information বজায় রাখিয়া নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে অধিকতর সহজ, কার্যকর ও অনুপাতসম্মত (proportionate) করিবে।
১১৪.	**৩৭৯। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনাকারী বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক দলিলপত্র ইত্যাদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল:** (১) যে বিদেশী কোম্পানী এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসাস্থল বা কর্মস্থল প্রতিষ্ঠা করে, সেই কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ত্রিশ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নলিখিত দলিলপত্র নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে দাখিল করিবে, যথা :- (ক) কোম্পানী গঠনকারী বা উহার গঠন নির্দিষ্টকারী (defining) সনদ (Charter) অথবা আইন অথবা সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অন্য দলিলের প্রত্যায়িত অনুলিপি এবং যদি দলিলটি ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় লিখিত না হয়, তবে উহার বাংলা বা ইংরেজী অনুবাদের একটি প্রত্যায়িত অনুলিপি; (খ) কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত অথবা প্রধান কার্যালয়ের পূর্ণ ঠিকানা; (গ) কোম্পানীর পরিচালকগণ ও সচিব, যদি থাকে, এর একটি তালিকা; (ঘ) কোম্পানীর উপর জারীতব্য পরোয়ানা, নোটিশ বা উহার নিকট প্রেরিতব্য কোন দলিল গ্রহণের জন্য কোম্পানী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা; (ঙ) বাংলাদেশে কোম্পানীর কার্যালয়ের পূর্ণ ঠিকানা, যাহা বাংলাদেশে কোম্পানীর প্রধান ব্যবসাস্থল বা কর্মস্থল বলিয়া গণ্য হইবে । (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী ব্যতীত অন্য বিদেশী কোম্পানীসমূহ, এই আইন দ্বারা রহিতকৃত Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর ২৭৭ ধারার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত	**৩৭৯। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনাকারী বিদেশী কোম্পানী কর্তৃক দলিলপত্র ইত্যাদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল:** (১) যে বিদেশী কোম্পানী এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসাস্থল বা কর্মস্থল প্রতিষ্ঠা করে, সেই কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ত্রিশ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নলিখিত দলিলপত্র নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে দাখিল করিবে, যথা :- (ক) কোম্পানী গঠনকারী বা উহার গঠন নির্দিষ্টকারী (defining) সনদ (Charter) অথবা আইন অথবা সংঘস্মারক ও সংঘবিধি অন্য দলিলের প্রত্যায়িত অনুলিপি এবং যদি দলিলটি ইংরেজী বা বাংলা ভাষায় লিখিত না হয়, তবে উহার বাংলা বা ইংরেজী অনুবাদের একটি প্রত্যায়িত অনুলিপি; (খ) কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত অথবা প্রধান কার্যালয়ের পূর্ণ ঠিকানা; (গ) কোম্পানীর পরিচালকগণ ও সচিব, যদি থাকে, এর একটি তালিকা; (ঘ) কোম্পানীর উপর জারীতব্য পরোয়ানা, নোটিশ বা উহার নিকট প্রেরিতব্য কোন দলিল গ্রহণের জন্য কোম্পানী হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা; (ঙ) বাংলাদেশে কোম্পানীর কার্যালয়ের পূর্ণ ঠিকানা, যাহা বাংলাদেশে কোম্পানীর প্রধান ব্যবসাস্থল বা কর্মস্থল বলিয়া গণ্য হইবে । (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী ব্যতীত অন্য বিদেশী কোম্পানীসমূহ, এই আইন দ্বারা রহিতকৃত Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর ২৭৭ ধারার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	দলিলপত্র এবং বিবরণসমূহ এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই আইনের অধীনে উক্ত দলিলপত্র ও বিবরণসমূহ দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে। (৩) যদি কোন বিদেশী কোম্পানীর নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি, যথা :- (ক) অন্য কোন দলিল, অথবা (খ) কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত প্রধান কার্যালয়, অথবা (গ) কোম্পানীর কোন পরিচালক অথবা সচিব, যদি থাকে, অথবা (ঘ) কোম্পানীর উপর জারীতব্য পরওয়ানা বা নোটিশ বা উহার নিকট প্রেরিতব্য কোন দলিল উহার পত্মেগ গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা, অথবা (ঙ) বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানীর প্রধান ব্যবসাস্থল বা কর্মস্থল, এর কোন পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ধারিত বিবরণ সম্বলিত একটি রিটার্ণ দাখিল করিবে।	দলিলপত্র এবং বিবরণসমূহ এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে যদি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই আইনের অধীনে উক্ত দলিলপত্র ও বিবরণসমূহ দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে। (৩) যদি কোন বিদেশী কোম্পানীর নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি, যথা :- (ক) অন্য কোন দলিল, অথবা (খ) কোম্পানীর নিবন্ধিকৃত প্রধান কার্যালয়, অথবা (গ) কোম্পানীর কোন পরিচালক অথবা সচিব, যদি থাকে, অথবা (ঘ) কোম্পানীর উপর জারীতব্য পরওয়ানা বা নোটিশ বা উহার নিকট প্রেরিতব্য কোন দলিল উহার পত্মেগ গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা, অথবা (ঙ) বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানীর প্রধান ব্যবসাস্থল বা কর্মস্থল, এর কোন পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ধারিত বিবরণ সম্বলিত একটি রিটার্ণ দাখিল করিবে। কোন কোম্পানী এই ধারার বিধান পালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যর্থতা যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য, , রেজিস্ট্রার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে; এবং কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ত্রুটি অনুমোদন করেন বা উহা অব্যাহত রাখেন বা রাখিতে দেন তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আদায় হইবে।	
১১৫.	**৩৮০। বিদেশী কোম্পানীর হিসাব নিকাশ:** (১) প্রত্যেক বিদেশী কোম্পানী প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা বৎসরে- (ক) একটি ব্যালান্স শীট অথবা উহা মুনাফার জন্য গঠিত একটি কোম্পানী না হইলে উহার আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বাংলাদেশে উহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং উহা একটি নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী হইলে উহার দলীয় হিসাব (group accounts) তৈয়ারি করিবে; এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোম্পানীটি যদি এই আইনে সংজ্ঞায়িত (within the meaning) একটি কোম্পানী হইত, তাহা হইলে উহাকে যে ছকে এবং যে সব বিবরণ সম্বলিত ও যে সকল দলিলপত্র সহকারে ঐ ব্যালান্স শীট বা ক্ষেত্রমত আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ারি করিতে এবং উহা কোম্পানীর সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইত, এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে সেই ছকে, সেই বিবরণ সম্বলিত এবং সেইসব	**৩৮০। বিদেশী কোম্পানীর হিসাব নিকাশ:** (১) প্রত্যেক বিদেশী কোম্পানী প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা বৎসরে- (ক) একটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী অথবা উহা মুনাফার জন্য গঠিত একটি কোম্পানী না হইলে উহার আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বাংলাদেশে উহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং উহা একটি নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানী হইলে উহার দলীয় হিসাব (group accounts) তৈয়ারি করিবে; এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোম্পানীটি যদি এই আইনে সংজ্ঞায়িত (within the meaning) একটি কোম্পানী হইত, তাহা হইলে উহাকে যে ছকে এবং যে সব বিবরণ সম্বলিত ও যে সকল দলিলপত্র সহকারে ঐ আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা ক্ষেত্রমত আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ারি করিতে এবং উহা কোম্পানীর সাধারণ সভায় পেশ করিতে হইত, এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে সেই ছকে, সেই	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	দলিলপত্র সহকারে উহার ব্যালান্স শীট বা ক্ষেত্রমত আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ারি ও রেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করিবে; এবং (খ) ঐ সকল দলিলপত্রের তিনটি করিয়া অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবে যে, (ক) দফার শর্তাবলী কোন নির্দিষ্ট বিদেশী কোম্পানী বা কোন শ্রেণীর বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না অথবা ঐ শর্তাবলী ঐ সমস্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপন বর্ণিত শর্ত, ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন দলিলপত্র যদি বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত না হয়, তাহা হইলে উহার সহিত একটি প্রত্যায়িত বাংলা বা ইংরেজী অনুবাদ সংযোজন করিতে হইবে।	বিবরণ সম্বলিত এবং সেইসব দলিলপত্র সহকারে উহার আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা ক্ষেত্রমত আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ারি ও রেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করিবে; এবং (খ) ঐ সকল দলিলপত্রের তিনটি করিয়া অনুলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবে যে, (ক) দফার শর্তাবলী কোন নির্দিষ্ট বিদেশী কোম্পানী বা কোন শ্রেণীর বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না অথবা ঐ শর্তাবলী ঐ সমস্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপন বর্ণিত শর্ত, ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন দলিলপত্র যদি বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত না হয়, তাহা হইলে উহার সহিত একটি প্রত্যায়িত বাংলা বা ইংরেজী অনুবাদ সংযোজন করিতে হইবে।	
১১৬.	**৩৮৪। দন্ড:** যদি কোন কোম্পানী এই খন্ডের কোন বিধান পালন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রথমদিনের পর যতদিন উহা অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা অথবা প্রতিনিধি, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও, একই দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**৩৮৪। জরিমানা:** যদি কোন কোম্পানী এই খন্ডের কোন বিধান পালন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে এবং উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রথমদিনের পর যতদিন উহা অব্যাহত থাকিবে ততদিনের প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা অথবা প্রতিনিধি, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তাহার উপর সমপরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে।	
১১৭.	**৩৯০। শেয়ার বিক্রির প্রস্তাবের উপর বাধা-নিষেধ:** (১) বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোন কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনে চাঁদাদান বা উহার শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি জনসাধারণের বাড়ী বাড়ী বা কোন ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে প্রস্তাব লইয়া গেলে তাহা দন্ডনীয় অপরাধ হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'বাড়ী' বলিতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অফিস অন্তর্ভুক্ত হইবে না। (৩) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন কাজ করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**৩৯০। শেয়ার বিক্রির প্রস্তাবের উপর বাধা-নিষেধ:** (১) বাংলাদেশের বাহিরে নিগমিত কোন কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনে চাঁদাদান বা উহার শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি জনসাধারণের বাড়ী বাড়ী বা কোন ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে প্রস্তাব লইয়া গেলে তাহা দন্ডনীয় অপরাধ হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'বাড়ী' বলিতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অফিস অন্তর্ভুক্ত হইবে না। (৩) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোন কাজ করিলে তাহার উপর অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।	
১১৮.	**৩৯২ঝ। এক ব্যক্তি কোম্পানীর ব্যালান্স শীট:** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোন অর্থ বৎসর সমাপ্তির একশত আশি দিনের মধ্যে উহার আর্থিক বিবরণী দলিলাদিসহ সংযুক্ত করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে	**৩৯২ঝ। এক ব্যক্তি কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী:** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোন অর্থ বৎসর সমাপ্তির একশত আশি দিনের মধ্যে উহার আর্থিক বিবরণী দলিলাদিসহ সংযুক্ত করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
	হইবে। (২) প্রতিটি ব্যালান্স শীট এবং প্রতিবারের লাভ-ক্ষতির হিসাব অথবা আয় ও ব্যয়ের হিসাব কোম্পানীর একমাত্র শেয়ারহোল্ডার পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।	দাখিল করিতে হইবে। (২) প্রতিটি আর্থিক বিবরণী এবং প্রতিবারের লাভ-ক্ষতির হিসাব অথবা আয় ও ব্যয়ের হিসাব কোম্পানীর একমাত্র শেয়ারহোল্ডার পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।	
১১৯.	**৩৯৭। মিথ্যা বিবৃতি দানের দন্ড:** যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতায় আবশ্যকীয় বা এই আইনের কোন বিধানের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রণীত কোন রিটার্ণ, প্রতিবেদন, সার্টিফিকেট, ব্যালান্স শীট, বিবরণী অথবা অন্য কোন দলিলে কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য, বিবরণ বা বিবৃতি দেন, যাহা সম্পর্কে তিনি জানিতেন যে উহা মিথ্যা, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে এবং তদসহ অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, এবং উক্ত কারাদন্ড যে কোন প্রকারের হইতে পারে।	**৩৯৭। মিথ্যা বিবৃতি দানের দন্ড:** যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের আওতায় আবশ্যকীয় বা এই আইনের কোন বিধানের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রণীত কোন রিটার্ণ, প্রতিবেদন, সার্টিফিকেট, আর্থিক অবস্থার বিবরণী, বিবরণী অথবা অন্য কোন দলিলে কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য, বিবরণ বা বিবৃতি দেন, যাহা সম্পর্কে তিনি জানিতেন যে উহা মিথ্যা, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে এবং তদসহ অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, এবং উক্ত কারাদন্ড যে কোন প্রকারের হইতে পারে।	
১২০.	**এক ব্যক্তি কোম্পানি গঠন, নিবন্ধন, পরিচালনা, ইত্যাদি** **৩৯২গ। এক ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার মূলধন, ইত্যাদিঃ** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানির- (ক) পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হইবে অন্যূন পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং অনধিক পাঁচ কোটি টাকা; এবং (খ) অব্যবহিত পূববর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক টার্নওভার অন্যূন এক কোটি টাকা এবং অনধিক পঞ্চাশ কোটি টাকা। (২) যদি এক ব্যক্তি কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত পরিমাণ হইতে অধিক হয় এবং বার্ষিক টার্নওভার উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে, এক ব্যক্তি কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অথবা, ক্ষেত্রমত, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা যাইবে।	**এক ব্যক্তি কোম্পানি গঠন, নিবন্ধন, পরিচালনা, ইত্যাদি** **৩৯২গ। এক ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার মূলধন, ইত্যাদিঃ** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানির- (ক) পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হইবে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা এবং অনধিক পঞ্চাশ কোটি টাকা; এবং (খ) বিলুপ্ত (২) যদি এক ব্যক্তি কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত পরিমাণ হইতে অধিক হয় এবং অব্যবহিত পূববর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক টার্নওভার একশত কোটি টাকার অধিক হয়, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে, এক ব্যক্তি কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অথবা, ক্ষেত্রমত, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা যাইবে।	একক মালিকানার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা উদ্যোগকে এক ব্যক্তি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করার সুযোগ সৃষ্টি করা।
১২১.	**৩৯২ঝ। এক ব্যক্তি কোম্পানীর ব্যালান্স শীট:** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোন অর্থ বৎসর সমাপ্তির একশত আশি দিনের মধ্যে উহার আর্থিক বিবরণী দলিলাদিসহ সংযুক্ত করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। (২) প্রতিটি ব্যালান্স শীট এবং প্রতিবারের লাভ-ক্ষতির হিসাব অথবা আয় ও ব্যয়ের হিসাব কোম্পানীর একমাত্র শেয়ারহোল্ডার পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।	**৩৯২ঝ। এক ব্যক্তি কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার বিবরণী:** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোন অর্থ বৎসর সমাপ্তির একশত আশি দিনের মধ্যে উহার আর্থিক বিবরণী দলিলাদিসহ সংযুক্ত করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। (২) প্রতিটি আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং প্রতিবারের লাভ-ক্ষতির হিসাব অথবা আয় ও ব্যয়ের হিসাব কোম্পানীর একমাত্র শেয়ারহোল্ডার পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।	

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
১২২.		**৪০১খ। দেশীয় কর্তৃপক্ষ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময়ঃ** ১। রেজিস্ট্রার, কোনো আইনসম্মত অনুরোধের ভিত্তিতে অথবা প্রয়োজনবোধে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি, কোম্পানির মালিকানা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য প্রদান ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা করবেন— ক। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা; খ। মানিলন্ডারিং, এর সম্পৃক্ত অপরাধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন-সংক্রান্ত অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্তকারী সংস্থা; গ। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো নিয়ন্ত্রক, তদারকি, তদন্তকারী বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ; এবং ঘ। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা। ২। উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন এর সম্পৃক্ত অপরাধ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচারিক কার্যক্রম বা আইনানুগ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উক্ত তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। ৩। রেজিস্ট্রার কোম্পানি, মালিকানা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, হালনাগাদকরণ এবং উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা বা নির্ধারিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবেন। ৪। কেবল গোপনীয়তা, দাপ্তরিক গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সম্মতি না থাকার অজুহাতে কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। ৫। তথ্য গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করবে এবং অনুমোদিত দাপ্তরিক উদ্দেশ্য ব্যতীত উক্ত তথ্য ব্যবহার বা প্রকাশ করবে না।	রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (RJSC)-এর মূল সনদ ও ব্যবসায়িক দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হলো সরকারি তথ্যের উন্মুক্ততা ও সর্বজনীন সুগমতা। যেখানে প্রস্তাবিত আইনি কাঠামোর অধীনে RJSC-এর সংগৃহীত যাবতীয় তথ্যাবলি (যেমন: কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিং, পরিচালনা পর্ষদ, ও বার্ষিক রিটার্ন সংক্রান্ত তথ্য) ইতোমধ্যে একটি উন্মুক্ত ডিজিটাল ডাটাবেজ এবং নির্ধারিত সরকারি প্রক্রিয়ায় যে কোনো নাগরিক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সাধারণ জনগণের কাছে সহজলভ্য ও যাচাইযোগ্য (Public Register), সেখানে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বা তথ্য বিনিময়ের জন্য প্রস্তাবিত ৪০১খ ধারা অন্তর্ভুক্তকরণ একটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও দ্বৈত বিধান (Redundant Legislation)। উন্মুক্ত তথ্যের নীতি অনুসারে সরকারি সংস্থাসমূহ কোনো বিশেষ অজুহাত ছাড়াই সরকারিভাবে নির্দিষ্ট ফি প্রদান বা সরাসরি সিস্টেম অ্যাক্সেসের মাধ্যমে এই তথ্য ব্যবহার করতে পারে। আইন প্রয়োগকারী বা তদন্তকারী সংস্থার তথ্য পাওয়ার আইনি এখতিয়ার ইতোমধ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মতো বিশেষ আইনসমূহ দ্বারা শতভাগ সংরক্ষিত ও বলবৎ রয়েছে। সুতরাং, যে তথ্য আইনগতভাবেই উন্মুক্ত এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তার জন্য কোম্পানি আইনে পুনরায় স্বতন্ত্র আইনানুগ অনুমতি, বাধ্যতামূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি বা সুনির্দিষ্ট সংস্থাগুলোর তালিকা সংক্রান্ত পৃথক

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			ধারা যুক্ত করা করপোরেট আইনের অযথা কলেবর বৃদ্ধি করিবে। তাই আইনি আইডেন্টিটি ও করপোরেট কাঠামোর সরলতা বজায় রাখতে ৪০১খ ধারাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করাই যুক্তিযুক্ত।
১২৩.		**৪০১গ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ঃ** ১। রেজিস্ট্রার বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি, পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক বা প্রশাসনিক সহযোগিতা ব্যবস্থার অধীন এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, জালিয়াতি বা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে কোনো কোম্পানি বা তার প্রকৃত সুবিধাভোগীর সংশ্লিষ্টতার জন্য কোনো বিদেশি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবেন। ২। তবে কোনো অনুরোধ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, জনস্বার্থ বা চলমান তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলে, লিখিত কারণ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতঃ তা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। ৩। প্রাপ্ত তথ্য কেবল যে উদ্দেশ্যে চাওয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা, রেজিস্ট্রারের পূর্বানুমতি ছাড়া তা তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট প্রকাশ বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা এবং পুর্বানুমতি ব্যতীত আদালতে প্রমানক হিসেবে ব্যবহার যাবে না। ৪। রেজিস্ট্রার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য বিদেশি কোম্পানি নিবন্ধক বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বা উপর্যুক্ত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের করতে পারবেন।	আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য তথ্যের গোপনীয়তা, আইনগত নিশ্চয়তা এবং নিয়ন্ত্রক পরিবেশের পূর্বানুমেয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবিত ধারা ৪০১গ-এ মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, জালিয়াতি বা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে কোনো কোম্পানি বা তাহার প্রকৃত সুবিধাভোগীর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের ভিত্তিতে বিদেশি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে রেজিস্ট্রারকে ব্যাপকভাবে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। যদিও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি কোম্পানি আইনের অধীন এইরূপ বিস্তৃত তথ্য বিনিময়ের ক্ষমতা বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বহুজাতিক কোম্পানির নিকট বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ সম্পর্কে অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিতে পারে এবং সংবেদনশীল বাণিজ্যিক তথ্যের গোপনীয়তা সম্পর্কে উদ্বেগ তৈরি করিয়া বাংলাদেশে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করিতে পারে। তদুপরি, আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় ও পারস্পরিক আইনি সহযোগিতার বিষয়সমূহ বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি, পারস্পরিক আইনি সহায়তা ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। অতএব, কোম্পানি আইনে

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
			রেজিস্ট্রারের জন্য পৃথক ও বিস্তৃত আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময়ের ক্ষমতা সংযোজন না করিয়া বিদ্যমান আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা অধিকতর সমীচীন। বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ, বাণিজ্যিক তথ্যের গোপনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রক পূর্বানুমেয়তা বজায় রাখার স্বার্থে প্রস্তাবিত ধারা ৪০১গ বিলুপ্ত করা হউক। প্রস্তাবিত ধারায় রেজিস্ট্রারকে বিভিন্ন সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ ও বিনিময়ের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইলেও তথ্যের ধরন, উদ্দেশ্য, প্রাপকের পরিধি, অনুমোদন ও গোপনীয়তা রক্ষার সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারিত নাই। ফলে কোম্পানি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা ও তথ্য-নিরাপত্তা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হইতে পারে। প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময়ের বিষয়টি বিদ্যমান প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধানের মাধ্যমে সম্পাদনযোগ্য হওয়ায় একই বিষয়ে পৃথক ও বিস্তৃত বিধানের প্রয়োজন নাই। অতএব, ধারা ৪০১ঘ বিলুপ্ত করা সমীচীন।
১২৪.		**ইলেকট্রনিক রেকর্ড, ডিজিটাল স্বাক্ষর ও কোম্পানি-তথ্য ব্যবস্থাপনা** **৪০১ঘ। প্রয়োগ ও সংজ্ঞা:** (১) এই অধ্যায় ধারা ৪০১ক, ৪০১খ ও ৪০১গ এর পরিপূরক হিসাবে প্রযোজ্য হইবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর বিধান ক্ষুণ্ন করিবে না। (২) এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত "ইলেকট্রনিক রেকর্ড", "ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর", "ডিজিটাল রেজিস্ট্রি" ও "ইলেকট্রনিক মাধ্যম" শব্দসমূহ ধারা ২ এ প্রদত্ত অর্থে প্রযোজ্য হইবে।	• **খসড়ার সঙ্গে সম্পর্ক:** খসড়ার বিচ্ছিন্ন "ইলেকট্রনিক মাধ্যমে" সংযোজনগুলোর কোনো সংজ্ঞা, সাক্ষ্যমূল্য, নোটিশ জারির

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		৪০১৬। ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও স্বাক্ষরের আইনগত স্বীকৃতি: (১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিতে কোনো তথ্য বা দলিল লিখিত, মুদ্রিত, স্বাক্ষরিত, সিলমোহরযুক্ত, দাখিলকৃত, প্রেরিত বা সংরক্ষিত হইবার বিধান থাকিলে, তাহা ইলেকট্রনিক রেকর্ড বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা পূরণ করা যাইবে, যদি- (ক) রেকর্ডটি পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য প্রবেশগম্য ও পাঠযোগ্য থাকে; (খ) রেকর্ডের মূল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকে এবং কোনো পরিবর্তন শনাক্ত করা যায়; এবং (গ) প্রেরক, প্রাপক এবং প্রেরণ ও প্রাপ্তির তারিখ ও সময় শনাক্ত করা যায়। (২) ইলেকট্রনিক রেকর্ড বা ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর কেবল ইলেকট্রনিক রূপের কারণে আইনগত বৈধতা বা কার্যকারিতা হারাইবে না। (৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত যে সকল দলিলের ক্ষেত্রে মূল কাগুজে কপি অপরিহার্য, সেইগুলো এই ধারার আওতার বাহিরে থাকিবে। **৪০১চ। ইলেকট্রনিক দাখিল ও দাখিলের সময়:** (১) এই আইনের অধীন কোনো দলিল, বিবরণী (return) বা ফরম রেজিস্ট্রারের নিকট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ও নির্ধারিত ফরম্যাটে দাখিল করা যাইবে এবং রেজিস্ট্রার বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক দাখিল বাধ্যতামূলক করিতে পারিবেন। (২) ইলেকট্রনিক দাখিলের ক্ষেত্রে সিস্টেম কর্তৃক প্রদত্ত প্রাপ্তি-নিশ্চিতকরণের তারিখ ও সময়ই দাখিলের তারিখ ও সময় বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে যথাসময়ে দাখিল করা সম্ভব না হইলে রেজিস্ট্রার লিখিত কারণ বিবেচনা করিয়া সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন। **৪০১ছ। ডিজিটাল রেজিস্ট্রি ও উহার সাক্ষ্যমূল্য:** (১) রেজিস্ট্রার একটি ডিজিটাল রেজিস্ট্রি সংরক্ষণ করিবেন এবং উহাতে সংরক্ষিত তথ্য কোম্পানির নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রামাণিক রেকর্ড বলিয়া গণ্য হইবে। (২) সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর বিধান সাপেক্ষে, ডিজিটাল রেজিস্ট্রি হইতে রেজিস্ট্রারের ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরযুক্ত ও প্রত্যয়িত অনুলিপি আদালত বা ট্রাইব্যুনালে প্রথম দৃষ্টিতে (prima facie) সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।	সময় বা নিরাপত্তা-মান নাই।ধারা ২৩, ১৬৪ এ "স্বয়ংক্রিয় যাচাইকরণ শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন" এবং ধারা ৩৮(৩ক) এ "গ্রহণযোগ্য ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর স্পষ্ট করা প্রয়োজন" বলিয়াছে। এই অধ্যায় সেই শূন্যতা পূরণ করে। • **ধারা ৪০১খ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য:** খসড়ার ৪০১খ(৪) গোপনীয়তা বা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার অজুহাতে বৈধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান নিষিদ্ধ করিয়াছে। প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, অডিট ট্রেইল ও গোপনীয়তা-দায় থাকা চাই। ৪০১ঠ ঠিক তাহাই করে এবং আগের সংস্করণের আলাদা "আন্তঃসংস্থা তথ্য-বিনিময়" ধারা বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারণ খসড়ার ৪০১খ ও ৪০১গ ইহা আচ্ছাদন করে। • **ধারা ৩৩৯:** খসড়া দলিল-সংরক্ষণ ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসর করিয়াছে। ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণের অনুমোদিত পদ্ধতি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক স্পষ্ট হওয়া উচিত। ৪০১ঝ(৫) তাহাই বিধি দ্বারা ঠিক করার সুযোগ রাখে। • **চুক্তি আইন, ১৮৭২:** আগের সংস্করণে "যা-ই থাকুক না কেন" লিখিয়া এই আইনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সূত্র হইতে

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		৪০১জ। ইলেকট্রনিক নোটিশ ও জারি: (১) এই আইনের অধীন কোনো সদস্য, পরিচালক, নিরীক্ষক বা অন্য ব্যক্তির উপর নোটিশ বা দলিল জারির জন্য তাহার নির্ধারিত ইলেকট্রনিক ঠিকানায় বা পোর্টালের মাধ্যমে প্রেরণই যথেষ্ট জারি বলিয়া গণ্য হইবে। (২) নির্ধারিত ইলেকট্রনিক ঠিকানায় প্রেরিত নোটিশ প্রেরণের [চব্বিশ] ঘণ্টা পর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না প্রেরণ-ব্যর্থতার বার্তা পাওয়া যায়। (৩) প্রত্যেক সদস্য লিখিতভাবে চাহিলে তাহাকে কাগজে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। **৪০১ঝ। ইলেকট্রনিক রেজিস্টার ও রেকর্ড সংরক্ষণ:** (১) সদস্য, পরিচালক, চার্জ, সংশ্লিষ্ট পক্ষের লেনদেন ও হিতগ্রাহী স্বত্ব সংক্রান্ত রেজিস্টারসহ এই আইনের অধীন সংরক্ষণীয় সকল রেজিস্টার ও হিসাবের বই ইলেকট্রনিক রূপে সংরক্ষণ করা যাইবে। (২) ইলেকট্রনিক রেকর্ডে অডিট ট্রেইল (কে, কখন, কী পরিবর্তন করিয়াছেন), নিরাপদ ব্যাকআপ এবং পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার থাকিতে হইবে। (৩) রেকর্ড [০] বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে; এই সময়সীমা ধারা ৩৩৯ এর অধীন দলিল সংরক্ষণের সময়সীমা এবং আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত আইনের সংরক্ষণ-সময়সীমার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে। (৪) সার্ভার বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত হইলেও কোম্পানি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে রেজিস্ট্রার বা অন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চাহিলে রেকর্ড বাংলাদেশ হইতে প্রবেশগম্য হয় এবং নির্ধারিত সময় অন্তর ব্যাকআপ বাংলাদেশে সংরক্ষিত থাকে। (৫) ধারা ৩৩৯ এর অধীন অবলুপ্ত কোম্পানির দলিল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণের অনুমোদিত পদ্ধতি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। **৪০১ঞ। ভার্চুয়াল ও হাইব্রিড সভা, ই-প্রক্সি ও ই-ভোটিং:** (১) কোম্পানির সংঘবিধিতে নিষেধ না থাকিলে, পরিষদের সভা, সাধারণ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা শারীরিক, ভার্চুয়াল বা হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। (২) ভার্চুয়াল বা হাইব্রিড সভায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি উপস্থিত বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কোরামে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।	দেখা যায় সাক্ষ্য আইন সংশোধন করিয়া ডিজিটাল স্বাক্ষরকে সাক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে; তাই এখন "এর বিধান সাপেক্ষে" লেখা হইয়াছে। • **সাইবার আইন:** আগের সংস্করণে সাধারণভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ উল্লেখ ছিল। সূত্র অনুযায়ী ওই আইনের ফৌজদারি ধারা পূর্বে রহিত; সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ রহিত হইয়া সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি হইয়াছে (২০২৬ সালে ইহা আইনে রূপান্তরিত হইয়াছে কিনা যাচাই প্রয়োজন)। তাই ৪০১ঢ(২) এ নির্দিষ্ট আইনের নাম না দিয়া "সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন" লেখা হইয়াছে। ই-স্বাক্ষরের ভিত্তি এখনো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬। • **আন্তর্জাতিক মান:** ইউনসিট্রাল মডেল আইন (ইলেকট্রনিক বাণিজ্য, ১৯৯৬) ধারা ৫–৯ (কার্যগত সমতুল্যতা)। যুক্তরাজ্য: কোম্পানি আইন ২০০৬ ধারা ১১৪৩–১১৪৮। অস্ট্রেলিয়া: Corporations Amendment (Meetings and Documents) Act 2022। ইহা স্মৃতিনির্ভর। *সতর্কতা: ধারা ৪০১ক এর পাঠ না পাওয়া পর্যন্ত ৪০১ঘ–৪০১ণ এর সঙ্গে সম্ভাব্য দ্বৈততা নিশ্চিত*

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		(৩) সভার নোটিশে অংশগ্রহণের পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত সংযোগ-তথ্য এবং ই-প্রক্সি ও ই-ভোটিং এর নির্দেশনা উল্লেখ থাকিবে। (৪) সভার কার্যবিবরণী ইলেকট্রনিক রূপে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রে সভার অডিও বা ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে। **৪০১ট। ইলেকট্রনিক শেয়ার হস্তান্তর ও ই-কেওয়াইসি:** (১) ধারা ৩৮(৩ক) এর অধীন শেয়ার হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর গ্রহণযোগ্য হইবে, যদি উহা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত সনদ-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত হয়। (২) বিদেশি হস্তান্তরকারীর ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটারি-প্রত্যয়িত বা ই-অ্যাপোস্টিলযুক্ত ইলেকট্রনিক দলিল এবং ই-কেওয়াইসি যাচাই গ্রহণযোগ্য হইবে। (৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার উপরে হস্তান্তরে দ্বি-স্তরীয় প্রমাণীকরণ (two-factor authentication) এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি বা আইনজীবী কর্তৃক প্রত্যয়ন আবশ্যক হইতে পারে। **৪০১ঠ। তথ্য নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ:** (১) রেজিস্ট্রার ডিজিটাল রেজিস্ট্রির নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) ধারা ৪০১খ ও ৪০১গ এর অধীন তথ্য প্রদান ক্ষুণ্ন না করিয়া, হিতগ্রাহী স্বত্ব সংক্রান্ত তথ্য, ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, কর শনাক্তকরণ নম্বর ইত্যাদি) এবং বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশ্য অনুসন্ধানের আওতার বাহিরে থাকিবে এবং কেবল বিধি অনুযায়ী প্রবেশাধিকার-স্তর, উদ্দেশ্য-সীমাবদ্ধতা ও অডিট ট্রেইল সাপেক্ষে প্রদান করা যাইবে। (৩) রেজিস্ট্রির তথ্যে অননুমোদিত প্রবেশ, পরিবর্তন বা প্রকাশ নিষিদ্ধ। **৪০১ড। অনলাইন পরিদর্শন ও ফি:** (১) যে কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে ডিজিটাল রেজিস্ট্রির প্রকাশ্য তথ্য অনলাইনে অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করিতে পারিবেন। (২) ফিস ইলেকট্রনিক পেমেন্ট মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে। **৪০১ঢ। অপরাধ ও দণ্ড:** (১) কোনো ব্যক্তি- (ক) জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা বা জাল ইলেকট্রনিক	*করা যায় না।*

ক্রমিক নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (সংশোধনীসহ)	কোম্পানি আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা
		রেকর্ড দাখিল করিলে; (খ) অন্যের ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর বা ইলেকট্রনিক পরিচয়-সনদ অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করিলে; অথবা (গ) ডিজিটাল রেজিস্ট্রির তথ্য অননুমোদিতভাবে পরিবর্তন, মুছিয়া ফেলা বা প্রকাশ করিলে, তিনি অনধিক [দুই] বৎসর কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক [দশ লক্ষ] টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। (২) এই ধারার কোনো বিধান সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচলিত কোনো আইনের অধীন পৃথক শাস্তি আরোপে বাধা হইবে না। **৪০১৭। বিধি প্রণয়ন ও আইনের সহিত সামঞ্জস্য:** (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং বিশেষত ফরম্যাট, প্রমাণীকরণ-মান, সংরক্ষণ-সময়, প্রবেশাধিকার-স্তর ও তথ্য-বিনিময়ের কাঠামো সম্পর্কে। (২) এই আইনের অধীন কোম্পানির নিবন্ধন, হিসাব ও দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে এই অধ্যায়ের বিধান বিশেষ বিধান হিসাবে প্রযোজ্য হইবে।	
১২৫.	**৪০২। রহিতকরণ ও হেফাজত** (১) Companies Act, 1913 (VII of 1913), অতঃপর উক্ত এ্যাক্ট বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।	**৪০২। রহিতকরণ ও হেফাজত** (১) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।	

আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী (সংযুক্তি-১)

[কোম্পানির নাম]			
আয় বিবরণী (মুনাফা বা ক্ষতির হিসাব)			
[২০-- সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য]			
বিবরণী	**বিস্তারিত (টাকা)**	**চলতি বছর (টাকা)**	**পূর্ববর্তী বছর (টাকা)**
আয়সমূহ:			
বিক্রয় বা রাজস্ব		x,xx,xxx	x,xx,xxx
অন্যান্য আয়		xx,xxx	xx,xxx
বাদ: বিক্রীত পণ্যের ব্যয়		(x,xx,xxx)	(x,xx,xxx)
মোট মুনাফা		x,xx,xxx	x,xx,xxx
বাদ: ব্যয়সমূহ-			

বেতন ও ভাতাদি	xx,xxx		
অফিস ভাড়া ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়	xx,xxx		
বিক্রয় ও বিপণন ব্যয়	xx,xxx		
পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সহিত লেনদেন (ভাতা/ফি)	xx,xxx		
অবচয়	xx,xxx		
মোট ব্যয়		**(x,xx,xxx)**	**(x,xx,xxx)**
কর-পূর্ব নিট মুনাফা		x,xx,xxx	x,xx,xxx
বাদ: আয়কর		(xx,xxx)	(xx,xxx)
নিট মুনাফা		**x,xx,xxx**	**x,xx,xxx**

[কোম্পানির নাম]		
আর্থিক অবস্থার বিবরণী		
[২০-- সালের ৩০ জুন তারিখের জন্য]		
বিবরণী	**চলতি বছর (টাকা)**	**পূর্ববর্তী বছর (টাকা)**
সম্পদসমূহ (Assets)		
স্থায়ী সম্পদ:		
জমি, দালানকোঠা ও যন্ত্রপাতি	x,xx,xxx	x,xx,xxx
অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	xx,xxx	xx,xxx
চলতি সম্পদ:		
মজুদ পণ্য	x,xx,xxx	x,xx,xxx
প্রাপ্য হিসাব (দেনাদার)	xx,xxx	xx,xxx
নগদ তহবিল ও ব্যাংক জমা	xx,xxx	xx,xxx
মোট সম্পদ	**x,xx,xxx**	**x,xx,xxx**
দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব (Liabilities & Equity)		
শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব:		
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন	x,xx,xxx	x,xx,xxx
সংরক্ষিত আয়/উদ্বৃত্ত	x,xx,xxx	x,xx,xxx

দীর্ঘমেয়াদী দায়:		
দীর্ঘমেয়াদী ব্যাংক ঋণ	X,XX,XXX	X,XX,XXX
চলতি দায়:		
প্রদেয় হিসাব (পাওনাদার)	XX,XXX	XX,XXX
স্বল্পমেয়াদী ব্যাংক ঋণ	XX,XXX	XX,XXX
বকেয়া খরচাদি ও অন্যান্য দায়	XX,XXX	XX,XXX
মোট দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব	**X,XX,XXX**	**X,XX,XXX**